কার্ত্তিক ১৩৬২ } শ্রীগৌরাঙ্গসেবক { ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

গোপীচন্দনমাহাত্ম্য

ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী এম,এ,পি,এইচ,ডি

সদাচারনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের নিকট গোপীচন্দন বড় আদরের ধন। ইহা দ্বারা তিলক রচনা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম উল্লেখ করতঃ ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে ধারণ তাঁহাদের অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম্ম। ভগবানের নামাঙ্কিত তিলক ও মুদ্রা (ছাপা) ধারণের ফল শাস্ত্রে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সম্প্রদায়গত আচারানুযায়ী শাক্তগণ সাধারণতঃ রক্তচন্দনের দ্বারা, শৈবগণ আগ্নেয়ভস্ম দ্বারা ও বৈষ্ণবগণ শ্বেত চন্দনের দ্বারা তিলক রচনা করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিলক রচনার জন্য গোপীচন্দনের ব্যবহার করেন। সকলেই জানেন যে নামে চন্দন হইলেও গোপীচন্দন কোন দারুজ চন্দন নহে, ইহা মৃত্তিকাবিশেষ। শ্রীধাম দ্বারকার চক্রতীর্থ হইতে এই মৃত্তিকা সংগৃহীত হয়। ইহার বর্ণ ঈষৎ পীত। সাধকের রুচি অনুযায়ী শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মৃত্তিকা বা তুলসী-মূলস্থ মৃত্তিকার দ্বারাও তিলক ধারণের বিধি আছে।

বাসুদেবোপনিষৎ নামে একখানি ক্ষুদ্র উপনিষৎ আছে, উহা মাত্র চারিটি মন্ত্রে সম্পূর্ণ। মুক্তিকোপনিষদে যে একশত আটখানি উপনিষদের নাম আছে, উহা তাহারই অন্তর্গত। এই উপনিষদের বক্তা— স্বয়ং বাসুদেব, শ্রোতা দেবর্ষি নারদ। ইহাতে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব নারদকে বিধান দিতেছেন যে গোপীচন্দনের দ্বারাই উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুচন্দন নামে এক অপূর্ব্ব চন্দনতরু আছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐ চন্দন ব্যবহার করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ চন্দনতরু আনিয়া দ্বারকায় স্থাপন করেন। গোপীগণ ঐ চন্দনপঙ্ক ও কুঙ্কুমের দ্বারা স্তনমণ্ডল অনুলিপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত চক্রতীর্থে বিহার করেন। তাঁহাদের বিহারকালে তীর্থ-সলিল দ্বারা প্রক্ষালিত হইয়া ঐ চন্দন ও কুঙ্কুম্ তীরভূমির সহিত সংলগ্ন হয় এবং ঐ স্থানের মৃত্তিকা ঈষৎ পীতাভা ধারণ করে। উহারই নাম হয় গোপীচন্দন।

এই স্থানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়,— দ্বারকায় আবার গোপীগণের সহিত বিহারের কথা আসিল কোথা হইতে? গোপীদের সহিত যত কিছু বিলাস তাহা ত বৃন্দাবনে। গোপীরা আবার চক্রতীর্থে জলক্রীড়া করিতে আসিলেন কবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষীও বৃন্দাবনের সেই ষোল হাজার গোপী। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ললিত-মাধব নাটক পাঠ করিবার পর অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মনে আর এ বিষয়ে সংশয় থাকা উচিত নহে। নরকাসুর এই গোপীগণকে নিয়া স্বীয় রাজধানীতে রাখিয়াছিল, নরকাসুরকে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নিয়া যান ও বিধিমতে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভাগবতে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

এখন কথা হইতেছে, গোপীচন্দন ত মৃত্তিকামাত্র, উহাতে শ্বেতচন্দনের মত সুগন্ধ নাই,—অথচ উহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? মলয় পর্ব্বতে জাত শ্বেতচন্দন মনুষ্য-লোকের বস্তু। বৈকুণ্ঠে জাত বিষ্ণুচন্দন যে উহা অপেক্ষা কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। একে ব্রহ্মাদির ব্যবহৃত দেব দুর্ল্লভ বস্তু,—বৈকুণ্ঠের সামগ্রী,

তদুপরি তৎসহ কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণের কুচ কুমকুমের সংমিশ্রণ, উৎকর্ষতায় উহা যে তুলনারহিত, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

"চন্দনং চাপি গোপীনাং কেলিকুঙ্কুমসম্ভবম্।
মণ্ডনং পাবনং নৃণাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥"

(গোপীচন্দনোপনিষৎ)

গোপীগণের স্তনমণ্ডলকুঙ্কুম্ হইতে কেলিকালে যে চন্দনের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা ধারণ করিলে মনুষ্যগণ ভুক্তি ও মুক্তিরূপ ফললাভ করে। কিন্তু বৈষ্ণবের ভাষায় "এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" অর্থাৎ উপনিষদের ঋষি গোপীচন্দন ধারণের ফলরূপ যে ভুক্তি ও মুক্তির কথা বলিতেছেন তাহা ত বৈষ্ণবের কাম্য নহে। কিন্তু ঋষি সে কথা খুলিয়া বলেন নাই, সাধারণ লোককে এই পথে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তিনি ভুক্তি ও মুক্তির প্রলোভন দেখাইতেছেন। এ যেন সেই ভাগবতের উপমা,—"যথা ভৈষজ্যরোচনম্।" রোগগ্রস্ত পুত্র তিক্ত ঔষধ খাইতে চাহে না, মাতা প্রলোভন দেখাইতেন,—বাবা, ঔষধের বড়িটা তুমি টপ্ করিয়া গিলিয়া ফেল, তোমাকে এই সন্দেশটা দিব। অথবা চতুর বৈদ্য তিক্ত ঔষধের উপর শর্করার আবরণ (Sugar coated pill) দিয়া রোগীকে মিষ্টদ্রব্য বলিয়া তাহা সেবন করাইতেছেন। আমাদের সুবিজ্ঞ আচার্য্যগণ ত এইভাবেই প্রবৃত্তিমার্গ হইতে লোকের মন ধীরে ধীরে নিবৃত্তির পথে লইয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বাসুদেব উপনিষদে গোপীচন্দনের কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে। গোপীচন্দনের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে অপর একখানি উপনিষদে। তাহার নাম হইতেছে "গোপীচন্দনোপনিষৎ" এই উপনিষৎখানি কিন্তু মুক্তিকোপনিষদে উল্লিখিত অষ্টোত্তর শত উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই গ্রন্থখানি পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত হইলেও ক্ষুদ্রাকৃতি। ইহা বাসুদেব-উপনিষদের পরিপূরক। ইহার প্রথম চারিখণ্ড গদ্যে ও পঞ্চম বা শেষখণ্ড পদ্যে রচিত। নারায়ণ কৃত "দীপিকা" নামে ইহার একটি টীকা আছে। এই নারায়ণ কে বা কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে ইহার টীকায় শঙ্করাচার্য্যের লেখা হইতে অনেক উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয়। ইনিও যে শঙ্করপন্থী ছিলেন, তাহা ইঁহার টীকা হইতে বুঝা যায়। "গোপীচন্দন" —এই কথা দুইটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইনি লিখিয়াছেন—"গোপী কা নাম। সংরক্ষণী। কুতঃ সংরক্ষণী। লোকস্য নরকান্মৃত্যোর্ভয়াচ্চ সংরক্ষণী। চন্দনং তুষ্টিকারণং চ। কিং তুষ্টিকারণম্। ব্রহ্মানন্দ কারণম।

অর্থাৎ গোপী বলিতে কি বুঝায়? উত্তর সংরক্ষণী বা রক্ষাকর্ত্রী। কিসের থেকে রক্ষা করা হয়? নরক ও মৃত্যুভয় হইতে। চন্দন কি? না যাহার দ্বারা তুষ্টি সাধিত হয়। কিসের দ্বারা তুষ্টি হয়? ব্রহ্মানন্দের দ্বারা।

টীকাকারের উপর শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব যে সুস্পষ্ট, তাহা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। মূল উপনিষৎ হইতে আর দুই একটি কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বলা আবশ্যক, সমগ্র উপনিষৎ গ্রন্থের রীতি অনুযায়ী গোপীচন্দন উপনিষদেও মোক্ষকে চরম লক্ষ্য বলা হইয়াছে। গোপীচন্দন ধারণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপনিষৎকার বলিতেছেন,—

'ব্রহ্মহন্তা কৃতঘ্নশ্চ গোঘ্নশ্চ গুরুতল্পগঃ।
তেষাং পাপানি নশ্যন্তি গোপীচন্দনধারণাৎ ॥

অর্থাৎ গোপীচন্দন ধারণ করিলে ব্রহ্মহত্যা, কৃতঘ্নতা, গোহত্যা, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি মহাপাপ হইতে মুক্তি-লাভ করা যায়।

"অগ্নিষ্টোমসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
তেষাং পুণ্যমবাপ্নোতি গোপীচন্দনধারণাৎ

গোপীচন্দন ধারণের দ্বারা সহস্র অগ্নিষ্টোম ও শত বাজপেয় (অশ্বমেধ) যজ্ঞের তুল্য পুণ্য লাভ করা যায়।

যাহারা অঙ্গে গোপীচন্দন লিপ্ত করিয়া ব্রত, দান, জপ বা যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের কোটিগুণ ফল লাভ হয়।

গোপীচন্দনমায়ুষ্যং বলারোগ্যবিবর্দ্ধনম্।"

গোপীচন্দন ধারণ করিলে আয়ু, বল ও আরোগ্য লাভ হয়।

গোপীচন্দন যে মৃত্তিকাবিশেষ তাহা সকলেই জানেন। রোগ আরোগ্য ও স্বাস্থ্য লাভের জন্য গায়ে গঙ্গামাটী প্রভৃতি মাখার প্রথা বহুকাল হইতে সর্ব্বদেশে প্রচলিত আছে। গোপীচন্দনের ভেষজগুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া যদি কোনও চিকিৎসক বা রাসায়নিক উহার ফল প্রকাশ করেন, তবে হয়ত দেখা যাইবে যে উপনিষদের উক্তির মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু নাই যাহা সত্য তাহাই নিহিত আছে।

শ্রীসদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব

শ্রীমন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী

ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত হিন্দু শাস্ত্রে গুরুপাদাশ্রয় স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। অনেকে বলেন, অধ্যাত্মজীবন যাপন করিবার জন্য গুরু গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমরা প্রত্যেকেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিশেষ কোন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্ব স্ব মনোমত দেবমূর্ত্তির উপাসনা করিলেই ত পারি? কিন্তু ইহা যুক্তিসঙ্গত উত্তর নহে। কারণ যদি সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি অপরা বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য আমাদের একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মজ্ঞান শিক্ষালাভের জন্য একজন অনুভূতিমান অভিজ্ঞ আচার্য্যের প্রয়োজন হইবেনা কেন? তন্ত্র বলেন,—

"গুরুং বিনা যস্ত মূঢ়ঃ পুস্তকাদিবিলোকনাৎ
জপবদ্ধং সমাপ্নোতি কিল্বিষং পরমেশ্বরি॥
গুরুং বিনা যন্ত্রমন্ত্রে নাধিকারং কথঞ্চন।
অতএব প্রযত্নেন গুরুঃ কর্ত্তব্য উত্তমঃ॥"

দেখা যাইতেছে গুরু ব্যতীত জপ, ধ্যান, শাস্ত্রালোচনা সবই বৃথা। অতএব গুরুগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভক্তিযোগ নামধেয় গ্রন্থে বলিয়াছেন, "জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে, অপর এক আত্মার শক্তিসঞ্চার আবশ্যক। যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে গুরু বলে, এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে শিষ্য বলে। এরূপে শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন তাঁহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও সুকৃষ্ট থাকা আবশ্যক। যেখানে এই উভয়টিই বিদ্যমান, সেখানেই প্রকৃত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়।" এই স্থলে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এমন একজন আত্মতত্ত্ববিজ্ঞাতার প্রয়োজন যিনি তপস্যালব্ধ জ্ঞান দ্বারা সেই শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং অন্য কোন জীবাত্মার শক্তির বিকাশের জন্য ঐ শক্তি সঞ্চারিত করিতে সমর্থ। অতএব গুরুর বিশেষ কর্ত্তব্য নির্ধারিত হইল। উপনিষদের যুগে দেখা যায়, বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর সমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, গৌতম গোত্রীয় আরুণি গার্গ্য পুত্র চিত্রের সমীপে উপনয়ন দীক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। বালক নাচিকেতা যমালয়ে গমনপূর্ব্বক যমরাজের প্রমুখাৎ আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতেছেন। ঐতিহাসিক যুগে কলিযুগপাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীমৎ কেশব ভারতীর সন্নিকটে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

বর্ত্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীস্বামী তোতাপুরীর নিকট বেদান্তসাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইভাবে ভারতবর্ষে গুরুগ্রহণ করিবার ইতিহাস সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত গুরুপরম্পরায় হইয়া আসিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ গুরুমহিমা পঞ্চমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"
(তন্ত্রসার)

গু শব্দে অন্ধকার ও রু শব্দে উহার নিবারক, অতএব অজ্ঞান-অন্ধকার যিনি বিনষ্ট করেন তিনিই গুরু, হিন্দু-শাস্ত্রে গুরুর লক্ষণাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাহার দ্বারা কিরূপ ব্যক্তি গুরুপদবাচ্য তাহা উত্তমরূপে-হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মুণ্ডকোপনিষদ বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সমিৎপানি হইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে যাইবেন। কঠশ্রুতি বলিয়াছেন, "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।" অর্থাৎ আচার্য্য বা আত্মতত্ত্বপ্রবক্তা আত্মজ্ঞ হওয়া চাই এবং শিষ্যও কুশলী হওয়া প্রয়োজন। গুরুকেও তপস্বী, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং শিষ্যকেও অনুসন্ধিৎসু, পবিত্র, শ্রদ্ধাবান এবং গুরুভক্ত হওয়া আবশ্যক। গুরু মাত্র শাস্ত্রমর্মজ্ঞ হইলে চলিবেনা, তাঁহাকে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। যিনি এইরূপে মহাজ্ঞানী হইয়াছেন তিনিই ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। মূঢ় ব্যক্তি কখনও ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারেন না। গুরু হইবেন নিস্বার্থপ্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয়। শিষ্যের পারমার্থিক কল্যাণ ব্যতীত গুরু-শিষ্যের মধ্যে কোন স্বার্থযুক্ত সম্বন্ধ থাকিবেনা। তিনি প্রেমময়। অন্তরের তীব্র লোকহিতৈষণায় মন্ত্রদীক্ষাদি দান করিবেন। এই ধর্ম্মগুরুর লক্ষণ বিষয়ে তন্ত্রসার বলিয়াছেন,

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

গুরু হইবেন শম, দমাদি গুণযুক্ত, সদ্বংশজাত, বনয়ী, পবিত্র পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, বিশুদ্ধাচারী, সৎকর্ম্ম-পরায়ণ এবং বিশ্বকল্যাণকামী মানসিক এবং বাহ্যিক ব্যবহারাদিতে বিশুদ্ধস্বভাব, সন্ধ্যাবন্দনাদিতে নিরত, গার্হস্থ্য সন্ন্যাস ইত্যাদি যে কোন আশ্রমাধীন থাকিয়া ধ্যানজ্ঞানে আপনাকে সর্ব্বদাই জড়িত রাখিয়াছেন এবং তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নিন্দা স্তুতিতে সমজ্ঞান এ হেন সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত সদ্‌গুরু বলিয়া জানিতে হইবে।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সদ্‌গুরু চিনিবার উপায় কি? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে আকাশমার্গে উদীয়মান সূর্য্যকে যেমন তাঁহারই আলোকে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন আলোর প্রয়োজন হয়না, তদ্রূপ আমরা সদ্‌গুরুকে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভায় বুঝিতে পারি। পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমরকে আর ডাকিতে হইবেনা। তাহারা মধুলোভে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি না করিলে গুরু হওয়া যাইবে না। যাঁহার নিজের অনুভূতি নাই তিনি অপরকে অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন কি করিয়া? যাহারা আত্মদর্শী তাঁহারা বুঝেন আমাদের কাহার কি রোগ। তাঁহাদের এমনি অন্তর্দৃষ্টি যে, কাঁচের আলমারীর ন্যায় আমাদের ভিতরের ভাব দেখিতে পান।

শাস্ত্রবিজ্ঞ আচার্য্য শ্রীমৎ শংকর বলিয়াছেন জগতে তিনটি বস্তু দুর্লভ। মানব জন্ম, মুক্তিলাভের ইচ্ছা ও মহাপুরুষের সঙ্গলাভ। মানব জীবনের উদ্দেশ্য শুধুই ভগবানের সান্নিধ্যলাভ কিন্তু আমরা যদি তাহা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে মানব জন্ম বৃথায় যাইবে। আর যখনই আমাদের মধ্যে ভগবদ্ভাবে জীবন যাপন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা ব্যাকুলতা আসে, তখনই চাই একজন ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের কৃপা। সত্যই যদি আমাদের মধ্যে ধর্ম্মপিপাসা আসে তাহা হইলে শ্রীভগবানই চৈত্ত্য গুরু রূপে আমাদের নিকট আবির্ভূত হন।

শুধুই উত্তম গুরু হইলে চলিবেনা শিষ্যকেও উপযুক্ত হইতে হইবে। শিষ্যের লক্ষণাদি বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

পুণ্যবান ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ স হি দানধ্যানপরায়ণঃ॥

যে ব্যক্তি পুণ্যবান, ধর্ম্মপরায়ণ বিশুদ্ধচেতা, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল এবং ভগবদ্ভাবে বিভোর সেইরূপ ব্যক্তিই উপযুক্ত শিষ্য হইবার একমাত্র উপযোগী। বীজ যদি সুপক্কও হয়, তবু তাহাকে যদি কঙ্করময় স্থানে বপন করা যায় তাহাতে কি সুফল প্রসব করে? গুরুর প্রতি শিষ্যের সুগভীর শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রাণভরা ভালবাসা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়; তবেই শিষ্য গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র সহায়ে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হন। শিষ্যকে নিজ চেষ্টায় পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তবেই শ্রীগুরুপ্রদত্ত মন্ত্র এবং শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হইবে। ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য সেইজন্য উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেন।

দীক্ষিত না হইয়া যাহারা জপ পূজাদি কার্য্য করে, তাহাদের সেই সকল কার্য্য পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়। দীক্ষাই সকল প্রকার জপ ও তপস্যার মূল। দীক্ষা ব্যতীত জপ তপস্যাদি কোন কার্য্যই হইতে পারেনা। এই কারণে যে কোন আশ্রমে থাকিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ বিধেয়।

মন্ত্র সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন, "মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ চিন্তনদ্বারা সংসার হইতে পরিত্রাণ করে, এই নিমিত্ত ইহাকে মন্ত্র বলে। শাস্ত্রগ্রন্থে জপের প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যথা মানসিক জপ, উপাংশুজপ, এবং বাচিক উচ্চ জপ। মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করিলে মানসিক জপ হয়। জিহ্বা ও কণ্ঠ চালনাপূর্ব্বক অল্প শ্রুতিগোচর যে জপ তাহাকে উপাংশু জপ বলে। বাক্যদ্বারা উচ্চারিত জপকে বাচক জপ বলা হয়। বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ দশগুণ, জিহ্বা জপে শতগুণ এবং মানসিক জপে সহস্রগুণ ফললাভ হয়। জপনিষ্ঠ ব্যক্তি সমস্ত ফললাভ করিয়া থাকে। কারণ সকল যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞই মহাফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। বীজমন্ত্র সর্ব্বান্তঃকরণে জপ করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ-সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।"

সর্ব্বোত্তম নরলীলা

অধ্যাপক—শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, এম,এ,

জন্মাষ্টমী শ্রীভগবানের আবির্ভাবের স্মারক, তাঁহার আবির্ভাব নিত্য, শাশ্বত। শ্রীভগবানের অবতার অসংখ্য ইহা আস্তিক হিন্দুর মর্ম্মে গাঁথা বিশ্বাস। শাস্ত্রে ইহা নানা স্থলে, নানাভাবে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু সকল অবতারের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের স্থান অনুপম। তাই ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—মণিপুর হইতে দ্বারকা, কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আস্তিক জনতা নিবিড়ভাবে তাঁহার অপূর্ব্ব লীলাকথায় আবিষ্ট হয়—ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে বাসুদেবের জন্ম স্মরণ করিয়া। ভারতের সভ্যতা ভাগবতসভ্যতা ইহা অত্যুক্তি নহে। কারণ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সকল পুরুষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের বিরাট ও বিচিত্র চরিত্রের ছাপ এই সভ্যতায় মুদ্রিত রহিয়াছে এবং তাহাতেই ইহার রূপ ও আকার নিয়মিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভাগবত সেই

বিশ্বরূপের মুদ্রা ধারণ করিয়া অগণিত নরনারীর হৃদয়-বেদ্য হইয়াছেন। অতীন্দ্রিয়ের আহ্বান ইহার উপখ্যান ইহার ভক্তচরিতরাজিকে আধার করিয়া যে উন্মাদনা রচনা করিয়াছে—অগণিত ভক্তহৃদয়কে উদাস ও ব্যাকুল করিয়াছে, গৃহহারা করিয়াছে—নিঃস্বতার গৌরবে আপ্লুত করিয়াছে—দিকে দিকে তীর্থ, দেউল, মঠ, আখড়া তাহারই সাক্ষ্য দেয়। সেই ভাগবতপ্রেরণার স্বরধুনি এযুগেও মানবজাতির মানসখাতে ভাবের লহরী তুলিয়া অব্যাহতস্রোতে কেন বহিতে থাকিবে—তাহার কারণ ইহার অন্তরেই নিহিত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ ও লীলাবিলাসকে কেন্দ্র করিয়া যে ভাবাদর্শ বহুশতাব্দীর সাধনায় ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্তমান সময়ের দুঃস্থ মানবের সান্ত্বনা ও অন্তরপীড়ার ভেষজ স্বরূপ। গোপীলালা শ্রবণের ফল নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং।
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥১০।৩৩

শ্রীভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া ধীর ব্যক্তি কামরূপ হৃদরোগ অচিরে পরিহার করেন। সমগ্র শ্রীমদ্ ভাগবত এই কামনা-বিজয়েরই নিদানগ্রন্থ। এই কামনাই সংসার-বন্ধনের অতি জটিল-গ্রন্থি—এবং মুক্তিকামনার দুরাসদ রিপু। অন্যত্র আছে—

নাহং মমেতি ভাবোঽয়ং পুরুষে হ্যবধীয়তে।
যাবদ্ বুদ্ধিমনোঽক্ষার্থ গুণব্যূহোহ্যনাদিমান্ ॥

আমি ও আমার এই ভাব জীবের হৃদয়ে ততদিন দূর হয় না—যতদিন আবহমানকালপ্রবর্ত্তিত মন, বুদ্ধি, ভোগ্য-পদার্থ ও তাহার গুণে মিলিয়া যে সমবায় রচিয়াছে তাহা বজায় থাকে। ইহাই সংসারের বৈচিত্র্যের আকার; ইহা একেবারে উচ্ছেদ করা অসাধ্য হইতে পারে —কিন্তু ইহার নিয়ন্ত্রণ সমাজস্থিতির পক্ষে অপরিহার্য্য। কালের গতিতে ও কাল ধর্ম্মে বোধ হয় যুগ যুগ সঞ্চিত ও পরিপুষ্ট এই মনোবৃত্তি মনুষ্যসমাজে রূঢ় ও উগ্র হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান জগতে সম্পদের কাড়াকাড়ি ও অভিমানের সঙ্ঘর্ষ মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ককে তিক্ত ও অকরুণ করিয়া তুলিতেছে—স্বার্থে বা অভিমানে আঘাত লাগিলেই তাহা আগুণ হইয়া উঠে। আত্মহারা করিয়া ফেলে। তাহার চিকিৎসার উপায় নানা-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে।

সে নির্দ্দেশের মূলসূত্র-ভগবৎস্বরূপের অনুধ্যান। শ্রীভগবানের তো কোন কর্ত্তব্য নাই তথাপি স্বয়ং লীলাদি দ্বারা নিজ প্রকৃতি জীবের সম্মুখে নিষ্কিঞ্চন ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিতেছেন। তাঁহারই উক্তি—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।

ত্রিভুবনে হে পার্থ! আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই—অপ্রাপ্তও কিছু নাই—প্রাপ্তব্যও কিছু নাই। তথাপি লোকহিতের জন্য সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যাপৃত আছি। তিনি নির্বাসন, নির্লেপ, তিনি নিত্যতৃপ্ত, তিনি পূর্ণ। তথাপি তাঁহার দ্বারাই এ সংসারচক্র নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে।

নিষ্কিঞ্চনতার পরাকাষ্ঠা—সেই ভাগবতসত্তা। এই কারণে যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন তাঁহাদের চিত্তে তিনি অধিষ্ঠিত—তাঁহাদের তিনি হৃদয়দেবতা।

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়ঃ।

বর্ত্তমান যুগ সাধারণ লোকেরও সমান অধিকারের যুগ। সকল প্রকার অধিকারবৈষম্য ও তাহাতে পুষ্ট অভিমানের পরিহার ইহার মূল সাধনা। শ্রীমদ্ ভাগবত সেই চরম সাম্যের বাণীর ধারক ও বাহক। কুন্তীদেবী তাই সকল ভেদবুদ্ধির বিনশনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধ মানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।

জন্ম সম্পদ বিদ্যা ও সৌন্দর্য্যে যাহার অভিমান পরিপুষ্ট এইরূপ পুরুষ অকিঞ্চনজনগোচর তোমাকে বুঝিতে বা বর্ণিতে অধিকারী নয়।

মায়ামনুষ্যরূপী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকথায় এই নিষ্কিঞ্চনতার ভাব নিরন্তর অভিব্যক্ত হইয়াছে। পর পর সুতবিনাশে বিপন্না, দীনা, ভীতিবিহ্বলা, কারারুদ্ধা দেবকীর পুত্ররূপে তাই তাঁহার আবির্ভাব।

কৃষ্ণপক্ষের ঘনান্ধকারে মেঘাচ্ছন্ন নিশীথে, বসুধার নয়নাসারের সহিত আকাশের বারিধারার মধ্যে পিতামাতার প্রেমাশ্রু ও শোকাশ্রুতে পরিষিক্ত হইয়া দীনতার সমারোহে তাই তাঁহার আবির্ভাব।

তাহার পর জনক জননীর কাতরতায় ঐশ্বরিক সকল বিভূতি সম্বরণ করিয়া মা যশোদা এবং নন্দের বাৎসল্য প্রেমধার আস্বাদনের জন্ম শ্রীনন্দ গোকুলে আগমন করিলেন।

মা যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের আস্বাদনের বিষয় ভগবান বালগোপাল মায়ের নিকট সর্ব্বদাই কৃপার পাত্র। তাই কুন্তীদেবী বলিতেছেন—তোমাকে অপরাধীর মত দণ্ড দিবার জন্য বন্ধনরজ্জু যখন গোপজননী হাতে করিতেন, অশ্রুতে আপ্লুত অঞ্জনমলিন ভয়ে ও চিন্তায় ব্যাকুল তোমার আনত মুখ যে করুণভাব গ্রহণ করিত, ভয়েরও ভয়স্থান তোমার সেই দশা হে ভগবান্ আমায় মুগ্ধ করে।১০।৮।

সমগ্র গোপলীলার মধ্যেই ঐশ্বর্য্যবিহীন এই ঈশ্বরভাব অতি পরিস্ফুট।

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ স্ত্রিয়ঃ বিটানামিব সাধুবার্ত্তা

কামুকব্যক্তির নিকট নারীবার্ত্তা যেমন সর্ব্বদাই নূতন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সারগ্রাহী সাধুগণের বাক্য কর্ণ ও মনে স্বভাবতই কৃষ্ণকথা নূতনরূপে প্রতিফলিত হয়।

সমগ্র ব্রজলীলার প্রতি স্থানেই ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন মিলিবে। ধেনু চরাইয়া রাম ও কৃষ্ণ যখন ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া যজ্ঞে ব্রতী ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন যাচঞা করিলেন—তখন দুর্বুদ্ধি বিপ্রগণ সামান্য মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিয়া দম্ভভরে তাঁহাদের মহিমা বুঝিতে পারিল না। এইভাবে দ্বিজগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াও দেবাদিদেব গোপসকলকে দ্বিজপত্নীগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতে পাঠাইলেন। তখন সেই দ্বিজপত্নীরা অন্নদানবিমুখ ঋষিগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নানা উপকরণ সহ সমস্ত ভোজ্য লইয়া যমুনাতটে গোপ পরিবেষ্টিত অগ্রজের সহিত শ্যামনটবরের আপ্যায়ন করিলেন এবং তাঁহার মধুর ব্যবহারে বিগলিত হইয়া পরমার্থ লাভ করিলেন।

তিনি দীনদয়াল—অকিঞ্চনের প্রতি তাঁহার আচরণ প্রেমের ও করুণার স্পর্শে অতি কোমল, মর্ম্মস্পর্শী। নিঃস্ব শ্রীদাম দারিদ্র্যের তাড়নায় ও গৃহিণীর নির্বন্ধে দ্বারকা ধামে রাজ সম্পর্কে বেষ্টিত—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় রূপে শোভমান শ্রীভগবানের দর্শন পাইবার বাসনায় উপস্থিত। আশা—তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে সকল দৈন্য, সকল ক্লেশ মিটিবে। শূন্য হাতে তিনি আসেন নাই—তাঁহার সাধ্যমত শ্রেষ্ঠ উপহার আনিয়াছেন—আঁচলে বাঁধা পৃথুক তণ্ডুলের মুষ্টিভিক্ষা করা চার মুঠা চিড়া। ভগবান দ্বারকাপতির বৈভব দেখিয়া স্তম্ভিত, সঙ্কুচিত হইয়া তুচ্ছ উপহার আর বাহির করিতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। দ্বারকানাথ অতি যত্নে অতি সমাদরে নিজ সমৃদ্ধশয্যাতলে তাহাকে টানিয়া বসাইলেন এবং সেই গোপন উপহার নিজেই আঁচল খুলিয়া গ্রহণ করিলেন। বাটী ফিরিবার পথে শ্রীদামের সকল কথা মনে পড়িতেছে এবং তিনি মরমে মরিয়া যাইতেছেন। ভাবিতেছেন—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ।

কোথায় আমি অতিদীন, হীনতম—কোথায় লক্ষ্মীর স্থির-অধিষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু যেমন তেমনই হই না কেন আমার ব্রাহ্মণ বেশ মাত্র অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মণ্যদেব আমায় আলিঙ্গন করিয়াছেন। নরলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আর একটি অনুপম প্রকাশ অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে। ধর্ম্মরাজের ভ্রাতারা কেহ কোষাগার, কেহ সামগ্রী ভাণ্ডার, কেহ মহান্ অথিতি-

গণের সমাদর অভ্যর্থনায়, কেহ দানে, কেহ কেহ পরিবেষণে ব্যাপৃত। এই মহাসমারোহের, মান্যগণ্য বরেণ্যের আসরে যিনি ত্রিলোকপতি তাঁহার স্থান হইয়াছে সভার দ্বারে—তাঁহার কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে--অভ্যাগতগণের পাদাবনেজনে। তিনি স্বর্ণভৃঙ্গারে জল লইয়া নরদেব ও ভূদেবগণের চরণ ধৌত করাইতেছেন। আর তাঁহার সখা অর্জ্জুন চন্দন লেপনাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিতেছেন।

শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীভগবানের লীলাকথার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যস্বরূপ।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া তিনি এমত লীলা সকলে নিরত হন, যাহা শুনিলে উঁহারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এদিকে গীতায় তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি—মূঢ়েরা আমার মনুষ্যতনু আকার দেখিয়া আমাকে মানুষ ভাবিয়া অবজ্ঞা করে, আমার পরম স্বরূপ বুঝিতে পারে না। মায়ামনুষ্যরূপী শ্রীভগবানের যেসকল লীলা এই গোপবেশী বিষ্ণুর মহৈশ্বর্য্যময় লীলাসমূহ অলৌকিক মাধুর্য্যে পূর্ণ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাই উদার নির্ভীকতার সাথে বলিতেছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাঁহার স্বরূপ"। কিন্তু এই নরলীলার অনুপম মাধুর্য্য একমাত্র ব্রজজনের আনুগত্যে ভজন করিলেই অনুভূত হইতে পারে অন্যথা নহে।

তাই দেখা যায় তিনি অনুপম প্রেমময়, ব্রজবাসী পার্ষদগণের সহিত সখারূপে, প্রভুরূপে, সন্তানরূপে, প্রাণপ্রিয় অন্তরঙ্গ রূপে লীলা করেন। অধ্যাত্ম সাধনার এই পদ্ধতি ও প্রণালীকে-সুগম ও মনোমোহন করিয়াছে বলিয়া শ্রীভাগবত নিজ অতুল মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ। এই মহার্ঘ্য তত্ত্বকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান মিশ্রা, কেবলা ভেদ আর।
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানাতে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে হয় সঙ্কোচন।
কেবলা শুদ্ধ প্রেম ভক্ত ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥

রাস-রজনী (শ্রীমুরারীমোহন গুপ্ত)

রাসের রজনী মনে জানি গোরারায়।
সারা নিশি ব্রজপুরে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
বলভদ্র, কৃষ্ণদাস দুই ভক্ত সনে।
প্রেমানন্দে ভ্রমিলেন ব্রজ-বনে বনে॥
নয়নেতে ধারা পড়ে ব্যাকুলিত হিয়া।
গিরি-ফাটা-স্বরে কাঁদে যেন রাধা প্রিয়া॥
"হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!" বলি' পড়িল ধূলায়।
সুমেরুর চূড়া যেন ভূমেতে লুটায়॥
দেখিলেন বনে যত তরু, গুল্ম, লতা।
আলিঙ্গন করি বলে, "বল কৃষ্ণ কোথা?"
দেখিয়া তমাল তরু কৃষ্ণের বরণ।
ছুটি গিয়া হৃদি মাঝে করিল ধারণ॥
যমুনার জল প্রভু নয়নে হেরিয়া।
অচেতন হৈয়া জলে গেলেন পড়িয়া॥
অতি কষ্টে বলভদ্র প্রভু তুলি তীরে।
স্বীয় বস্ত্রে আঁখি মুখ মুছাইল ধীরে॥
বহুক্ষণ পরে প্রভু জ্ঞান ফিরি পায়।
"কৃষ্ণ! কোথা গেলে?" বলি, চারিদিকে চায়॥
কতক্ষণ পরে প্রভু পুনরায় চলে।
থাকি, থাকি হুহুঙ্কার করি, "কৃষ্ণ" বলে॥
চলিতে চলিতে আসি গোপেশ্বর ঠাঁই।
কহে, "কহ গোপেশ্বর! কৃষ্ণ কোথা পাই?"
এই ভাবে সারানিশি ভ্রমি' ব্রজপুর।
প্রেম-লীলা ভক্তগণে দেখাল প্রচুর॥
দেখিয়া প্রভুর লীলা ব্রজবাসিগণ।
ভাবিলেন ন্যাসিরূপে এই কৃষ্ণ হন॥
পুনরায় ব্রজে এল ব্রজের জীবন।
বিরহ বিদূরি' বহে সুখের পবন॥
লীলা দেখিলেন যাঁরা তাঁরা ভাগ্যবান।
হতাশায় মুরারীর কাঁদিছে পরাণ॥

বেদে কৃষ্ণকথা

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামি পঞ্চতীর্থ

পুষ্পপুর চেনো ? সে দেশের রাজকন্যার নাম মালতী। রূপে গুণে অতুলনীয়া এমন ভক্তিমতী কন্যা জগতে দুর্লভ। শ্রীরাধামাধবের কথা ছাড়া মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। যতক্ষণ শ্রীমন্দির খোলা থাকে সেবাকার্য্যে আপনাকে বিলাইয়া দেয়। আবার শ্রীমন্দির বন্ধ হইয়া গেলে তাহাকে দেখিতে পাইবে শিশিরভেজা ফুলের মত নয়নজলে বুক ভাসাইয়া ধরণীতে লুটাইয়া লুটাইয়া শ্রীরাধামাধবের উদ্দেশ্যে কাঁদিতেছে। সখীগণ পরিহাস করিয়া বলেন—আমাদের রাজকুমারী জন্মান্তরে শ্রীরাধার কোনও সেবিকা ছিলেন। এবারেও তাই শ্রীরাধামাধবের সেবা ভিন্ন কিছুই জানেননা।

আজ শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাবতিথির অর্চ্চনা। শ্রীবিগ্রহ মনোরম পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছেন। সেবা আরতী শেষ হইয়া গেল, ভক্তিমতী রাজকুমারী অস্ফুট মধুর-কণ্ঠে আর্ত্তিভরে শ্রীরাধার নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। অবশেষে পূজারী মন্দির বন্ধ করিলেন। রাজকুমারী কি বাহ্য জ্ঞান হারাইয়াছেন ? তাঁহার নয়ন স্তিমিত, চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িতেছিল। সেবিকা রাজকুমারী মালতীর হৃদয়ে বুঝি শ্রীরাধারাণীর বিরহাগ্নির ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। তাই অভীষ্ট দেবীর সন্ধানে তাহার চিত্ত শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে ফিরিতেছে।

এমন সময় সখী বকুলা দ্রুতচরণে কি যেন বলিতে আসিয়া রাজকুমারীর অবস্থা দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। প্রেমময়ীর আনন্দের ধ্যান ভঙ্গ করিতে তাহার প্রাণ চাহিতে ছিল না। কিন্তু উপায় যে নাই। মালতীর একান্ত আগ্রহে তাঁহারই বিশেষ প্রয়োজনে আজ রাজগুরুর আসিবার কথা। একথা মালতীকে না জানাইলে সে অনর্থ বাধাইয়া বসিবে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া বকুলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা অতি পরিচিত সুমধুরকণ্ঠে শ্রীরাধামাধবের গুণ-গান শুনিয়া বকুলা বুঝিলেন—শ্রীগুরুদেব রাজগৃহে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি শ্রীরাধামাধবের নাম ভিন্ন মুহূর্ত্ত থাকিতে পারেন না। পথে বাটে প্রেমপরিপ্লুতকণ্ঠে শ্রীরাধামাধব নাম কীর্ত্তন শুনিলেই তাঁহাকে চেনা যায়। তিনি শ্রীরাধামাধব-নামে পাগল। লোকে বলে মালতীও তাহার কথা শুনিয়া এইরূপ হইয়া গিয়াছে। ভক্তিমতী রাজকুমারীকে তিনি বড় স্নেহ করেন।

গুরুদেবের মুখে শ্রীরাধামাধবনামকীর্ত্তনে বুঝি কোন ও যাদু ছিল। মালতী চমকিয়া যেন সুখনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। সম্মুখে বকুলাকে দেখিয়া বলিলেন—সখি! আজ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর আবির্ভাবের শুভ তিথিতে শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইলাম। আমার আনন্দ আর ধরিতেছে না। শীঘ্র তাঁহার আসনের ব্যবস্থা করিয়া দাও আমি যাইতেছি। বকুলা চলিয়া গেল।

রাজকুমারী আসিয়া গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিলেন। মহারাণী আগেই তাঁহার চরণ প্রক্ষালনাদি করিয়া দিয়াছেন। গুরুদেব সুখাসনে উপবিষ্ট। রাজকুমারীকে আগতা দেখিয়া গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—'শ্রীরাধামাধবের দাসী হও'। মালতী পুনর্ব্বার তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া গুরু-দেবের আদেশে আসনগ্রহণপূর্ব্বক অদূরে উপবিষ্ট পিতার দিকে চাহিলেন। কন্যার মনোভাব আগেই রাজা অবগত ছিলেন। তাই যুক্তকরে গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিলেন—কয়েকদিন হইতেই মালতী আপনার শুভাগমনের জন্য বলিতেছিল। শ্রীচরণদর্শনাকাঙ্খায় আমাদের প্রাণও কাতর হইয়াছিল তাই সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম। যদি

কোনও অপরাধ করিয়া থাকি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

এখন মালতীর একটি মনোবেদনার কথা আপনার চরণে নিবেদন করিতেছি। সেদিন নগরে এক পণ্ডিত আসিয়া সেব্যবিগ্রহ শ্রীরাধামাধব সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথা বলিয়া গিয়াছে শুনিলাম। পরে তাহার কিছু কিছু আমাদের কানেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাজ্যের সরলপ্রকৃতির কোমলশ্রদ্ধ লোকের চিত্তে সে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। আমাদের পুষ্পপুরে এ উপদ্রব কোনদিনই ছিল না। সেইদিন হইতেই মা মালতীর মুখখানি শিশিরাহত কমলিনীর ন্যায় মলিন হইয়া গিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়া গিয়াছেন "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। তবে কি এই সংশয়বিষে আমার মধুময় পুষ্পপুর বিনাশ প্রাপ্ত হইবে!! কৃপা করিয়া আপনি এই সংশয়বিষের সংক্রমণ হইতে পুষ্পপুরকে রক্ষা করুন। আপনার বচনামৃত আমি সাধ্যমত সমস্ত প্রজার নিকট প্রচার করাইব।

গুরু—বল বৎস! তোমার প্রশ্নের যথাসাধ্য শাস্ত্রীয় সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিব। রাজা—বেদের বেদ্য উপাস্য তত্ত্ব কি?

গুরু—বৎস! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে তো পড়িয়াছ শ্রীভগবানের বাণী 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ'; সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ বেদের বেদ্য উপাস্য তত্ত্ব শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র।

রাজা—কিন্তু কতকগুলি পণ্ডিত যে বলেন বেদে অগ্নি সবিতা আদিত্য প্রভৃতি নানা দেবতার অর্চ্চনার কথাই বর্ণিত আছে!!

গুরু—তাহারা তত্ত্বদর্শী নহে। অখিল বেদের তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণে। বেদ মন্ত্রাত্মক, মন্ত্র ধাতুর অর্থ রহস্যকথন, যাহা সাধারণ জনের বুদ্ধির অগোচর রহস্য বস্তু সেই শ্রীভগবানের কথাই সকল বেদে বর্ণন করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে ঐ রহস্যবস্তু অধিকারী ভিন্ন অন্যে গ্রহণ করিতে না পারে, এজন্য এই বেদের ভাষাও রহস্যপূর্ণ, সাধারণ বুদ্ধির গোচর নহে। "ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্" ইত্যাদি প্রথম ঋক্‌মন্ত্রে শ্রীভগবানের স্তব করা হইয়াছে। প্রণব তো পরব্রহ্মেরই বাচক, অগ্নি শব্দেও নিরুক্তকার অর্থ করিয়াছেন 'মহান্ আত্মা'। আর পুরোহিত শব্দের অর্থ পুরুষসূক্তের "যো দেবানাং পুরোহিত" ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'যিনি ভক্তিমান দেবতা এবং ঋষিগণকে ভগবদুপাসনার প্রণালী উপদেশ করিয়া তাহাদের হিতসাধন করেন তিনিই পুরোহিত। 'তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য' এই প্রসিদ্ধ যজুঃ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—সেই বিষ্ণুই অগ্নি তিনিই আদিত্য। "স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্ব" (যজু ৩২।৯) সেই বিষ্ণুই আমাদের বন্ধু তিনিই উৎপাদয়িতা, তিনিই বিধাতা। আবার দেখ ইন্দ্র শব্দেও ঐ বিষ্ণুর কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। অথর্ব বেদ ২০ কাণ্ডে বলা হইয়াছে—"য সূর্য্যং য উষাং জজান য অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ" যিনি সূর্য্য ও উষাকে সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি জলেরও স্রষ্টা সেই পরমেশ্বরই ইন্দ্র। তেমনি 'কশ্যপ' 'আদিত্য' সবিতা প্রভৃতি শব্দেও এক বিষ্ণুকেই বর্ণন করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে 'যাবতী বৈ দেবতা স্তা সর্ব্বা' (কৃষ্ণযজুঃতৈঃ আ ২।১৫) ইত্যাদি যজুমন্ত্রে বিষ্ণুকে সর্ব্বদেবময় রূপেই বর্ণন করা হইয়াছে। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য সেখানে বলিতেছেন 'অগ্নিরবমো.... দেবতানাং বিষ্ণুঃপরম ইত্যুক্তত্বাৎ" অর্থাৎ অগ্নি দেবতাদের প্রথম লভ্য কিন্তু বিষ্ণু সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর এইরূপ উক্ত আছে। আবার বিষ্ণুই সর্ব্বযজ্ঞের যজনীয় এইজন্য সকল যজ্ঞের মূর্ত্তিস্বরূপ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" (১।২।১৩ শঃ ব্রা)। আবার এই যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু হইতেই সকল বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ সর্ব্বার্থশ্চাধিতিষ্ঠতি; তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ অর্থাৎ সেই যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু হইতেই নিখিল ভূত, ঋক্ সামাদি বেদ এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের যাবতীয় বিষয় জাত হইয়াছে।

এই শ্রীবিষ্ণুরই মন হইতে চন্দ্র এবং চক্ষু হইতে সূর্য্য জাত হইয়াছেন (পুরুষসূক্ত)। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ আকাশে ব্যাপক সূর্য্যের ন্যায় সেই শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"। এই শ্রীবিষ্ণুর করুণাতেই সমস্ত দেবগণ অস্ত্র বাহনাদি লাভ করিয়া স্বর্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন—"আত্মনো মহাভাগ্যাদেকে আত্মা বহুধা স্তূয়তে। কর্ম্মজন্মান আত্মজন্মানঃ দেবা আত্মৈবেষাং রথো ভবতি আত্মা অশ্বা ইত্যাদি (নিরুক্ত ৭।৪) অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর মহৈশ্বর্য্যনিবন্ধন এক তাঁহাকেই বহুনামে স্তব করা হয়, শুভ কর্ম্মফলে যে সকল জীব দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ঈশ্বরের করুণাতেই তাহারা রথ অশ্ব প্রভৃতি লাভ করিয়াছেন।

এই পরমৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বমাধুর্য্যের নিলয় রূপটি ঋক্‌সূক্তে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "যস্য ত্রিপূর্ণা মধুনা পদানি অক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি। য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দধার ভুবনানি বিশ্বাঃ। তদস্য প্রিয়মভিপাথোঽশ্যাং নরা যত্র দেবয়বো মদন্তি। উরুক্রমস্য সঃ হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ॥ (১।১৫৪।৪—৫ ঋক্)।

যাঁহার মধুপূর্ণ তিনটি পদক্ষেপে ত্রিভুবন অক্ষীয়মাণ মধুতে পূর্ণ হইয়াছে, যিনি গুণত্রয়ের দ্বারা স্বর্গ পৃথিব্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন ও অন্তরূপে ইহা ধারণ করিয়া আছেন সেই শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ধামে আমরা কখন গমন করিতে সমর্থ হইব? যেখানে সেই লীলাময় দেবতার ভজনকারী ভক্তগণ সর্ব্বদা আনন্দে প্রমত্ত হইয়া বাস করিতেছেন। সেই ভগবান ইঁহাদের বন্ধু (সখা প্রাণনাথ প্রভৃতি) সেই মধুময় বিষ্ণুর চরণকমলেই মধুর পরম উৎস লুক্কায়িত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই মধুময় বিষ্ণুর ধ্যানগম্য মূর্ত্তিটি বর্ণন করিয়াছেন ময়ূরপিচ্ছ-শোভিত মুরলীবদন মধুময় মাধবরূপে। এই মহৈশ্বর্য্যশালী মধুময় বিষ্ণুর করুণা লাভে জগতকে মধুময়রূপে [illegible] করিবার জন্য মধু শব্দে বারম্বার প্রার্থনা করা হইয়াছে। "মধু বাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি। অর্থাৎ যাঁহার চরণে মধুর উৎস সেই শ্রীবিষ্ণুর করুণা লাভ করিয়া আমরা জগতকে যেন মধুময় রূপে অনুভব করিতে পারি।"

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে সমস্ত বেদের [illegible] উপাস্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবিষ্ণুর ২ কাশ [illegible]। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাংশী মধুময় স্বরূপটি স্বমাধুর্য্যে নিরন্তর [illegible] প্রাণ আকর্ষণ করায় বেদব্যাস ইহাকে 'কৃষ্ণ' নামে বর্ণন করিয়াছেন।

রাজা—প্রেমময় শ্রীভগবানের ভজন সম্বন্ধে গোস্বামিগণ বলেন—মধুরভাবে ভজনই বেদোপদিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। এ সম্বন্ধে বেদমন্ত্রে কোনও উল্লেখ আছে কি?

গুরুদেব—শ্রীভগবানের ভজন সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদের ১৮।২৯ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—"আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্, প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্, শ্রোত্রো যজ্ঞেন কল্পতাম্, বাগ্ যজ্ঞেন কল্পতাম্, মনো যজ্ঞেন কল্পতাম্ আত্মা যজ্ঞেন কল্পতাম্...স্তোমশ্চ যজুশ্চ সামচ বৃহচ্চ রথন্তরম্। স্বর্দ্দেবা অগন্মামৃতা অভূম প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম বেট স্বাহা" অর্থাৎ আয়ু, প্রাণ, শ্রোত্র, বাক্, মন, আত্মা সমস্ত সেই যজনীয় পুরুষোত্তমকে সমর্পণ কর। ঋক্ সামাদির অধ্যয়ন, স্তবাদি পাঠ এবং সমস্ত সম্পদাদি তাঁহাকেই সমর্পণ কর। তাহা হইলে আমরা অপ্রাকৃত চিন্ময়ী তনু লাভ করিয়া অমৃতময় হইতে পারিব। অমৃতলোকে ভক্তজনের পালক ও প্রভুর সাক্ষাৎ প্রজারূপে তাঁহার উপাসনা করিতে সমর্থ হইব। এই বৈদিক আত্মসমর্পণময়ী ভজনপদ্ধতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় একমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবতে। যাঁহারা শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যে রাগানুগ-মার্গে ভজন করেন একমাত্র তাঁহারা ব্যতীত এই ভজনপদ্ধতি অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ" নিখিল জীবগণ শ্রবণ করুন—তাঁহারা অমৃতময়ী প্রেম মহারাণীর

পুত্রতুল্য; সুতরাং প্রেমের ভজনপথে দিব্যধামে আসিয়া অবস্থান করুন (যজু ১১।৫)। ঋক্ সংহিতাতেও বলা হইয়াছে—"যজ্ঞেন দক্ষিণয়া সমক্ত ইন্দ্রস্য সখ্যমমৃতত্ব-মানশ" ঋক্ (৮।২।১) অর্থাৎ সেই যজনীয় প্রভুকে দক্ষিণা-স্বরূপ আত্মসমর্পণ করিয়া আমরা গোকুলেন্দ্রের সখ্য লাভ-পূর্ব্বক পরামৃতরস আস্বাদন করিতে পারিব।" বেদ-ভাষ্যের সহিত যাহাদের সাধারণ ভাবেও পরিচয় আছে তাহারা অবগত আছেন 'ইন্দ্র' সবিতা প্রভৃতি বহু শব্দে এক মধুময় পরমেশ্বরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি এই 'ইন্দ্র' সূর্য্যাদিরও স্রষ্টা। শ্রীভগবানকে প্রিয়তমরূপে চিনিতে না পারিলে আত্মসমর্পণ করা যাইবেনা। এইজন্য শতপথব্রাহ্মণে বর্ণন করা হইয়াছে—"আত্মেবোপাসীত. যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়রোৎসতীতীশ্বরোহ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপা-সীত যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্" (শ ব্রা ১৪।৪) পরমেশ্বরকে আপন জন জানিয়া উপাসনা করিবে। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন যাহা কিছু জগতে প্রিয় বলিয়া কথিত হয়, সেই সকল বস্তুকে যাহারা প্রিয় বলিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকে সংসার-দুঃখে অভিভূত হইতে হয়। সুতরাং পরমাত্মাকেই প্রিয়তমরূপে ভাবনা করিবে। যাঁহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহারা পরমাত্মা কৃষ্ণকে প্রিয়তমরূপে চিনিতে পারেনা। অভিজ্ঞ ভক্ত ঋষিগণ তাঁহাকে পশুবুদ্ধি বলিয়া বর্ণন করেন। বৎস! এইবার বোধ হয় বুঝিলে আমাদের বৈষ্ণবের রাগানুগমার্গের ভজনেই কেবল এই পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়। জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ শ্রীভগবানকে প্রিয়তমরূপে চিনিতে পারেন না।

রাজা—আপনার কৃপায় আমার সকল সংশয় দূর হইল। আর একটি কথা শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। অনেক পণ্ডিত বলেন যে পুরাণে শ্রীরাধারাণীর কথা নাই এ বিষয়ে বেদ পুরাণের অভিপ্রায় আপনার শ্রীমুখে শুনিতে ইচ্ছা করি। শ্রীরাধিকার আনুগত্যেই বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজন কেন?

গুরু—দেখ বৎস। ভজনবিরহিত বুদ্ধিতে দুইপাতা সংস্কৃত পড়িলেই বেদের অর্থ বুঝা যায়না। ইহা বুঝিতে হইলে সাধনের প্রয়োজন। এ বিষয়ে ঋক্ সংহিতায় ১০।৭১।৭ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনামুত ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা" অর্থাৎ অনধিকারী জন বেদ অধ্যয়ন করিলেও তাহার অর্থবোধ করিতে পারিবেনা। গুরুর নিকট শ্রবণ করিলেও তাহা বুঝিতে পারিবেনা। বিচিত্র বসনে আবৃতাঙ্গী নববধূ যেমন নিজ পতির নিকটই মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, বেদও তেমনই পূত-চরিত্র ভক্তিমান সাধকের নিকটই নিজ তাৎপর্য্য প্রকাশ করেন।

বেদের পুরুষসূক্ত মন্ত্রে (যজুঃ ৩১ অধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্ ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ' অর্থাৎ হে বিষ্ণো। শ্রী ও লক্ষ্মী এই দুই পত্নী অহোরাত্র তোমার পার্শ্বে সেবিকারূপে অবস্থান করিতেছেন। নক্ষত্র-সমূহের শোভায় তোমাদের সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় রূপের কিছু মহিমা অনুভব করিতে পারি। ধরণী এবং স্বর্গে যত রূপ আছে তাহা তোমাদের স্মিতহাস্যের প্রতিভাস মাত্র। বিশ্বের ভক্ত ও ঋষিগণ নিত্যকাল পরমোৎকণ্ঠাভরে তোমার যে মধুময় ধামের পথ চাহিয়া আছেন আমাকে সেই মধুময় ধামে লইয়া চল।

বেদের এই বিষ্ণুপ্রেয়সী 'শ্রী' দেবীই শ্রীরাধা। ভাষ্যকার-গণ এই শ্রীশব্দের ব্যাখা লইয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে এক লক্ষ্মী দেবীর সহিতই তাহাদের পরিচয় আছে। তবে এই বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে বর্ণিত 'শ্রী' দেবী কে? ব্যাখ্যাতৃগণ এই 'শ্রী' দেবীর সন্ধান না পাইয়া লক্ষণা-বৃত্তিতে পশু রাজ্যাদি অর্থ করিয়া বসিলেন। কিন্তু পশু

অথবা রাজ্যাদির বিষ্ণুপত্নীত্ব সম্ভব না হওয়ায় এই লক্ষণাও অসম্ভাবনাদোষে দুষ্ট হইল।

শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মসংহিতার এই 'শ্রী' শব্দে নিখিল অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের উৎসরূপিণী আদিপুরুষ গোবিন্দের কান্তা শ্রীরাধা এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ"। গোবিন্দকান্তা এই 'শ্রী' দেবী বহু গোপিকা মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীগোবিন্দের আরাধনা করিতেছেন। আরও বহু নামে "শ্রী" দেবীকে বিশেষিত করা হইলে সেবাকামী ভক্তের নিকট তাঁহার পরিচয় শ্রীকৃষ্ণারাধিকা শ্রীমতী রাধিকা মূর্ত্তিতে। কৃষ্ণ-আরাধনার স্পৃহা এবং আরাধনার শক্তি এই শ্রীরাধিকাই অনুগত ভক্তগণকে দান করেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণারাধনার মূর্ত্তি তাই ইঁহার নাম রাধিকা।

ইনি আবার মাধবের প্রাণসমা প্রেয়সী বলিয়া ঋক্‌মন্ত্রে 'শ্রী' সূক্তে ইঁহাকে "মাধবী মাধবপ্রিয়া নামে" বর্ণন করা হইয়াছে। গৌতমীয় সংহিতাতেও ইঁহাকে 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী পরা' বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ঋক্‌পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিরাজন্তে জনেষ্বিতি" রাধার সহিত মাধব এবং মাধবের সহিত রাধিকা জনমধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

পুরাণসকলের মধ্যে অধিকাংশ পুরাণ বেদের প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মকাণ্ডাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল পুরাণে মাত্র সূত্রাকারে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করা হইয়াছে। একমাত্র পরমহংসসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতেই বেদব্যাস বেদবর্ণিত মধুময় শ্রীবিষ্ণুর মহিমা এবং প্রকাশভেদে 'শ্রী' এবং লক্ষ্মীর—সহিত তাঁহার লীলাবিলাসাদি বর্ণন করিয়াছেন। তথায় এই 'শ্রী' দেবী রাধারূপে বর্ণিতা। শ্রীলক্ষ্মী ইঁহারই অংশ, শ্রীদুর্গা ইঁহার আবরিকা শক্তি, গোপিকাগণ তাঁহারই কায়ব্যূহরূপা। বেদে পুরাণে বর্ণিতা অন্য দেবীগণ ইঁহারই বিভূতিরূপা। অতএব মত কহিতে হইলে এই দেবীর কৃপা লাভ অবশ্য প্রয়োজন। অতএব বস্তু প্রাকৃত হইলে তাঁহার অংশভূতা দেবীগণই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। আর প্রেমামৃতের কামনা থাকিলে সর্ব্বশক্তির মূলরূপা শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা অন্য দেবীগণ তাহা পূর্ণ করেন। এই জন্য বেদমন্ত্রে বলা হইয়াছে "শন্নো দেবী রভীষ্টয়ে" সেই দেবী আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে কল্যানদায়িকা হউন্। নারদপঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন—"অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবো হখিলেশ্বরঃ" ইঁহার করুণাতেই অখিলেশ্বর আদিদেব গোবিন্দকে সহজে লাভ করা যায়।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরমার্থতত্ত্বনির্ণয়ে শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র অবলম্বন। কলিযুগে নিজ মহিমায় সর্ব্বপুরাণমুকুটমণিরূপে এই শ্রীমদ্ভাগবতই জ্ঞানী ভক্ত ও সাধক কুলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীবেদব্যাসের অপূর্ব্ব তপস্যার মহাফল শ্রীমদ্ ভাগবতেই পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এই বেদকল্পতরুর গলিত ফল প্রাপ্তির আশায় কত ভাষ্যকার যে ভাষ্য রচনা করিয়া ইঁহার রস আস্বাদন করিয়াছেন কে তাহার সংখ্যা করিবে? সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলেই প্রায় এই পুরাণরাজের চরণাশ্রয় করিয়াছেন। আমিও ইঁহার চরণাশ্রয়েই শ্রীরাধার মহিমা অনুসন্ধান করিব।

স্থান বৃন্দাবন। কাল মধুময়ী রাসরজনী। যোগমায়া মাধুর্য্যের সিন্ধু উজাড় করিয়া আজি এই রজনীকে সাজাইয়াছেন। গোপীগণ ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় মাধবের পথ চাহিয়া আছেন। কত কথা তাঁহাদের মনে পড়িতেছে। যুগ—যুগান্ত ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম রূপে পাইবার সাধনা করিয়া

সাধনাসিদ্ধা গোপিকারূপে তাঁহারা বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। নিত্য সেখানে বাঁশী বাজে। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে শ্রীবৃন্দাবন উজ্জল করিয়া শ্রীরাধামাধব তথায় নিত্য বিহার করেন। লোকের মুখে মুখে কানে কানে কেবল শুনা যায়—শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম কথা।

কৃষ্ণকে প্রিয়তমরূপে লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণে আকুল উৎকণ্ঠা। অবশেষে পৌর্ণমাসীর পরামর্শে সকলে মিলিয়া কাত্যায়নী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। একমাসের ব্রত। সময় শেষ হইয়া আসিল। ব্রত উদ্‌যাপনের দিন সমাগত। তাঁহাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীরাধারাণীও যমুনাতীরে আসিয়াছেন। ব্রতান্তে বিবিধ নর্ম্মলীলায় গোপীকুলের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া মাধব তাহাদিগকে বলিয়া গেলেন—আগামী পূর্ণিমা-রজনীতে আমাকে প্রিয়তমরূপে লাভ করিতে পারিবে।

ইহার পর প্রতি রজনীতে গোপিকাগণ মাধবের আহ্বান শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকেন। সমস্ত রজনী কৃষ্ণবিরহিণীর পরম উৎকণ্ঠায় কাটিয়া যায়। যদি নয়নে একটু তন্দ্রা আসে মুরলীবদন শ্যামসুন্দর স্বপ্নে দেখা দেন। এমনি করিয়া ব্যাকুল উৎকণ্ঠার মধ্যে তাহাদের একটি বৎসর কাটিয়া গেল। আজ শরতের পূর্ণিমা। সন্ধ্যাকালেই এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শ্রীবৃন্দাবন মণ্ডিত হইল।

সহসা মধুময় বংশীনাদে বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল। সে রব তাহাদের মরমে পশিয়া তাহাদিগকে পাগল করিয়া দিল। প্রাণনাথের চরণে আপন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবার জন্য তাঁহারা বনমাঝে ধাবিতা হইলেন। শ্রীরাধারাণীর আনুগত্যে শ্রীগোবিন্দচরণে যাঁহাদের অনন্ত মমতা জাগিয়াছিল, অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে তাঁহারা রাসস্থলীতে চলিয়া গেলেন। আর যাহাদের অন্যত্র ঈষৎ মমতা ছিল, যোগমায়া এই বৃন্দাবনেও তাঁহাদিগকে গুণময় দেহ দিয়াছিলেন। তাঁহারাও মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া যাইতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু যাহাদের উপর তাঁহাদের মমতার আভাস ছিল সেই পতি পুত্রাদি আসিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া গৃহের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ করিলেন। ইহার পর প্রিয়তমের নিকট যাইবার পরম উৎকণ্ঠায় যখন তাঁহাদের ব্যাকুলতা সীমাহীন হইল সেই সময় গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধদেহে তাঁহারা রাস-মণ্ডলে যাইবার অধিকার পাইলেন। রক্তমাংসে গঠিত গুণময় দেহ লইয়া তাঁহারা শ্রীগোবিন্দের লীলাসঙ্গিনী হইবেন কিরূপে? তাই যোগমায়ার এই খেলা।

যমুনাতীরে নীপতরুমূলে তাঁহারা আসিয়া দর্শন করিলেন শ্রীরাধামাধব অপরূপ রূপে দিঙ্‌মণ্ডল উদ্‌ভাষিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। নিত্যসিদ্ধাগণ পূর্ব্বেই আসিয়াছেন মনোরম কথালাপের পর এইবার রাসনৃত্য আরম্ভ হইবে, এমন সময় গোপীগণের সমক্ষে শ্রীরাধারাণীর মহামহিমা প্রকট করিবার জন্য মাধবের বাসনা জাগিল। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সহসা কতকগুলি গোপীর মনে হইল শ্রীরাধারাণী গোবিন্দপ্রেয়সী আমরাই বা কম কিসে? (সৌভগমদ) আর সেই সময়েই শ্রীরাধারাণীর অন্তরে প্রেমের স্বভাব-বশে অভিমানের উদয় হইল। আর প্রভু করিলেন কি "তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশব। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত"। গোপীগণের সৌভগমদ প্রশমন করিবার জন্য এবং শ্রীরাধিকার অভিমান প্রসাদন করিবার জন্য শ্রীরাধাকে লইয়া মাধব সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। আর গোপীগণ কৃষ্ণহারা হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দনে বনে বনে কৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে নিভৃতকুঞ্জে মাধব পুষ্পভূষণে শ্রীরাধাকে সজ্জিতা করিয়া বিচিত্রছন্দে তাঁহার কবরী বন্ধন করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন।

গোপীগণ উৎকণ্ঠাভরে প্রাণনাথের সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরাধামাধবের যুগলচরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। এখানেও যেন শ্রীমাধবের ইঙ্গিত—শ্রীরাধারাণীর আনুগত্য ভিন্ন তাঁহার কৃপা মিলিবার নহে। গোপীগণ কিন্তু মাধবের ইঙ্গিত বুঝিলেন না। শ্রীরাধার চরণচিহ্ন-দর্শনে তাঁহাদের কৃষ্ণহারার বেদনা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় তাঁহারা সখীগণকে বলিলেন আমাদের প্রাণনাথের চরণচিহ্নের সহিত যাহার চরণচিহ্ন দেখিতে পাইতেছি বলিতে পার সখি ইহা কোন্ গোপীর চরণচিহ্ন? শ্রীরাধার সখীগণ উল্লাসভরে বলিলেন—ইনি নিশ্চয়ই সেই গোপীগণশিরোমণি প্রসিদ্ধা আরাধিকা শ্রীরাধিকা। বুঝি ইহারই নিকট আমাদের কিছু অপরাধ ঘটিয়া থাকিবে। তাই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রীতিভরে মাধব ইহাকে লইয়া আমাদের অলক্ষ্যস্থানে লুকাইয়াছেন। গোপীগণ শ্রীরাধাসখীগণের এই উক্তি গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

এদিকে করুণাময়ী শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণহারা গোপীগণের ব্যাকুল ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। তাহাদের প্রতি করুণাপরবশা হইয়া বলিলেন—'আর আমি চলিতে পারি না। যেখানে তোমার মন আমাকে লইয়া চল।' মাধব বুঝিলেন করুণাময়ী শ্রীরাধা কৌশলে তাঁহাকে এখানে আটক করিয়া গোপীগণকে তাঁহার দর্শন করাইয়া দিতে চাহেন। ভক্তের ক্রন্দনে মাধবের দুর্ব্বলতাও শ্রীরাধার অগোচর নহে। মাধবের চিরসুখাম্বেষিণী শ্রীরাধা এজন্যও মাধবের সহিত গোপীগণের সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাদের বেদনার শান্তি করিতে চাহেন।

কিন্তু শ্রীরাধার আনুগত্য যে গোপীগণের এখনও হয় নাই। সুতরাং মাধব কিছুতেই দেখা দিবেন না। তাই বলিলেন—প্রিয়তমে। তুমিই এখন স্কন্ধে (গোপীযুথে) গমন কর। এই বলিয়া মাধব সহসা অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীরাধাও "হা নাথ প্রিয়তম কোথায় গেলে" এই বলিয়া ছিন্নমূলা ব্রততীর মত সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন।

এতক্ষণে গোপীগণ আসিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীরাধার সেই বিরহবিধুরা শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ গলিয়া গেল। সৌভগমদ অন্তর্হিত হইল। শ্রীরাধার সখ্যভাবে হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীরাধারাণীর সেবার আকাঙ্খা জাগ্রত হইল। তখন সাধ মিটাইয়া বিবিধ ভাবে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। অন্তরে অলক্ষ্যে মাধব এই দৃশ্য দেখিয়া পুলকিত। এইবার শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহারা সকলে শ্রীরাধার সঙ্গে মাধবের সন্ধানে বাহির হইলেন। শ্রীরাধার আনুগত্যে বন ভ্রমণে যখন তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীরাধার প্রতি সখিভাব একান্ত প্রগাঢ় হইল যমুনাপুলিনে আগমন করিয়া শ্রীরাধাকে মধ্যে রাখিয়া মণ্ডলীবদ্ধে গোপীগীতা গান করিতে করিতে শ্রীরাধার পার্শ্বে মাধবকে ফিরিয়া পাইলেন।

এইবার বুঝিলে বৎস সাধনসিদ্ধা গোপীগণ পর্য্যন্ত যাঁহার আনুগত্য ভিন্ন কৃষ্ণলাভে সমর্থা হন নাই, সেই শ্রীরাধার করুণা ভিন্ন সাধারণ জীব কেমন করিয়া কৃষ্ণলাভে সমর্থ হইবে! হায় বৃন্দাবনেশ্বরী আমার ভাগ্যে কি তোমার করুণা মিলিবে না? আবেশভরে কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে গুরুদেব যেন কেমন আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাজা গুরুদেবের দিকে চাহিয়া দেখিলেন নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। রাজা জানিতেন এই অবস্থায় জনসঙ্গ গুরুদেবের পীড়াদায়ক। তাই পরমানন্দে তাঁহার চরণ উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাঁহারা গৃহত্যাগ করিলেন। হৃদয়ের সংশয় কাটিয়া গিয়াছে। মালতীর মুখখানিতে আবার প্রসন্নহাস্য ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজা অন্তশ্চক্ষুতে দেখিলেন—গুরুদেবের আশির্ব্বাদে পুষ্পপুর শ্রীরাধার করুণায় ভরিয়া গিয়াছে; ব্রজভূমির প্রেমামৃতের অরুণালোকে পুষ্পপুর যেন ঝল মল করিতেছে। আনন্দপুরিতচিত্তে রাজা বলিয়া উঠিলেন "রাধাকরাবচিত-পল্লববল্লরীকে রাধাপদাঙ্কবিলসৎমধুরস্থলীকে। রাধাযশো-মুখরমত্তখগাবলীকে রাধাবিহারবিপিনে রমতাং মনো মে—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্

শ্রীনীলমনি দাস পঞ্চতীর্থ

সকলভুবনবন্দ্যং সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিং, পরতমপরমেশং উজ্জ্বলশ্যামকান্তিং
সুমধুরকলবেণুং সুষ্ঠুশব্দায়মানং ব্রজনৃপতিকুমারং কৃষ্ণচন্দ্রং নতোঽস্মি ।। ১
সকলভুবনবন্দ্য মূর্ত্তিঘনচিদানন্দ পরতম পরম ঈশ্বর ।
সমুজ্জ্বল শ্যামকান্তি অধরে মুরলীগীতি কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।। ১
শুকপিককুলগীতানন্দসান্দ্রে সুরম্যে বহুবিধনবফুল্লোৎফুল্লপুষ্পে প্রগন্ধে,
মধুরমধুরবৃন্দারণ্যকুঞ্জে নিষণ্ণং ব্রজনৃপতিকুমারং কৃষ্ণচন্দ্রং নতোঽস্মি ।।২
শুকপিককলগানে পুষ্পগন্ধমনোরমে, বৃন্দাবনে করয়ে বিহার।
পরিকরগণসাথে বিরাজিতকুঞ্জমাঝে কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।।২
শিখিনিয়মমরালাকূজনানন্দমত্তে নববিকশিত পদ্মোদ্গন্ধমাদ্যদ্বিরেফে
ব্রজযুবতিবিলাসাশ্লেষসৌখ্যপ্রহৃষ্টং ব্রজনৃপতিকুমারং কৃষ্ণচন্দ্রং নতোঽস্মি ।।৩
ময়ূর-মরালগানে মধুমত্ত অলিতানে গোপিকাবিলাস সুখসার,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম অতুলমাধুরী-ধাম কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।।৩
নববিকশিতচম্পাগন্ধসংস্থানশীলে যুবতিচরণপাতাৎপুষ্পিতাশোকসংঘে,
বিলসিতনটবেশং গোপিকাচিত্তচৌর ব্রজনৃপতিকুমারং কৃষ্ণচন্দ্রং নতোঽস্মি ।।৪
অশোক চম্পকে ঘেরা ভ্রমে অলি মাতোয়ারা বিরাজিত নটবর রায় ।
গোপীগণচিতচোর ব্রজরাজ সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।।৪
সুরমুনিজনচিত্তধ্যানভঙ্গে সুবিজ্ঞং সমধিকরমণীয়ং ভক্তবাৎসল্যপূর্ণং,
অঘবকরিপুমোক্ষদানদীক্ষাব্রতং তং ব্রজনৃপকুমারং কৃষ্ণচন্দ্রং নতোঽস্মি ।।৫
যোগিধ্যানভঙ্গকারী অশেষরূপমাধুরী প্রেমময় করুণাসাগর ।
অঘবকরিপুকূলে মুক্তি দেন অবহেলে কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।।৫
নবজলধরকান্তিং চাধরে যুক্তবেণুং প্রতিমুহুরবিকোত্থদ্ভাস্বরং দিব্যমূর্ত্তিং ।
স্বভজনপরচিত্তে প্রেমদানে বদান্যং ব্রজনৃপতিকুমারং কৃষ্ণচন্দ্রং নতোঽস্মি ।।৬
নবজলধর শ্যাম বেণুনাদে অবিরাম দিব্যবেশ ঝলমল কায়
ব্রজেন্দ্রনন্দন চাঁদ ভুবনমোহন ফাঁদ কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।।৬
প্রভুরপি জগতাং বৈ ভক্তিভাজাং সুনম্রং ব্রজযুবতিসমাজে সংনরীনৃত্যমানং ।
দিনমণিবরকন্যাতীর আক্রীড়ভাজং ব্রজনৃপতিকুমারং কৃষ্ণচন্দ্রং নতোঽস্মি ।।৭
জগতের প্রভু যিনি ভক্তকাছে সদা ঋণী ভানুসুতাতীরেতে বিহার ।
ব্রজরমণীসমাজে নৃত্য করে নটরাজে কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।।৭
মৃদুসুললিতহাসং ভুগ্নপিঞ্ছাবতংসং স্বচরণশরণার্থিত্রাণসংব্যগ্রচিত্তং ।
সকলবিভবসারং রাধিকাপ্রাণকান্তং ব্রজনৃপতিকুমারং কৃষ্ণচন্দ্রং নতোঽস্মি ।।৮
মৃদুমন্দ হাসি মাখা শিরে শোভে শিখিপাখা শরণার্থি জনে করে ত্রাণ
সকল মাধুর্য্য ঘেরা রাধারাণীচিতচোরা কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।।৮

প্রায় পঞ্চাশ

(চয়ন ব্যবস্থাপত্র)

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং শক্তিমন্ত্রোপাসকানাঞ্চ সাত্ত্বিকাধিকারিণাং পূর্ব্বপুরুষপ্রতিষ্ঠাপিতকালিকাদিমূর্ত্তিপূজনং ছাগাদিপশুঘাতপূর্ব্বকবলিদানমন্তরেণ কৃতং কিমপি বৈগুণ্যমাবহতি নবেতি প্রশ্নে—বৈধহিংসা ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী। ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতেতি বৃহন্মনুসংহিতাবচনেন তথা পাদ্মোত্তরখণ্ডীয় (১০৪-১০৫ অধ্যায়)—

যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসনতৎপরাঃ। তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতি ॥১॥ মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা পশুঘাতনং। আকল্পকোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ ॥২॥ মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ। কাপি তন্নিষ্কৃতিং নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ ॥৩॥ দৈবে পিত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনম্। কল্পকোটিশতং শম্ভো রৌরবে স বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥৪॥ যজ্ঞে যজ্ঞে পশূন্ হত্বা কুর্য্যাচ্ছোনিতকর্দ্দমং। স পচেন্নরকে তাবৎ যাবল্লোমানি তস্য বৈ ॥৫॥ হন্তা কর্ত্তা তথোৎসর্গকর্ত্তা ধর্ত্তা তথৈব চ তুল্যা ভবন্তি তে সর্ব্বে ধ্রুব নরকগামিনঃ ॥৬॥ ইত্যাদি শিবং প্রতি পার্ব্বতীবচনজাতেন ছাগাদিপশুঘাতপূর্ব্বকবলিদানসহিতদেবতাপূজনে কৃতে তেষাং নরকাদিলক্ষণপ্রত্যবায়বগতেঃ তৈঃ কদাপি ছাগাদিপশুঘাতপূর্ব্বকবলিদানসহিতং পূর্ব্বপুরুষপ্রতিষ্ঠিতকালিকাদিমূর্ত্তিপূজনং নৈব কর্ত্তব্যমিতি ধর্ম্মশাস্ত্রবিদামুত্তরম্। শকাব্দা ১৮৩২ জ্যৈষ্ঠস্য পঞ্চমদিবসীয়া লিপিরিয়ম্।

প্রশ্ন—কাহারও পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত কালিকাদি দেবীপূজা যদি পশুহত্যাসহ চলিয়া থাকে, পরে ঐ বংশে সমুদ্ভব কোনও সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তি ঐ পশুহত্যা রহিত করিতে চাহেন তিনি দেবতার রোষ ভাজন হইবেন কি না? ইহার উত্তরে ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ জানাইতেছেন,—বৃহন্মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে—"বৈধহিংসা করণীয় নহে কারণ উহা রাজসী ব্রাহ্মণের পক্ষে তো একবারেই কর্ত্তব্য নহে যেহেতু তাহারা সাত্ত্বিক।"

শ্রীশিবের প্রতি পার্ব্বতীর উক্তিতে পাদ্মোত্তরখণ্ডেও বর্ণিত আছে—"যাঁহারা আমার পূজা করিতেছে বলিয়া প্রাণিহিংসায় তৎপর হয়, তাহার পূজা আমি অপবিত্র বোধে দূরে পরিহার করিয়া থাকি—, ঐ দোষবশতঃ পূজকের অধোগতি লাভ হয়। হে শিব আমার জন্য তামস ব্যক্তিরাই পশুহত্যা করিয়া থাকে। কোটি কল্প বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের নরকে বাস হইবে এ বিষয়ে সংশয় নাই।

আমার নাম লইয়া অথবা যজ্ঞে যাহারা পশুহত্যা করে কোনও প্রকারেই তাহাদের নিষ্কৃতি নাই, তাহারা কুম্ভীপাক নরকে গমন করিবে। দেবতার উদ্দেশ্যে পিতৃশ্রাদ্ধে অথবা নিজের উদর ভরণের জন্য যাঁহারা প্রাণিহিংসা করে, হে শম্ভো তাহারা কল্পকোটি পর্য্যন্ত রৌরব নরকে বাস করিবে। যজ্ঞে যজ্ঞে পশুহত্যা করিয়া যাহারা ভূমিকে রক্তে কর্দ্দমাক্ত করে তাহারা নিহত পশুর যতসংখ্যক লোম থাকে তত বৎসর নরকে দুঃখ ভোগ করে। ঐ পশুকে যে হত্যা করে, যজমান, পুরোহিত, ঐ পশুকে যে ধরিয়া থাকে ইহারা সকলেই তুল্যরূপ পাতকী এবং নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।"

এইসকল সুস্পষ্ট প্রমাণে পশুঘাত সহিত পূজায় নরকাদিলক্ষণ কুফলের উল্লেখ থাকায় তাহাদের কদাপি পূর্ব্বপুরুষপ্রতিষ্ঠিত কালিকাদিমূর্ত্তিপূজা ছাগাদিপশুঘাতপূর্ব্বক করা উচিত নহে। শকাব্দা ১৮৩২। ৫ই জ্যৈষ্ঠ।

এই ব্যবস্থাপত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন স্থানাভাবে তাহাদের সকলের নাম দেওয়া সম্ভব হইলনা। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল।

কলিকাতা—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

২। ,, শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি

৩। ,, শ্রীগুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ

৪। ,, শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

৫। ,, শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ

৬। শ্রীশরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীপ্রসন্নকুমার স্তায় তর্কনিধি প্রভৃতি।

নবদ্বীপ—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন

২। ,, শ্রীঅজিতনাথ স্তায়রত্ন

৩। ,, শ্রীসিতিকণ্ঠ বাচস্পতি

৪। ,, শ্রীযদুনাথ সার্ব্বভৌম, প্রভৃতি।

ভট্টপল্লী—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

২। শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ স্তায়তর্কতীর্থ প্রভৃতি।

কাশী—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাখালদাস স্তায়রত্ন

২। শ্রীভাগবতাচার্য্য স্বামী, শ্রীযাদবচন্দ্র তর্কাচার্য্য প্রভৃতি।

হরিদ্বার—

১। শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কশাস্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ তীর্থস্বামী (হরিদ্বার ঋষিকুল আশ্রমের অধ্যাপক) প্রভৃতি।

ভীষ্ম বলিলেন ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বকালে ঋষি জাজলি কঠোর তপস্যা করিয়া আমি সিদ্ধ হইয়াছি এইরূপ মনে করিলেন। তখন অন্তরীক্ষে দৈববাণী হইল—'জাজলে তুমি এখনও তপস্যায় বারানসীর তুলাধার বনিকের সমান হইতে পার নাই।

তখন অমর্ষবশে ঋষি তুলাধার বনিককে দেখিতে চলিলেন। সেখানে তাহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া—কোন্ তপস্যায় তাহার এইরূপ শক্তিলাভ হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। তুলাধার বলিলেন—ঋষে! আমি কোনও প্রাণীর হিংসা না করিয়া জীবিকা সংস্থান করি। আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃৎ এবং তাহাদের হিতে রত। ইহাই আমার তপস্যা। যাঁহারা কোন প্রাণীর হিংসারূপ পাপ করেন নাই তাহারাই ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হন এবং সর্ব্বত্র নির্ভয় হইয়া থাকেন। অহিংসা হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছু নাই। যজ্ঞাদিতে পশুহত্যারূপ ঘোরতর অশিব কর্ম্ম অন্ধপরম্পরান্যায়ে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা বেদতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা এই প্রকার আচরণ করেন না। (মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ২৬১।৩০)

জাজলি বলিলেন—বনিক মানবগণ পশু এবং ওষধি আহার করিয়াই জীবিত থাকে; তুমি অহিংসা ধর্মের প্রশংসা করিতে গিয়া নাস্তিকের মত কথা বলিতেছ। তুলাধার বলিলেন—ব্রাহ্মণ আমি নাস্তিক নই, যজ্ঞের নিন্দাও করি নাই। বৈদিক যজ্ঞতত্ত্ব জানিতে অসমর্থ হইয়াই ব্রাহ্মণগণ এই অনাচার করেন। যজ্ঞস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকে যাঁহারা জানিয়াছেন তাহাদিগকে আমি প্রণাম করি। ব্রাহ্মণগণের জন্য শ্রুতি বিহিত ভগবদুপাসনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞকেও আমি প্রণাম করি। লুব্ধ-অর্থকামুক নাস্তিক ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া এই হিংসাপ্রধান ক্ষত্র যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মযজ্ঞের অমৃতময় ফল সর্ব্বশাস্ত্রে প্রথিত।

সংশয়াত্মা নাস্তিক. বিমূঢ়, বেদের অমর্য্যাদাকারী যজ্ঞাদিদ্বারে নিজ খ্যাতিলাভে ইচ্ছুক যাজ্ঞিকগণই যজ্ঞে পশুহিংসা ধর্ম্মজনক বলিয়া বর্ণনা করেন। ধর্ম্মাত্মা মনু সকল কর্ম্মেই অহিংসার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আকাঙ্খার বশীভূত হইয়াই মানবগণ যজ্ঞে পশুহত্যা করিয়া থাকেন। নিপুণভাবে বেদার্থ বিচার করিয়া সূক্ষ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অহিংসা সমস্ত ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ......"সুরাং মৎস্যান্ মধুমাংসমাসবং কৃষরোদনং ধূর্ত্তৈঃ প্রকল্পিতমেতৎ নৈব বেদেষু কল্পিতম্।৯। মানান্মোহাচ্চ লোভাচ্চ লৌল্যমেতৎ প্রকল্পিতম্ বিষ্ণুমেবাভিজানন্তি সর্ব্বযজ্ঞেষু ব্রাহ্মণাঃ।১০। পায়সৈঃ সুমনোভিশ্চ তস্যাপি যজনং স্মৃতম্।

"সুরা, মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ধূর্ত্তগণই যজ্ঞীয় দ্রব্যরূপে কল্পনা করিয়াছেন, ইহা বেদের সম্মত নহে। অভিমান মোহ লোভাদি বশতই যাজ্ঞিকগণের পশুত্যার জন্য লৌল্য কল্পিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বযজ্ঞেই শ্রীবিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বররূপে অবগত আছেন। পায়স সুগন্ধী পুষ্প প্রভৃতি পবিত্র উপচারেই তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করিয়া থাকেন।" (মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ২৬৫।৬—১৪)

দত্ত্বা যঃ কমপি প্রসাদমথ সংভাষ্য স্মিতশ্রীমুখং দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি।
যেষাং হন্ত কুতর্ককর্কশধিয়া তত্রাপি নাত্যাদরঃ সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ দুষ্টা অমী কেবলম্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ। যঃ কমপি প্রসাদং দত্ত্বা স্মিতশ্রীমুখং সংভাষ্য অথ দূরাৎ স্নিগ্ধদৃশা নিরীক্ষ্য চ মহাপ্রেমোৎসবং যচ্ছতি, হন্ত যেষাং কুতর্ককর্কশধিয়া তত্রাপি সাক্ষাৎ পূর্ণরসাবতারিণি হরৌ আদরো ন ভবতি অমী কেবলং দুষ্টা এব ॥৪৫॥

মূলানুবাদ—ঈষৎ হাস্যবদনে সম্ভাষণচ্ছলে যিনি ভক্তগণকে কোনও অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ দান করিয়া স্নিগ্ধ নয়নে দূর হইতে নিরীক্ষণমাত্র আপামর সকলকে মহাপ্রেমোৎসব দান করিতেছেন, সেই রসসিন্ধু সর্ব্বাবতারী শ্রীগৌরহরিকে কুতর্ককর্কশ-চিত্ত জনগণ পরমাদরে ভজন করিতে পারে না কারণ ইহাদের চিত্ত চিরদুষ্ট ।৪৫।

টীকা—করুণয়া স্বপ্রেমোৎসবদানশীলচৈতন্যাকৃতাদরাণাং কর্কশহৃদয়ানাং দুষ্টত্বং প্রতিপাদয়ন্ নিন্দা ব্যক্ত্যতে দত্ত্বা যঃ ইত্যাদি। সাক্ষাৎ পরমেশ্বরে গৌরহরৌ যেষাং কুতর্কেন কর্কশাতিকঠিনা যা ধীস্তয়া নাত্যাদরস্তেঽমী কেবলং দুষ্টা অসুরস্বভাবা ইত্যর্থঃ। কিম্ভূতে পূর্ণো রসো যস্য স পূর্ণরস অবতারাঃ সন্ত্যস্মিন্নবতারী স চ স চেতি। যদ্বাঃ পূর্ণ-প্রেমরসমবতারয়িতুং প্রকটয়িতুং শীলং যস্য তস্মিন্; কস্মিন্নিত্যপেক্ষায়ামাহ য কমপ্যনির্ব্বচনীয়মপি প্রসাদং প্রসন্নতাং দত্ত্বা স্মিতেন শোভাযুক্তং মুখং যথা স্যাদথানন্তরং সংভাষ্য স্নিগ্ধয়া দৃশা দূরান্নিরীক্ষ্য চ মহান্তমুৎকৃষ্টং প্রেমানন্দং দদাতি তস্মিন্নপি নাত্যাদরো যেষাং তেষাং দুষ্টত্বেন নিন্দা ব্যক্তিতা। প্রেমোৎসবং যো দদাতি সংভাষ্য স্নিগ্ধয়া দৃশা। তস্মিন্ননাদরো যেষাং তে দুষ্টা ভুবি কেবলম্ ।৪৫। ইতি অভক্তনিন্দাপ্রকরণে পঞ্চদশপদ্যাত্মকপঞ্চমো বিভাগঃ ॥৪৫॥

টীকার তাৎপর্য্যানুবাদ

'বৈকুণ্ঠপার্ষদগণও সাগ্রহে যাহাদিগকে দর্শন করেন' ইত্যাদিরূপে শ্রীগৌরভক্তের মহিমা প্রদর্শন করিয়া অর্থান্তরে তাঁহার অভক্তগণকে নিন্দা করিতেছেন। অহো আশ্চর্য্য! বৈকুণ্ঠের নিত্য ভগবৎপার্ষদগণও রোমাঞ্চ-সহকারে যাঁহার পার্ষদ বক্রেশ্বর প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া থাকেন, অকৃতপুণ্যজন কেমন করিয়া (কোন্ ভাগ্যের ফলে) সেই গৌরহরির চরণে প্রীতি করিতে পারে? যদি বল এই গৌরভক্তগণের প্রভাব কি প্রকার? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বজনচমৎকারকারী গোপীপ্রেমের যে মহামধুর আস্বাদন তাহাতে গাঢ় আবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের দ্বন্দ্বধর্ম্ম বিনষ্ট—অঙ্গচেষ্টা বিবশ। কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদপ্রধানই নহেন তাঁহার ভক্তমাত্রই এই অতুল আনন্দের অধিকারী। যাঁহার কৃপাকটাক্ষে এই অঘটন ঘটিয়া থাকে সেই গৌরহরির পদাশ্রয় যাঁহারা করেন নাই এই শ্লোকে তাহাদের ভাগ্যের নিন্দা করা হইল। আহা যাঁহার প্রিয়ভক্তগণকে বৈকুণ্ঠপার্ষদগণও শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন, পুণ্যহীন ব্যক্তি কেমন করিয়া সেই শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারিবে? ॥৪৪॥

যিনি করুণা করিয়া অধম জীবকেও প্রেমানন্দের পরমোৎসব লাভ করাইয়াছেন, সেই শ্রীগৌরহরিতে যাহাদের আদরবুদ্ধি নাই সেই সকল ব্যক্তির হৃদয় নিশ্চয়ই কুতর্কে অতিশয় কঠিন অথবা দুষ্ট। অর্থাৎ তাহারা অসুর-স্বভাব। যদি বল সেই শ্রীগৌরহরি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্ব অবতারের মধ্যে একমাত্র স্বয়ংভগবান্ মধুময় মাধবই নিজ মাধুর্য্যে ব্রজবাসী তরুলতাকেও অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমামৃতের অপূর্ব্ব আস্বাদন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দময়ী শ্রীমতী রাধারাণী যে অপূর্ব্ব প্রেমে মাধবের মহামাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া স্বয়ং

বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়.। বিশ্বং গৌররসে পূর্ণং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ ॥৩৬॥

অন্বয়।—বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি (অত্র) সংশয়ঃ ন। বিশ্বং গৌররসে মগ্নং মম স্পর্শোঽপি নাভবৎ ॥ ৪৬ ॥

মূলানুবাদ—বিশ্ব শ্রীগৌরপ্রেমরসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমি কিন্তু তাহার কণা মাত্র স্পর্শ করিতে পারিতেছিনা। হায়! হায় নিঃসংশয়রূপে আমি বঞ্চিত হইয়াছি (পরমোৎকণ্ঠায় ত্রিরাবৃত্তি)! ৪৬।

টীকা—অথ চৈতন্যাভক্তনিন্দনেন জাতনির্ব্বেদো দৈন্যরূপস্বনিন্দাপ্রকরণমুত্থাপয়ন্নেকাদশভিঃ পদ্যৈরথ দৈন্যরূপস্বনিন্দেতি। তত্র প্রথমমাত্মনো দুর্ভগত্বং ব্যঞ্জয়তি বিশ্বং গৌররসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমরসসিন্ধৌ মগ্নমবগাহ্য প্রবিষ্টং মম স্পর্শোঽপি নাভবৎ। অতো মাং ধিগিতি শেষঃ। ইতি দৈন্যনিন্দা। গৌরাঙ্গপ্রেমমাধুর্য্যরসধারাপ্লুতং জগৎ। মম তৎস্পর্শনং নাস্তি বঞ্চিতস্য ধিগস্তু মাম্ ॥৪৬॥

অতুল সুখ লাভ করেন মাধবকেও পরমানন্দে পূর্ণ করেন, সেই মহামধুর রাধাপ্রেম আস্বাদনের জন্য মাধবের অন্তরে উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল। এবারে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তাই অবতারী শ্রীমাধব এই গৌরাঙ্গরূপেই অখণ্ডরস হইয়াছেন। শুধু কি তাহাই? শ্রীরাধার প্রেমরস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া তাহার লেশাভাসে জগতের জীবকে পবিত্র করিবার জন্যই যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই গৌরহরির কথা বলিতেছি। আবার তিনি কোনও অনির্ব্বচনীয় অনুগ্রহে জীবকে ধন্য করিয়া পরম শোভাময় শ্রীমুখে ঈষৎ হাস্য প্রকটন করতঃ কোমল প্রিয় বচনে জীবকে সম্ভাষণ করিয়া দূর হইতে স্নিগ্ধনয়নে কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া পরমশ্রেষ্ঠ প্রেমানন্দ দান করিতেছেন। এহেন করুণাময় গৌরহরিতে যাহাদের অতিশয় আদরবুদ্ধি নাই তাহাদের চিত্ত দুষ্ট বলিয়া নিন্দা করা হইল। যিনি স্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টিপাত মাত্রে প্রেমোৎসব দান করেন সেই গৌরহরিতে যাহাদের আদরবুদ্ধি নাই পৃথিবী মধ্যে সেই দুষ্ট ॥৪৫॥ অভক্তনিন্দাপ্রকরণ সমাপ্ত॥

শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের অভক্তজনের নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু নিন্দনীয় জনকেও নিন্দা করা গৌরকৃপালাভের পরিপন্থী। তাই তাঁহার যে হৃদয় গৌরপ্রেমরসসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া নিরন্তর তাহার মাধুর্য্যে মগ্ন থাকিত, সেই হৃদয় হইতেও অভক্তনিন্দার ছল পাইয়া সহসা শ্রীগৌরপ্রেমরসসিন্ধু অন্তর্ধান করিলেন। গ্রন্থকার ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় জলহারা মীনের ন্যায় পুনঃ পুনঃ সেই প্রেমরসসিন্ধুর কণা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইলনা। তখন পরম আর্ত্তির সহিত পরম দৈন্য প্রকাশপূর্ব্বক লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ নিন্দা করিতে লাগিলেন—হায়! ভাগ্যহীন আমি অভক্তজনের নিন্দা কেন করিলাম!! তাই বুঝি আজ সেই আনন্দ আস্বাদনে চিরবঞ্চিত হইলাম। বিশ্ব গৌরপ্রেমরসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তর কিছুতেই তাহা স্পর্শ করিতে পারিতেছেনা। হায়! আমি বঞ্চিত হইলাম—বঞ্চিত হইলাম; আমাকে শতধিক ॥৪৬॥

কৈর্ব্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলিরকৃতয়াসৈরিহাসাদিতো নাসীদ্গৌরপদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে মহীমণ্ডলে।
হা হা ধিঙ্ মম জীবনং ধিগপি মে বিদ্যা ধিগপ্যাশ্রমং যদ্দৌর্ভাগ্যপরাবরৈর্মম চ তৎসম্বন্ধগন্ধোঽপ্যভূৎ ॥৪৭॥

অন্বয়—গৌরপদারবিন্দরজসা স্পৃষ্টে ইহ মহীমণ্ডলে কৈর্ব্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলিঃ (প্রেমা) অকৃতায়াসৈঃ আসাদিতো ন আসীৎ? হা হা মম জীবনং ধিক্ মে বিদ্যাপি ধিক্ আশ্রমমপি ধিক্ যদ্ (যস্মাৎ) দৌভাগ্যপরাবরৈর্মম তৎ সম্বন্ধ গন্ধোঽপি নাভূৎ ॥ ৪৭ ॥

মূলানুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলিস্পর্শে পৃথিবী পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই প্রেমভূমে প্রেমাকাঙ্খী এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে জন অনায়াসে এই প্রেমসম্পৎ লাভ করিতে সমর্থ না হইয়াছেন! হায় হায় আমার জীবনে ধিক্ বিদ্যা এবং আশ্রমেও ধিক্ যেহেতু দুর্ভাগ্যপরম্পরায় গ্রস্ত মাদৃশ জনের প্রেমসম্বন্ধের গন্ধও লাভ হইলনা ॥ ৪৭॥

টীকা—শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবে সর্ব্বেষাং পুরুষার্থশিরোমণিনিগূঢ়প্রেমলাভং দৃষ্ট্বা আত্মানং তদযোগ্যমন্যত্বেন নির্বিণ্ণ স্বধিকারেণ নিন্দতি। কৈর্ব্বা সর্ব্বপুমর্থমৌলিরিত্যাদি। মহীমণ্ডলে শ্রীগৌরস্য পদারবিন্দয়ো রজসা স্পৃষ্টে সতি কৈর্জনৈরকৃতায়াসৈঃ সর্ব্বপুমর্থমৌলিঃ প্রেমা ইহ সংসারেণাসাদিত প্রাপ্তো নাসীৎ অপি তু সর্ব্বৈঃ প্রাপ্ত আসীদিত্যর্থঃ। অকৃত আয়াসো ব্যাপারো যৈরনায়াসেনাকৃতসাধনোদ্যমেনেত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং পুমর্থানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানাং মৌলিঃ পঞ্চমপুরুষার্থঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা কৈর্ব্বা ন প্রাপ্তঃ? হা হা মম জীবনং প্রাণধারণং ধিক্ বিদ্যা শাস্ত্রাদিজ্ঞানং ধিক্, আশ্রম তুরীয়ং সন্ন্যাসমপি ধিক্ যৎ যস্মাৎ দৌর্ভাগ্যানাং পরম্পরাভি মম তস্য প্রেম্নঃ সম্বন্ধস্য গন্ধো লেশোঽপি নাভূদিতি দৈন্যেন স্বনিন্দা। কৃতাবতারে গৌরাঙ্গে প্রাপ্তঃ প্রেমরসঃ জনৈঃ। তদ্গন্ধলেশো মম ন ধিগ্বিদ্যাজীবনাদিকম্ ॥৪৭॥

প্রেমাবেশে গ্রন্থকার দেখিতেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বিশ্বভুবন পুরুষার্থশিরোমণি উজ্জ্বলপ্রেমরস লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাহাতে যেন একমাত্র বঞ্চিত হইয়াছেন অভক্তনিন্দাকারী তিনি। তাই তিনি নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন। গৌরচরণধূলি স্পর্শে মঙ্গলময় ভূমণ্ডলে এমন কোন্ জন্ আছে যে ব্যক্তি বিনা সাধনে অনায়াসে শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণারবিন্দের মকরন্দ লাভ করিয়া প্রেমানন্দে পূর্ণ না হইয়াছেন!! এই প্রেমানন্দ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের শিরোমণি পঞ্চমপুরুষার্থ। সেই প্রেমানন্দ বিশ্বে সকলেই লাভ করিয়াছেন হায়! হায়! আমার জীবনে ধিক্, শাস্ত্রজ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমেও ধিক্। ভজনরসিক গ্রন্থকার যদিও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণায় উন্নতোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমরসমাধুরী আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তথাপি শ্রীগৌরহরির অদর্শনে নিজকে নিতান্ত রিক্ত অনুভব করিতেছেন, অথবা প্রেমভক্তির স্বভাববশে নিজকে নিতান্ত দীনাতিদীন অনুভব করিয়া এই শ্লোকে আত্মধিক্কার করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণায় বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম সকলেই নিগূঢ়-ব্রজপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, বঞ্চিত একমাত্র তিনি। তাই নিজের অযোগ্যতায় নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া নিন্দা করিতেছেন। মধুময় শ্রীগৌরহরির প্রেমরসপূর্ণ চরণকমলের পরাগে মহীমণ্ডল অধুনা কৃতার্থ হইয়াছে। আজ বিশ্বে এমন্ কোন্ জন আছে যে সর্ব্বপুরুষার্থসার প্রেমসমূহ অনায়াসে প্রাপ্ত হয় নাই? অর্থাৎ সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরহরির কৃপায় বলীয়ান্ হইয়া এজন্য তাহাদিগকে কোনও সাধনের উদ্যম করিতে

উৎসসর্প জগদেব পূরয়ন্ গৌরচন্দ্রকরুণামহার্ণবঃ। বিন্দুমাত্রমপি নাপতন্মহাদুর্ভগে ময়ি কিমেতদদ্ভুতম্ ॥৪৮

অন্বয়ঃ। গৌরচন্দ্রকরুণামহার্ণবঃ জগৎ পূরয়ন্ উৎসর্প এব, মহাদুর্ভগে ময়ি বিন্দুমাত্রমপি নাপতৎ কিমেতদদ্ভুতম্? (৪৮)॥

মূলানুবাদ:—শ্রীগৌরহরির করুণারূপ মহাসাগর জগৎ পূর্ণ করিয়া উৎসর্পিত হইতেছে। কিন্তু কি অদ্ভুত! পরম দুর্ভাগ্যশালী আমাতে তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ হইল না।৪৮।

টীকা—জগদাপ্লাবকপ্রভোঃ করুণাসিন্ধোঃ করুণাবিন্দুমাত্রপতনাযোগ্যত্বেন স্বদৌর্ভাগ্যমনুমীয়াত্মানিন্দাং ব্যনক্তি। উৎসসর্প জগদেব পূরয়ন্নিত্যাদি। গৌরচন্দ্রস্য করুণারূপো মহান্ সমুদ্রো জগৎ পূরয়ন্নাপ্লাবয়ন্নেবোৎসসর্প উচ্চচাল বিন্দুমাত্রমপি ময়ি নাপতৎ কিমেতদদ্ভুতং মাং হিত্বা সর্বপ্লাবনাদদ্ভুতত্বম্। কিম্ভূতে? মহাদুর্ভগে। যস্য তৎকরুণা-লেশপতনাভাবাদতিদুর্ভগত্বমনুমীয়তে। অতিদুর্ভগত্বাত্মনিন্দা ব্যক্তা। জগৎপ্লাবিদয়াসিন্ধোঃ করুণালেশহীনতঃ আত্মনশ্চ সুদুর্ভাগ্যমনুমীয়েঽহমদ্ভুতম্ ॥৪৮॥

হয় নাই। কিন্তু হায়! হায়! আমার জীবনে ধিক, বিদ্যায় ধিক্, সন্ন্যাস আশ্রমেও ধিক্, যেহেতু অনন্ত দুর্ভাগ্যের ফলে সেই প্রেমগন্ধের লেশও আমার মিলিল না॥ শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়া সকলকেই প্রেমানন্দ দান করিয়াছেন, তাহার গন্ধলেশও আমার মিলিলনা সুতরাং আমার জীবনাদিতে ধিক্ ॥৪৭॥

পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে যেমন সাগরের জল স্ফীত হইয়া তীরবর্তী সমস্ত পদার্থ ডুবাইয়া দেয়, তেমনি শ্রীগৌরচন্দ্র অনর্পিতচরী প্রেমধন দান করিতে আবির্ভূত হইবা মাত্র তাঁহার করুণার সাগরে বান ডাকিয়াছিল। তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু কি অদ্ভুত! মহাদুর্ভগ আমাতে তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ হইলনা। (গ্রন্থকারও সেই প্রেমরস আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রেম বস্তুটি এমনি বিচিত্র—যে ব্যক্তি তাহা যতই আস্বাদন করেন এবং ইহাতে অন্তর যতই অমৃতময় হইয়া উঠে, আস্বাদনের ইচ্ছাও ততই বর্দ্ধিত হয়। প্রেমরস আস্বাদনের আনন্দের সহিত আস্বাদনের অদ্ভুত পিপাসা মিশিয়া ভক্তের হৃদয়ে ইষ্টবিরহ নবনবায়মানরূপে জাগিতে থাকে। ইহাই বিষামৃতে একত্র মিলন বা তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বন নামে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। যোগসিদ্ধ জনের অন্তর কৃষ্ণধ্যানে নিয়ত পূর্ণ হইয়া চিরতৃপ্ত থাকে। প্রেমের পূর্ব্বাবস্থায় ভাবের আগমনমাত্রে ভক্তের হৃদয়ে এই ভাবের চরম পরিণতি ঘটিয়া যায়। কিন্তু ইহাতে ভক্ত যোগিজনের মত তৃপ্ত থাকিতে পারে না, নিরন্তর কৃষ্ণসেবার নবনব-আকাঙ্খা তাহাকে এমনই পাগল করিয়া তুলে। প্রেমের উদয়ে আবার সেই ভাব বহুগুণে বাড়িয়া যায়। তখন কৃষ্ণবিরহিণীর ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহার অন্তরকে দীন হইতে সুদীন করিয়া তুলে। তখন প্রভুকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াও জগতকে কৃষ্ণকরুণায় কৃতার্থ এবং নিজকে তদ্বঞ্চিত মনে করিয়া নয়ন-সলিলে বক্ষ ভাসাইয়া ভক্ত আর্তিভরে রোদন করেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারও শ্রীগৌরচন্দ্রের করুণায় সেই প্রেম আকণ্ঠ পান করিয়া জগৎকে তাঁহার প্রেমরসে প্লাবিত দর্শন করিতেছেন এবং নিজকে তদ্বঞ্চিত অনুভব করিয়া ধিক্কার

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ ভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা কঃ যামি বিকলঃ কিমহং করোমি চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ। কালঃ কলিঃ ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গা বলিনঃ ইহ শ্রীভক্তিমার্গঃ কণ্টককোটিরুদ্ধো (ভবতি)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র! যদি ত্বং কৃপাং ন করোষি অহং তর্হি হাহা কঃ যামি কিম্বা করোমি ॥৪৯॥

মূলানুবাদ :—কাল সর্ব্বদোষের আকর কলি। বলবান ইন্দ্রিয়গণও জীবকে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া অবিরত প্রাকৃত-বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছে। উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদিরূপ কণ্টককোটির দ্বারা প্রায় রুদ্ধ। এই সকল দেখিয়া আমি বিকল হইয়া পরিয়াছি। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র তুমি যদি এই বিপৎকালে আমাকে কৃপা না কর, হায় আমি কি করিব, কোথায় যাইব !! ৪৯॥

টীকা—কালকৃতাজিতেন্দ্রিয়ত্বে কণ্টকরুদ্ধভক্তিমার্গত্বে চ বৈকল্যং প্রকটয়ন্ তৎশরণার্থী দৈন্যেন তৎকৃপা প্রার্থয়তে ; কালঃ কলিরিত্যাদি। কালঃ কলিরধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ অতএব ইন্দ্রিয়রূপা শত্রুবর্গা বলিনঃ প্রবলতরা স্বস্ববিষয়ে আকর্ষণশূরাঃ শ্রিয়ঃ পরমোজ্জ্বলায়াঃ ভক্তের্মার্গ ইহ কলৌ কণ্টকৈঃ কর্ম্মকাণ্ডশুষ্কজ্ঞানকুতর্কবাদবিতণ্ডাফল্গুবৈরাগ্যাদিভিঃ কণ্টককোটিপ্রায়ৈ রুদ্ধঃ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র। যদি ত্বমদ্য কৃপাং ন করোষি তৈর্বিকলো ইহ কঃ যামি কিং করোমি ইতি দৈন্যে তৎকরুণাযোগ্যত্বসম্ভাবনয়া নিন্দা ধ্বনিতা। কলিদোষবিদুষ্টৈস্তু হৃষি হ্যাকুলচেতসঃ। মমাত্র শরণং কাপি ন স্যাদ্গৌরকৃপাং বিনা ॥ ৪৯ ॥

দিতেছেন)। করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় জগৎ প্লাবিত হইয়াছে। কিন্তু সেই করুণার লেশমাত্রে বঞ্চিত হওয়ায় নিজের অদ্ভুত অতিদুর্ভাগ্য অনুমান করিতেছি ॥৪৮॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অদর্শনে নিজকে তাহার করুণার সম্পূর্ণ অযোগ্য ভাবিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার দৈন্যভরে নিজকে ধিক্কার দিয়া বিলাপ করিতেছেন। প্রচণ্ড কলির আগমনে সকলের চিত্তেই অধর্ম্মবাসনা নানা আকারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ফলে আত্মার দেহ কারাগারের প্রহরিরূপ ইন্দ্রিয়বর্গ প্রবল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। একমাত্র নিগমকল্পতরুর সুপক্ক ফল স্বরূপ মধুময় শ্রীভাগবতীয় গোপীপ্রেম আস্বাদনেই চিত্ত বলীয়ান হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রেমানন্দরসপানে আত্মানুসারী করতঃ অমৃতপথের যাত্রী হইতে পারিত। কিন্তু কর্ম্ম, শুষ্কজ্ঞান, কুতর্ক, বাদ, বিতণ্ডা, ফল্গুবৈরাগ্য* প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টক তরুর দ্বারা এই কলিকালে সেই বিমল ভক্তিমার্গ প্রায় রুদ্ধ হওয়ায় সে পথে যাওয়ারও কোন উপায় নাই। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র যদি তুমি আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা বিকল হইয়া আমি কি করিব কোথায় যাইব তুমিই বলিয়া দাও। কলিদোষবিদূষিত ইন্দ্রিয়ের দৌরাত্ম্যে পরম ব্যাকুলচিত্ত আমার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা ভিন্ন আর কে আশ্রয় হইবে ॥৪৯॥

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মর্কট বৈরাগ্য ভক্তিমার্গের শত্রু বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশে বর্ণিত হইয়াছে। মর্কট বা বানরকে দেখিলে মনে হয় সে যেন বৈরাগ্যের মূর্ত্তি, কিন্তু তাহার অন্তর দুষ্টামীতে ভরা। আর এখানে টীকাকার যে ফল্গু বৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ মুমুক্ষু জন মোহ বশতঃ শুষ্ক বৈরাগ্যের অনুশীলনে প্রাসঙ্গিক বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করে, তখন তাহাকে ফল্গু বৈরাগ্য বলা হয়। এই দুইটিই ভক্তিপথের কণ্টক। যখন শ্রীহরিসম্বন্ধী বস্তু।

সোপ্যত্যাশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুর্নয়নয়োর্নাভবৎ গোচরো যন্নাস্বাদি হরেঃ পদাম্বুজরসস্তদ্‌যদ্ গতং তদ্‌গতম্ ।
এতাবন্মম তাবদস্তু জগতীং যেঽন্যেঽপ্যলংকুর্ব্বতে শ্রীচৈতন্যপদে নিখাতমনসস্তৈর্যৎপ্রসঙ্গোৎসবঃ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ। যৎ (যস্মাৎ) স আশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুঃ নয়নয়োর্গোচরো ন অভবৎ, হরেঃ পাদাম্বুজরসো২পি (ময়া) ন আস্বাদি; যদ্ গতং তদ্ গতমেব। তু (কিন্তু) মম এতাবদ্ অস্তু—শ্রীচৈতন্যপদে নিখাতমনসো অন্যে যে২পি জগতীং অলংকুর্ব্বতে তৈঃ সহ মৎপ্রসঙ্গোৎসবোঽস্তু ॥৫০॥

মূলানুবাদ—সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় প্রভু গৌরহরিকে আর তো দেখিতে পাইলাম না! তাঁহার চরণকমলের মধুস্বরূপ প্রেমরসও আর আস্বাদন করিতে পারিলাম না। সেই সুখময় দিন চিরতরে চলিয়া গিয়াছে, আর তাহা ফিরিবে না। তবে এইটুকু আশীর্ব্বাদ তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি শ্রীগৌরাঙ্গচরণে চিত্তনিবেশ করিয়া যাহারা জগৎকে অলঙ্কৃত করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আমার যেন নিরন্তর সঙ্গ হয় ॥৫০॥

টীকা—দৈন্যেন তদ্দর্শনতৎপাদপদ্মাস্বাদাযোগ্যমাত্মানং মত্বা তদ্ভক্তসঙ্গং প্রার্থয়তে সোঽপ্যাশ্চর্য্যময়ঃ প্রভুরিত্যাদিনা। স প্রসিদ্ধঃ প্রভু গৌরহরিঃ পরমচমৎকারস্বরূপঃ যস্মাদ্দৌভাগ্যাৎ নয়নয়োর্বিষয়ো নাভবৎ, যস্মাদ্বা গৌরহরেঃ পাদাম্বুজয়ো রসঃ প্রেমানন্দো নাস্বাদি নানুভূয়তে স্ম, তদ্‌যদ্‌গতং তদ্‌গতমেব। কিন্তু মমৈতাবদস্তু কিং তাবৎ শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে নিখাতমতিশয়েন নিবিষ্টং মনো যেষাং তে এবম্ভূতা অন্যে যে জগতীমলংকুর্ব্বতে তৈঃ সহ মৎপ্রসঙ্গোৎসব সমভিব্যাহারঃ শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দাভিনিবিষ্টচিত্তমধুব্রতৈঃ সঙ্গোঽস্ত্বিতি প্রার্থনা। চৈতন্যাদর্শনেঽযোগ্যস্তৎপাদসেবনে তথা। অতস্তৎপাদচিত্তৈস্তৈ সঙ্গোঽস্তু বিশ্বভূষণৈঃ ॥ ৫০ ॥

বিপ্রলম্ভপ্রেমোত্থিত দৈন্যে গ্রন্থকার নিজকে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আস্বাদনের অযোগ্য মনে করিয়া এই শ্লোকে তাঁহার ভক্তের সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। সেই সর্ব্বসমর্থ গৌরহরি যিনি আমার ন্যায় মায়াবাদী ভাগ্যহত জনকেও কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণাশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাহার পরমচমৎকারকারী স্বরূপ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নয়নের চির অন্তরিত হইয়াছে। সেই শ্রীগৌরহরির চরণারবিন্দের অমৃতময় প্রেমরসও আর অনুভব করিতে পারিতেছিনা। যাহা চলিয়া গিয়াছে তাহা আর আমার নিকট ফিরিয়া আসিবেনা। কিন্তু প্রভুর শ্রীচরণে এইটুক প্রার্থনা করিতেছি—শ্রীচৈতন্য-পদকমলে ভ্রমরের ন্যায় দৃঢ়রূপে মনোনিবেশ করিয়া যাঁহারা জগতকে অলঙ্কৃত করিতেছেন সেই ভক্তগণের সহিত যেন আবার সর্ব্বদা সঙ্গ হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনে এবং তাঁহার চরণ সেবনে আমি অত্যন্ত অযোগ্য। অতএব তাঁহার চরণে যাহারা চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন সেই বিশ্বের ভূষণ স্বরূপ ভক্তগণের সহিত আমার সঙ্গ হউক্ ॥৫০॥

প্রেমোত্থদৈন্যসঞ্চারীর আগমনে ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার আপনাকে দীনাতিদীন মনে করিয়া পতিতজনের একমাত্র উদ্ধারকারী শ্রীগৌরহরির করুণা প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—অধুনা দুঃখে জর্জরিত হইয়া বুঝিতেছি আমি জন্মজন্মান্তরে

দুষ্কর্মকোটিনিরতস্য দুরন্তঘোরদুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ। দুষ্কর্মকোটিনিরতস্য গাঢ়ং দুরন্তঘোরদুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য কুমতিকোটিকদর্থি ক্লিশ্যন্মতেঃ মম ইহ গৌরং বিনা কো বন্ধুর্ভবিতা ॥ ৫১ ॥

মূলানুবাদ—বিবিধ দুষ্কর্ম্মে আমার চিত্ত সর্ব্বদা নিরত. ইন্দ্রিয়তর্পণাদির দুর্ব্বাসনা আমাকে সর্ব্বদা গাঢ়রূপে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছে। আমার মতি সর্ব্বদা পাপফলভোগে ক্লিষ্ট তাহাতে আবার শুষ্ক কর্ম্মাদির আগ্রহে অভিভূত। এই অবস্থায় শ্রীগৌরহরি ভিন্ন আর কে আমার বন্ধু হইবে? ॥ ২॥

টীকা—স্বদৈন্যেনাতিদুর্গতপতিতজনগণোদ্ধর্ত্তৃত্বং গৌরহরিং বিনা নাস্তীতি দর্শয়ন্ স্বনিন্দামাভাসতে দুষ্কর্মকোটিনিরতস্য ইত্যাদি। এতাদৃশস্য মম গৌরহরিং বিনা কো বান্য বন্ধুরিহ কলৌ ভবিষ্যতি। কীদৃশস্য দুষ্টানাং মহাপাতকাদিজনকানাং কর্ম্মনং কোটিষু নিঃশেষেণ রতস্য যতঃ দুরন্তেত্যাদি। নাস্তি অন্তো যাসামেবম্ভূতা ঘোরা বিকটা [illegible] যশক্যা যা দুর্ব্বাসনাস্তা এব নিগড়া শৃঙ্খলাস্তৈ শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ং যথা স্যাত্তথা বদ্ধস্য। ননু দুর্ব্বাসনয়া কৃতদুষ্কৃতস্য প্রায়শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধিঃ স্যাদত আহ ক্লিশ্যন্মতেঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মককর্ম্মানি কৃত্বা ক্লিশ্যন্তী ক্লেশেনাভিভবং প্রাপ্নুবন্তী মতির্যস্য তস্য। ননু তর্হি কথং প্রায়শ্চিত্তাদিকমকরোস্তত্রাহ—কুমতিকোটিতিরিত্যাদি। কুৎসিতা মতির্জ্ঞানং যেষাং তে কুমতয়ঃ কেবলশুষ্কজ্ঞানকর্ম্মাগ্রহাস্তেষাং কোটিভিঃ সংখ্যাভিঃ কিম্বা তেষামগ্রেরগ্রগণ্যৈ কদর্থিতস্য তৎপ্রেরণাভিভূতস্য ইতি স্বনিন্দাভাসেন গৌরহরিচরণং বিনাতিদুর্গতস্য নিষ্কৃতি র্নাস্তীতি ধ্বনিতম্॥ অভক্তসঙ্গমুগ্ধস্য কৃতদুষ্কৃতকর্ম্মনঃ। বিনা গৌরপদাম্ভোজং নান্যোদ্ধর্ত্তা কলৌ যুগে॥ ৫১ ॥

কত মহাপাপই না করিয়াছিলাম। যদি বল তাহা হইলে এখন সর্ব্বপাপনাশিনী এবং অমৃতদায়িনী ভাগবতী ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—কেমন করিয়া ভজনাশ্রয় করিব? আমার অন্তর যে অনন্তদুর্ব্বাসনা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আছে, বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ শৃঙ্খল মোচন করিতে পারিতেছিনা। যদি বল তবে প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াই ঐ পাতক নাশ কর! তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা অনেক করিয়া দেখিয়াছি, চিত্তশুদ্ধি কিছুতেই হইতেছেনা। একে ত্রিতাপজ্বালা তাহার উপর কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াও অভিমত ফল না পাইয়া আমার মতি অধিকতর ক্লিষ্ট হইয়া পরিয়াছে। যদি বল আহা তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তাদি কেন করিতে গিয়াছিলে! তাহার উত্তরে বলিতেছেন—ভক্তিবর্জ্জিত কেবল শুষ্ককর্ম্মকাণ্ডে আগ্রহরূপ চরম কুবুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হইয়াই আমি এইরূপ করিয়াছিলাম। হায়! পরম দয়াল শ্রীগৌরহরির চরণ ভিন্ন কিরূপে অতি দুর্গত আমার নিষ্কৃতি হইবে? শ্রীগৌরহরি ভিন্ন আজ আর আমার কে বন্ধু হইবে? এই কলিযুগে অভক্তসঙ্গে মুগ্ধ হইয়া আমি বহু দুষ্কর্ম করিয়াছি। গৌর-পদকমল ভিন্ন আবার উদ্ধারকর্ত্তা কেহই নাই॥৫১॥

হা হন্ত পরমোষরচিত্তভূমৌ ব্যর্থীভবন্তি মম সাধনকোটয়োঽপি।
সর্ব্বাত্মনা তদহমদ্ভুতভক্তিবীজং শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ। হা হন্ত হন্ত মম পরমোষরচিত্তভূমৌ সাধনকোটয়োঽপি ব্যর্থীভবন্তি। অহং সর্ব্বাত্মনা তৎ অদ্ভুতভক্তিবীজং শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥৫২॥

মূলানুবাদ—হায়! হায়! আমার চিত্ত মরুভূমির ন্যায় রসশূন্য হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ভক্তিরস আস্বাদনের কোটি কোটি সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তাই আমি কায়মনোবাক্যে প্রেমভক্তির অদ্ভুতবীজস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গচরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥৫২॥

টীকা—শ্রীগৌরহর্য্যাশ্রয়ং বিনা সর্ব্বাণ্যন্যানি সাধনানি ব্যর্থীভবন্তীতি স্বদৈন্যনিন্দা ব্যাজেন প্রকাশয়তি। হা হন্ত হা হন্ত পরমোষরচিত্তভূমাবিত্যাদি। মম পরমোষরায়াং চিত্তরূপায়াং ভূমৌ সাধনানাং কোটয়োঽপি ব্যর্থীভবন্তি। হা হন্ত হন্তেতি এতাবতা কালেন কিং কৃতং ন কিমপি ইতি খেদে বীপ্সা। তত্তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনাহং সর্ব্বেন্দ্রিয়েন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রস্য চরণপদ্মং শরণমাশ্রয়ং করোমি। কিম্ভূতং অদ্ভুতভক্তিবীজং অদ্ভুতং যস্তক্তেঃ প্রেমলক্ষণায়া বীজম্। যথান্যবীজানাং উষরভূমৌ লতাদিজনকানি ন ভবতি তথান্যসাধনানি ব্যর্থীভবন্তি। কর্ম্মাদ্যাগ্রহকঠিনচিত্তে গৌরপাদাশ্রয়স্য বীজস্যাদ্ভুতত্বেন তাদৃক্‌কঠিনচিত্তেঽপি প্রেমলতিকাজনকত্বং, অতো গৌরচরণশরণং কর্ত্তব্যমেব কলাবিতি স্বদৈন্যনিন্দাব্যাজেনোক্তম্॥ প্রেমভক্তিলতাবীজমহো গৌরপদাশ্রয়ম্। বিনান্যসাধনং সর্ব্বমূষরস্থলবীজবৎ ॥৫২॥

জগতে শ্রেয়োলাভের যত সাধন আছে, শ্রীগৌরহরির কৃপাশ্রয় ভিন্ন কেহই অভিমত ফলদানে সমর্থ নহে। ইহা প্রকটন করিয়াই যেন গ্রন্থকার দৈন্যচ্ছলে আত্মনিন্দা করিতেছেন। আমার চিত্ত মরুভূমিতুল্য; মরুভূমিতে সংশ্রবার বীজ বপন করিলেও তাহা যেমন ব্যর্থ হইয়া যায়, তেমনি কোটি কোটি সাধন করিয়াও আমার চিত্তভূমি প্রেমরস লাভ করিতে পারিল না! হায় বৃথা এতদিন আমি কি করিলাম! আমার কিছুই করা হয় নাই। (এখানে খেদে বীপ্সা হইয়াছে, সেইজন্যই আমি কায়মনোবাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের চরণ পদ্ম আশ্রয় করিলাম। যদি বল তোমার উষর চিত্তভূমিতে সেই চরণপদ্ম আশ্রয়েই বা প্রেমসম্পদ কেমন করিয়া লাভ হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন সেই শ্রীচরণকমল প্রেমভক্তির অদ্ভুত বীজস্বরূপ। পাপী ও অপরাধিজনের উষরহৃদয়ভূমিতেও ইহার প্রেমাঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি দেখা যায় বলিয়া এই প্রেমবীজ অদ্ভুত। কর্ম্মাদি-আগ্রহপূরিত কঠিন চিত্তভূমিতেও বহুস্থলে ইহার প্রেমলতিকাসম্পাদকত্ব দৃষ্ট হওয়ায় আমার ন্যায় কঠিনচিত্তজনের কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গচরণমাত্রই পরমাশ্রয়॥ উষর স্থলীতে বীজের ন্যায় সমস্ত সাধন কলিহত জীবের নিকট ব্যর্থ। একমাত্র গৌরপদাশ্রয়ই প্রেমভক্তিলতার বীজস্বরূপ॥৫২॥

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

১। শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। শ্রীগৌর পূর্ণিমায় ইহার বর্ষারম্ভ। ফাল্গুনী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, শ্রীজন্মাষ্টমী ও রাস পূর্ণিমায় ইহা প্রকাশিত হইবে। বৎসরের যে কোনও সময়েই গ্রাহক হউন্ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

২। শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকের বার্ষিক মূল্য ১৲ অগ্রিম দেয়। পাঁচ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ইহার এক সংখ্যা নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইবে।

৩। প্রবন্ধসকল লেখকের নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত হইবে। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইবেন না। ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত আক্রমণমূলক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য তাহাদের রচনা উপযুক্ত হইলে সযত্নে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন ভক্তচরিত্র, পৌরাণিক আখ্যান, তীর্থভ্রমণকাহিনী, গোস্বামীগ্রন্থ আলোচনা এবং বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভক্তগণের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইবে। লেখকগণ ভাষার লালিত্যের দিকে নজর রাখিবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

৫। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং মণিঅর্ডার প্রভৃতি কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক, ১।১এ. বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা

আশ্বিন—পার্শ্বৈকাদশী শ্রাবণদ্বাদশীর উপবাস বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ ১০ই মঙ্গলবার, পরদিন ১১ই বুধবার বামনদ্বাদশী মধ্যাহ্নে বামনদেবের অর্চ্চনান্তে পারণ। সায়ং সন্ধ্যায় শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন। ২৫শে আশ্বিন বুধবার (পূর্ব্ব দিন) শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ৭ই আশ্বিন শনিবার। শ্রীহরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীকবিকর্ণপুরের তিরোভাব ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার

কার্ত্তিক—শ্রীএকাদশী। নিয়মসেবা আরম্ভ ২ই অক্টোবর ১০ই [illegible] ([illegible] অক্টোবর [illegible]) [illegible]।
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব, (৮ই অক্টোবর [illegible]), বুধবার।
শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব (১০ই অক্টোবর ১১ই) [illegible]।
শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ অন্নকূট শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব ([illegible] অক্টোবর [illegible]) [illegible]

অগ্রহায়ণ—শ্রীশ্রীএকাদশী উত্থানৈকাদশীর ব্রতোপবাস, [illegible] [illegible]
[illegible]

ভাদ্র ১৩৬২ } শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ২য় বর্ষ ৩য় স

শিক্ষাষ্টকম্

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখনির্গলিত।

অনুবাদক—প্রভুপাদ শ্রীগোবিন্দ বিহারী গোস্বামী

১। চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥

মাঁজিয়া ঘঁসিয়া করে চিত্তসংশোধন।
সংসারের দাবানলে সুধার মতন।
সুমঙ্গল কুমুদের চন্দ্রের কিরণ।
বিদ্যারূপা বধূর সে হয়ত জীবন ॥
আনন্দ বর্দ্ধন করে অমৃতাস্বাদন।
যার গুণে সর্ব্ব আত্মা হয়ত স্নপন।
হউন্ বিজয়ী সদা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
সংকীর্ত্তনে রত হোক্ সকলের মন।

২। নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

সর্ব্বশক্তি দিলা নামে করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে না হৈল অনুরাগ
স্মরণের কালাকাল নাহিক নিয়ম।
যে কোন সময়ে নাম করুক গ্রহণ।
এত কৃপা করি নাম করিলা প্রচার।
নামে রতি মতি কর নাম সর্ব্বসার।
নামের প্রভাবে কৃষ্ণ হৃদয়ে বসিবে।
সকল জন্মের পাপ দূরে পলাইবে।

৩। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

ওহে জীব তৃণ হ'তে অতি নীচ হৈয়া।
সহগুণ বৃক্ষসম গ্রহণ করিয়া।
নিজে মান নাহি চাবে আনে দিবে মান।
হরির কীর্ত্তন সদা করিবে বিধান।

৪। নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।

নিরন্তর অশ্রুধারা নয়নে গলিবে।
গদ্‌গদ বচন সদা বাক্য না সরিবে।
বিপুল পুলকে অঙ্গ কম্পনে পুরিবে।
তব নাম নিতে কবে হেন দিন হবে।

৫। ন ধনং জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

ওহে পরমেশ আমি নাহি চাই ধন।
সুন্দরী কবিতা বন্ধু না করি বাসন।
প্রতি জন্মে হে ঈশ্বর তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হয় এই মাত্র মনে।

৬। অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া নিজপাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

জন্মে জন্মে তব দাস হে নন্দকুমার।
সংসারসমুদ্র মাঝে পরেছি এবার।
করুণা করিয়া রাখ ও রাঙ্গা চরণে।
চরণের ধূলী সম সদা কর মনে।

৭। যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়তে।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে।

শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে মোর প্রাণ ফাটি যায়।
নিমেষ হইল মোর শতযুগ প্রায়।
ঝরিছে নয়নে বারি যেন বর্ষাজল।
শূন্যময় দেখি আমি জগৎ সকল।

৮। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

মোরে আলিঙ্গিয়া যদি করেন পেষণ।
না দিয়ে দর্শন মর্ম করে বিদারণ।
যা ইচ্ছা করুন মোর নাহিক বারণ।
তথাপি সে প্রাণনাথ নহে অন্য জন

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়া নীলাচলে ৪ বৎসর বাস করিবার পর পঞ্চম বৎসরের বিজয়াদশমীর দিন বৃন্দাবন-দর্শনে চলিলেন। পথে কাশীতে আসিয়া তপনমিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভুর আগমনসংবাদ পাইয়া তাঁহার পরম ভক্ত চন্দ্রশেখর আসিয়া মহাপ্রভুর পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন—

"আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে
মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কানে॥
ষড়্দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণকথা।
নিরন্তর দোঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন॥" চৈ চঃ।

তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের অনুরোধে মহাপ্রভু দশদিন কাশীতে রহিলেন।

এই সময়ে কাশীতে বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। বেদান্তবিৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন—

"এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে॥
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন॥
তাঁরে দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
জগত মঙ্গল তাঁর "কৃষ্ণচৈতন্য" নাম।
নাম রূপ গুণ তাঁর সব অনুপাম॥" চৈ চঃ।

ইহা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বিদ্বেষবশতঃ উপহাস করিয়া বলিলেন—

"শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশবভারতী শিষ্য লোকপ্রতারক॥
চৈতন্য নাম তাঁর ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ফিরে নাচাইয়া॥
যেই তাঁরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন-বিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥
সন্ন্যাসী নাম মাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥" চৈ চঃ

প্রকাশানন্দের বিদ্রূপবাক্যে ব্যথিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ

মহাপ্রভুর সকাশে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু! আপনার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করায় প্রকাশানন্দ বলিলেন যে আমি জানি তাঁর নাম চৈতন্য। কিন্তু "কৃষ্ণচৈতন্য" না বলিবার কারণ কি?

মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন—

"————মায়াবাদী কৃষ্ণঅপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান॥
মায়াবাদিগণ যাতে মহাবহির্মুখে।
অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে॥"

কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ এই সময়ে মহাপ্রভুর নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ করে সংকীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু এই সব সন্ন্যাসীদের নিন্দা উপেক্ষা করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রয়াগে আসিলেন। শ্রীরূপ তাঁহার ছোট ভাই বল্লভকে লইয়া মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই সময়ে প্রয়াগে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন ও তাহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় কাশী যাত্রা করিলেন; কাশী পহুঁছিয়া চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন কিন্তু আহার করিতেন তপনমিশ্রের গৃহে। এইরূপে দুইজন ভক্তেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তপনমিশ্রও চন্দ্রশেখর কাঁদিতে কাঁদিতে একদিন মহাপ্রভুকে বলিলেন—

"কতেক সহিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া উভয়কে প্রবোধ দিতেছেন, এমন সময়ে সেই পূর্ব্বপরিচিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া নিবেদন করিলেন—

"সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈল নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন॥
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বহু সন্ন্যাসীর সমাবেশ দেখিয়া সকলকে নমস্কারপূর্ব্বক যে স্থানে পদ প্রক্ষালন করিলেন সেই স্থানেই মহাপ্রভু আসন গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভুর কোটি-চন্দ্র-বিনিন্দিত বদনের অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সন্ন্যাসীদের প্রধান প্রকাশানন্দ বলিলেন—

"ইহা আইস ইহা আইস শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—

"————আমি হই হীন সম্প্রদায়।
তোমার সভাতে মোরে বসিতে না যুয়ায়॥"

তখন প্রকাশানন্দ স্বয়ং উঠিয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে লইয়া সসম্মানে বসাইলেন। পরে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন-

"সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখি যে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥"

মহাপ্রভু বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন—

"———শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তে অধিকার।

কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হয় সংসার মোচন ॥
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥
এতবলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে॥
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥
সেই কৃষ্ণ নাম মোরে গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম ॥" চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর মধুর বাক্যে সন্ন্যাসিগণের মন ফিরিয়া গেল। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয় ॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে তাতে কিবা দোষ ॥
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাত নারায়ণ।
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ ॥
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন ॥"

তৎপরে মহাপ্রভু বেদান্তের ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিলে সন্ন্যাসিগণ বিনয় করিয়া বলিলেন—

"বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন ॥" চৈঃ চঃ

সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন করতঃ মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাশীতে সকলেই মহাপ্রভুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহা ভিড় হইল দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥
প্রভু যদি যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥
স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহা ভীড় ॥
বাহু তুলে প্রভু বলে বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্যভরি ॥"

মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণসহ বিন্দুমাধবের মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেছিলেন—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥" চৈঃ চঃ

প্রকাশানন্দ সরস্বতী শিষ্যগণ সহ নিকটেই ছিলেন। এই উচ্চ হরিধ্বনি শুনিয়া তিনি সশিষ্য মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন—

"—প্রভুর নৃত্য গীত দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি ॥
কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ, স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলককদম্ব ॥" চৈঃ চঃ

প্রকাশানন্দকে দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রকাশানন্দও মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করিলে, মহাপ্রভু বলিলেন—

"—তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার নহি শিষ্যের সম॥
শ্রেষ্ঠ হইয়া কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ম সম ॥" চৈঃ চঃ

ইহা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন—"পূর্ব্বে নিন্দা করিয়া যে পাপ করিয়াছিলাম, আজ আপনার চরণ স্পর্শে তাহার ক্ষয় হইল।"

মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন—

"বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন ॥

জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম রুদ্র সম।
নারায়ণ মানে তারে পাষণ্ডে গণন॥" চৈঃ চঃ

তখন প্রকাশানন্দ বলিলেন—

"—তুমি সাক্ষাৎ ভগবান।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় আমার তোমার নিন্দাতে॥" চৈঃ চঃ

তৎপরে মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে ভক্তিপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন।

"প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া।
মায়াবাদ পাণ্ডিত্য দিলেন ঘুচাইয়া॥
কল্পিত বেদান্ত অর্থ তখন বুঝিলা।
প্রভুর আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইলা।" ভক্তমাল

প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর সহিত বিচারে ভক্তির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন—

"এবে তোমার পদাব্জে উপজিবে ভক্তি।
তার লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি॥" চৈঃ চঃ

অতঃপর মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণ ভক্তি-রস স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণধন॥" চৈঃ চঃ

এইরূপে প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার মুক্তির উপায়ও বলিয়া দিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু আরও কয়েক দিবস কাশীতে অবস্থান পূর্ব্বক সকলকে যথাযোগ্য আলিঙ্গনাদি করিয়া ও মধুর বচনে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন।

"প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল।
প্রভুই প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল॥ ভক্তমাল"

এই সময় হইতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তশিরোমণি প্রবোধানন্দ নামে বিখ্যাত হইলেন।

মহাপ্রভুর কৃপায় প্রকাশানন্দের কিরূপ ভাবান্তর হইয়াছিল তাহা কবির ভাষায় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে নাহি জানে আন।
চৈতন্য পরম-ধর্ম্ম চৈতন্য গেয়ান॥
চৈতন্য ভজন সদা চৈতন্য ধেয়ান।
চৈতন্য পরম তত্ত্ব করয়ে বাখানে॥
চৈতন্য শয়নে দেখে, চৈতন্য স্বপনে।
যে দিকে ফিরায় আঁখি শ্রীচৈতন্য মানে॥
ক্ষেণে ক্ষেণে কহে প্রভু, বড় দয়াময়।
কুতার্কিক মুঞি মোর ঘুচাইল সংশয়॥
বড় দয়াময় প্রভু বড় দয়াময়।
"শুষ্ক তার্কিকে দিলে ভক্তির আশ্রয়॥" ভক্তমাল।

প্রবোধানন্দ সংস্কৃতে মহাপ্রভুর যে ধ্যানমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহার বাংলা অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

"কটি তটে ধৃত পট্টবসন, করে কঙ্কন, বক্ষে হার।
মল্লিকাদামে উঁচু ক'রে বাঁধা শিরের উপরে চিকুর ভার॥
কানে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, গোরারূপে ব্রজ নাগরবর।
করিছেন ক্রীড়া নিজ নাম গুণ-কীর্ত্তন করি নৃত্যপর॥"

ইনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীবৃন্দাবন শতক, শ্রীবৃন্দাবন-রসামৃত নামক দশ-সহস্র শ্লোক ও শ্রীরাধিকার মহিমা-সংবলিত শ্রীরাধারস-সুধানিধি নামক খণ্ডকাব্য প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার পবিত্র দেহ কালীয়হ্রদতটে সমাহিত আছেন এবং শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির হইতে সেবিত হইতেছেন।

আত্মা ও পরমাত্মা

পণ্ডিত শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মায়াবাদিগণকে কথায় কথায় রজ্জুসর্প শুক্তিরৌপ্য মরীচি-জল গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি কতকগুলি মিথ্যা বস্তুর কথা বলিতে দেখা যায়। এই মিথ্যা বিষয়গুলিও বৌদ্ধগণেরই সম্পত্তি।

অলাতচক্রনির্ম্মাণস্বপ্নমায়াম্বুচন্দ্রকৈঃ।
ধূমিকান্তপ্রতিশ্রুৎকা মরীচ্যন্তিঃ সমো ভবঃ।

বৌদ্ধশতক

গন্ধর্ব্বনগরাকারা মরীচিস্বপ্নসন্নিভাঃ॥ নাগার্জ্জুন

বেদান্ত ন্যায় ও সাংখ্য প্রভৃতি কোন দর্শনেই ঐ সকল পদার্থ স্বীকার করা হয় না, ইহা আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি। এইজন্য উপনিষদে বা ব্রহ্মসূত্রে ঐগুলির কোন নাম গন্ধও নাই জানিবেন। ব্রহ্ম স্বয়ং অকর্ম্মণ্য পঙ্গু বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত শয্যাগত থাকেন, আর মিথ্যা অবিদ্যার অনুগ্রহে মাঝে মাঝে নরা চরা করিয়া উঠিয়া বসেন এরূপ কথা প্রামাণিক উপনিষদ্গুলিতে বা ব্রহ্মসূত্রে কোথাও নাই, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা জানিবেন। এতদিন বৌদ্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত না থাকায় মিথ্যা অবিদ্যা প্রভৃতিকে বেদান্তেরই বিষয়বস্তু বলিয়া লোকে মনে করিত, কিন্তু এখন বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় লোকে বুঝিয়াছে এগুলি বৌদ্ধদিগেরই সম্পত্তি।

ভারতের পরম গৌরব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংরক্ষক বেদশাস্ত্রের একান্ত সেবক মহামনীষী মহাত্মা কুমারিলভট্টের প্রচণ্ড-প্রহারে জর্জ্জরিত বৌদ্ধমতকে মায়াবাদিগণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অতিকৌশলে অতি সাবধানে অতি সতর্কতার সহিত বেদান্তব্যাখ্যাচ্ছলে বেদান্তের মধ্য দিয়া কোনপ্রকারে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ প্রযত্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা যেমন মৃত বৌদ্ধমতকে রক্ষা করিবার অপচেষ্টা করা হইয়াছে, সেইরূপ প্রবল বিদ্বেষ বশতঃ বেদান্তেরও গুরুতর সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা বেদান্তের প্রকৃত অর্থকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ বেদব্যাসের অতি আদরের ব্রহ্মসূত্রের ও উপনিষদের এই গুরুতর বিপদ্ দেখিয়া মায়াবাদিগণের প্রায় সমসাময়িক ভাস্করাচার্য্য মহাশয় মায়াবাদি-ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বেদান্তের অর্থ রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থই প্রথম প্রতিবাদ। ইহাতে তিনি প্রথমে বলিয়াছেন—

"সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য আবরণ করিয়া নিজেদের বৌদ্ধ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার জন্য যাহারা এই শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিবাদ করিবার জন্য এই শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করা উচিত। বেদান্তের প্রাচীন আচার্য্যগণ এইজন্য সমাজকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।"

অর্থাৎ মায়াবাদ জঘন্য শাস্ত্র উহাকে আত্মগোপনকারী বৌদ্ধমত বলা হয়। সেইজন্য তৎকালে কোন ব্রাহ্মণই ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। প্রায় একশত বৎসর পরে মায়াবাদী নৃগরাজ ভারতের তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্রকে বহুতর স্বর্ণ দান করিয়া তাহার বিনিময়ে তাহার দ্বারা মায়াবাদের ব্যাখ্যা রচনা করাইয়া লয়। রাশি রাশি স্বর্ণের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পরিণত বয়সে বাচস্পতি মিশ্র এই মায়াবাদের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাহার প্রসিদ্ধ ভামতী।

অতএব বেদান্তের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী সর্ব্বময়কর্ত্তা পরমেশ্বর পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে পর্য্যন্ত যে রজ্জুসর্পের মত

মিথ্যা বা তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা নিছক বেদবিদ্বেষবশতঃ অত্যন্ত নিষ্ঠুর নির্মম প্রচণ্ড মিথ্যা কথা বা দারুণ প্রবঞ্চনা মাত্র জানিবেন।

ধর্ম্মপ্রাণ মহামনীষী মহাত্মা কুমারিল ভট্টের প্রচণ্ডতম আঘাতে বৌদ্ধমত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তিনি স্বধর্ম্মপরায়ণ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ হইয়াও বৌদ্ধের ছদ্মবেশে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কারণ বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদের ভয়ে নিজেদের গ্রন্থ অত্যন্ত গোপন রাখিতেন, অথচ নিজেদের কল্পিত কুতর্কের সাহায্যে আমাদের বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ ও দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রবল প্রচার করিতেন। অতএব তাঁহাদের শাস্ত্রের কুতর্করাশি উদ্ঘাটনের জন্য মহাত্মা কুমারিল বৌদ্ধের ছদ্মবেশে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেন, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের গুরুতর দোষগুলি উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রকাশ্যসভায় বিচার করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্র যে অত্যন্ত দুর্নীতিপূর্ণ ইহা উত্তমরূপে সমাজে প্রকাশ করিয়া দেন। এমন কি বেদ সত্য ও ভগবান্ সত্য এই প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের দেহকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দেন। কিন্তু উদগ্র সত্য কথা বলায় তিনি অগ্নিকুণ্ড হইতে সশরীরে বহির্গত হইয়া আসেন, আর তৎকালীন বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মপাল বেদ মিথ্যা ও ভগবান্ মিথ্যা বলিয়া অগ্নিতে দেহ নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ড মিথ্যা কথা বলায় অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় অত্যন্ত অশ্রদ্ধাস্পদ হইয়া অবজ্ঞাত অবহেলিত ও নিন্দিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।' ইহা দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা।

ইতিহাসে আছে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শকীয় ষষ্ঠশতাব্দীর লোক ছিলেন। সেই সময় চীনদেশের ঐতিহাসিক হিউ এন্ সাং ভারতে আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে চীনদেশের ফাহিয়ান ভারতে আসিয়াছিলেন। অতএব ফা হিয়ান্ যে শকীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন ফা হিয়ান্ ৩২১ শকাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ১৫ বৎসর ভারতে ছিলেন, তিনি নিজ গ্রন্থে বলিয়াছেন, তৎকালীন বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি তাহার সমসাময়িক ছিলেন। অতএব ধর্ম্মকীর্ত্তিও শকীয় চতুর্থ শতকের লোক বলিতে হইবে, এবং ধর্ম্মকীর্ত্তি কুমারিলের ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন। অতএব কুমারিল ও যে শকীয় চতুর্থ শতকের লোক ছিলেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আর আচার্য্য শঙ্কর ৩৮৮৯ কলি বৎসরে অথবা ৭১০ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে শৃঙ্গগিরিমঠের জগদ্গুরুপরম্পরা স্তোত্রে আছে—

"নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে মাসি মাধবে।
শুক্লে তিথৌ দশম্যাং তু শঙ্করার্য্যোদয়ঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ বিভবনামক ৩৮৮৯ কলি বৎসরে বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে দশমী তিথিতে পূজনীয় শঙ্করের জন্ম হইয়াছিল। অতএব আচার্য্য শঙ্কর আচার্য্য কুমারিল অপেক্ষা চারিশত বৎসরের পরবর্ত্তী। সুতরাং উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। অতএব কুমারিলের মৃত্যুকালে শঙ্কর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। কুমারিলের মত বিশ্ববিখ্যাত ধুরন্ধর পণ্ডিতের মুখ দিয়া শঙ্করের বৌদ্ধোচ্ছিষ্ট মায়াবাদের প্রশংসা আদায় করিবার ইহা একটি কূটকৌশলমাত্র জানিবেন।

কুমারিল বৌদ্ধের ছদ্মবেশে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধমত বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়ায় তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য একদল শূন্যবাদী বৌদ্ধ ষড়যন্ত্র করিয়া ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেদান্ত ও গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন। বেদান্তই হইল অধ্যাত্মদর্শনের মুকুটমণি ও বেদের শীর্ষস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপনিষদের দুর্ব্বোধ্য বাক্যগুলির প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন নামে যে সুমহান্ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন ইহাও বেদান্তসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত; তদ্রূপ গীতা শাস্ত্রও আর্ষগ্রন্থের মধ্যে অত্যন্ত সমাদৃত। অতএব বেদান্ত ও গীতাকে বৌদ্ধদিগের কুতর্কের সাহায্যে লণ্ডভণ্ড করিয়া

দিতে পারিলে হৃদয়ের বিদ্বেষাগ্নি কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়, এইজন্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বৌদ্ধদিগের কুতর্কের সাহায্যে বেদান্ত ও গীতার প্রকৃত অর্থ নষ্ট করিয়া বা অত্যন্ত আবরণ করিয়া দিয়া সেইস্থানে কুমারিলের চূর্ণীকৃত বৌদ্ধ তত্ত্বগুলিকে অতিকৌশলে সাবধানে কথঞ্চিৎ সুরক্ষিত করিয়াছেন। ইহাদ্বারা যেমন বেদান্তের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, তেমনই বৌদ্ধমতকেও কথঞ্চিৎ রক্ষা করা হইয়াছে। কৌশলে দুইটি কাজই করা হইয়াছে। যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করেন, তাঁহাকে মিথ্যা সগুণ ব্রহ্ম বা শবল ব্রহ্ম অর্থাৎ ভেজাল ব্রহ্ম বলেন, অথচ বেদান্তে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়া কোন কথাই নাই। আর বলা হয় এতদ্ভিন্ন একটি তত্ত্ব আছে তাহাই বিশুদ্ধ ব্রহ্ম ও তিনিই পরমার্থ সত্য; ইহা কিন্তু বৌদ্ধদিগের পরম সত্য শূন্য তত্ত্ব জানিবেন। অথচ বেদান্ত শাস্ত্রে এরূপ ব্রহ্মের কোন নাম গন্ধও নাই, তাঁহারা অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যাকে জগতের কারণ বলেন, ইহাও বৌদ্ধসিদ্ধান্ত, বেদান্তে এইরূপ অবিদ্যারও নাম নাই। বেদান্তে সৃষ্টিপ্রকরণগুলিতে কোথাও অবিদ্যার নাম নাই। এবং পারমার্থিক ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক শব্দও বেদান্তে নাই, বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচুর আছে। তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাদের রচিত বেদান্তভাষ্য শ্রুতি ও সূত্রবিরুদ্ধ এবং সূত্রের ব্যাখ্যাও সূত্রবিরুদ্ধ অস্বাভাবিক অর্থে পরিপূর্ণ বৌদ্ধমত বুঝিতে পারিয়া কেহই তাহা স্পর্শ করেন নাই। এইজন্য আচার্য্য শঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ও সাক্ষাৎ শিষ্য অনন্তানন্দ তাঁহাদিগকে গোঁড়া ব্রাহ্মণ বানাইবার জন্য তাঁহাদিগের প্রকৃত বৌদ্ধবংশ সম্পূর্ণ গোপন করিয়া একটি মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে আছে নারদের অনুরোধে ব্রহ্মা কৈলাসে গিয়া বেদান্তের প্রকৃত অর্থ করিবার জন্য শিবকে অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে শিব দক্ষিণ দেশে কেরলে আসিয়া শঙ্কর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ইত্যাদি। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আরব্য-উপন্যাসের মত কল্পনাজাল মাত্র জানিবেন। স্বর্গের এই ঘটনা সাধারণ লোক অনন্তানন্দ কোথায় পাইলেন? তিনি যে অলৌকিক তত্ত্বদর্শী মহাযোগী ছিলেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই এবং কেহ বিশ্বাসও করিবেন না, এবং তিনি এ বিষয়ে কোন পুরাণাদির নামও করেন নাই। তিনি আর একটি গল্প লিখিয়াছেন যে, একদিন মহর্ষি বেদব্যাস বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শঙ্করের নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত বেদান্তের বিচার করিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরেই শঙ্কর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণের গালে চপেটাঘাত করিলেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদকে আদেশ করিলেন হে পদ্মপাদ! তুমি এই ব্রাহ্মণকে মাটীতে উপুর করিয়া ফেলিয়া পা ধরিয়া টানিতে টানিতে এখান হইতে দূর করিয়া দাও। "জল্পতো বৃদ্ধস্য কপোলতাড়নমাচকার পরং পদ্মপাদমাহ এনং বৃদ্ধমধোমুখং পাতয়িত্বা পাদাগ্রালম্বনাৎ দূরং ত্যজ' ইহা শুনিয়া বেদব্যাস প্রস্থান করিলেন, তখন পদ্মপাদ বলিলেন আপনি সাক্ষাৎ শঙ্কর আর ঐ ব্রাহ্মণ বেদব্যাস্ সাক্ষাৎ নারায়ণ, আপনাদের বিবাদস্থলে আপনার ভৃত্য, আমি, আমি কি করিব? ইহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন তিনি যদি বেদব্যাসই হন তাঁহাকে ডাকিয়া আন। পদ্মপাদ তাহাই করিলেন তখন শঙ্কর ক্ষমা চাহিলেন। বেদব্যাস শঙ্করের রচিত সূত্রভাষ্য দেখিয়া বলিলেন, তুমিই কেবল ইহার অর্থ বুঝিয়াছ অপরে বুঝিতে পারিবেনা। তুমি জগদীশ্বর তুমি বেদান্তের আচার্য্য হইবে। শঙ্কর তখন আত্মহত্যার ইচ্ছা করিলেন, তখন বেদব্যাস বলিলেন তোমাকে আত্মহত্যা করিলে চলিবে না তোমাকে এই ভাষ্য প্রচার করিতে হইবে। শঙ্কর বলিলেন আমার আর আয়ু নাই, তখন ব্যাস বিধাতাপুরুষকে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া শঙ্করকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন, এবং ব্যাস তাঁহাকে একশত বৎসর আয়ু বর দিলেন "করেণানীয় গঙ্গাম্বু জীব ত্বং শরদাং শতম্' ইত্যাদি। এই গল্পটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা, শঙ্কর যদি শিব হন নিশ্চয় ব্যাসকে চিনিয়াছিলেন। জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে চড় মারিলেন কেন? আর বেদব্যাসও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া চড় খাইতে আসিলেন কেন? এমন উৎকট রসিকতাও ত কোথাও দেখা

যায় না ! এই মিথ্যা গল্পটি লিখিবার উদ্দেশ্য হইল এই যে, তৎকালীন ব্রাহ্মণগণ শঙ্করের রচিত ভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া কেহই গ্রাহ্য করিতেন না। অতএব বেদব্যাস স্বয়ং যদি এই ভাষ্যকে প্রশংসা করেন, তাহলে ব্রাহ্মণগণ উহার সমাদর করিবেন—সেইজন্যই বেদব্যাসের মুখ দিয়া ভাষ্যের প্রশংসা করান হইয়াছে জানিবেন। তথাপি কোন ব্রাহ্মণ উহা গ্রহণ করেন নাই।

শঙ্করের ভাষ্য রচনার প্রায় একশত বৎসর পরে তাঁহাদেরই শিষ্য নৃগরাজা বাচস্পতি মিশ্রকে তাঁহার সমপরিমিত সুবর্ণ দান করিয়া তাঁহার দ্বারা শঙ্করভাষ্যের টীকা (ভামতী) রচনা করাইয়া লন। তৎকালে ভারতবর্ষে বাচস্পতি মিশ্র বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অন্যান্য দর্শনের বহু ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্কর-ভাষ্যের কোন টীকা লেখেন নাই। অতএব বুঝা যাইতেছে তিনি স্বেচ্ছায় এই ব্যাখ্যা লেখেন নাই, প্রচুর অর্থের লোভে মুগ্ধ হইয়াই জীবনের শেষে এই ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই ব্যাখ্যা না লিখিলে বৌদ্ধ ব্যাখ্যা বলিয়া সকলেই অগ্রাহ্য করিত। তাহার পর বাচস্পতির শিষ্যপ্রশিষ্যগণ ক্রমে ঐ ভাষ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। কোন শ্রেষ্ঠলোকের বুদ্ধি ভ্রংশ হইলে সমাজের গুরুতর অনিষ্ট হয়। যাহা হউক্‌, এইপ্রকারে বৌদ্ধগণের মায়াবাদ বেদান্তের নামে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে জানিবেন। আর শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য অনন্তানন্দ ব্যাসের মুখ দিয়া শঙ্করকে একশত বৎসর আয়ুদানের গল্প রচনা করায় বুঝা যাইতেছে তিনি একশত বৎসরই জীবিত ছিলেন ; অন্যথা তিনি এরূপ গল্প রচনা করিতেন না। অতএব শঙ্কর ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ শুনা যায় উহাও মিথ্যা জানিবেন।

পূর্ব্বে পণ্ডিতগণের ইতিহাস লেখার প্রথা এদেশে ছিল না। ইহা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াও কেহ মনে করিতেন না। সেইজন্য মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, মহামনীষী কুমারিলভট্ট, প্রভাকর, বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য মহাপণ্ডিতদিগের কোনও ইতিহাসই নাই। শঙ্করের পর হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, শঙ্করের মায়াবাদকে বৌদ্ধমত বলিয়া ব্রাহ্মণগণ স্পর্শ করিতেন না। সেইজন্য তাঁহার বৌদ্ধত্ব গোপন করিয়া তাঁহাকে উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ বানাইবার জন্যই তাঁহার শিষ্যগণ মিথ্যা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌অভিরামগোস্বামিকৃতগঙ্গাস্তব

অনুবাদক শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী।

শ্রীনিত্যানন্দনন্দিন্যৈ নমঃ।

শ্রীরাধা যুগপদ্ধরিশ্চ মুদিতৌ গোলোকমধ্যে মিথঃ,
প্রেমাবিষ্টতয়া পুরা বিগলিতৌ তদ্বস্তু গঙ্গাবনৌ।
সা ত্বং সূর্য্যসুতান্বিতা হি কৃপয়া জাতাধুনাধীশ্বরি,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥১॥
মাতস্তেঽবনীমণ্ডলে দশহরা শ্রীজন্মযাত্রাতিথিঃ,
খ্যাতা ত্বং দশজন্মপাপশমনীদানীং পুনঃ সা হি সা।
গূঢ়ং তত্ত্বমহত্ত্বমস্তু তমিদং ভক্তৈকবেদ্যং ধ্রুবম্,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥ ২ ॥
লীলা তে পরমাদ্ভুতা বলসুতা শ্রীসূতিকা-মন্দিরে,
স্তন্যং ত্বাং ত্যজতীং পিতা সমদিশৎ জ্ঞাত্বা প্রভুর্জাহ্নবীং।
শ্রিয়োনাং তদনঙ্গমঞ্জরি হরিপ্রিয়াং হি শিষ্যাং কুরু,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥৩॥
ইত্থং বৈ তদনঙ্গমঞ্জরিমুখাদ্ শ্রুত্বা যুগোপাসনং,

জাতাহ্লাদমনা ভৃশং প্রভুসুতে স্তন্যং নিপীয় প্রিয়ম্ ।
সর্ব্বানেব জনান্ প্রিয়ৌ চ পিতরৌ স্বপ্রেম্নি চামজ্জয়ৎ,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥৪॥

ত্বাং বৈ দেবগণা মুরারিরপিচ শ্রীশঙ্করোঽপীশ্বরঃ,
সেবিত্বা পরমাদরেণ কৃতিনো যেঽন্যে মনুষ্যা পরে ।
সংসিদ্ধিং পরিলেভিরে ভগবতঃ পাদাম্বুযাতঃ শুভে,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥৫॥

শ্রীদামা হি সখা প্রভোরনুচরঃ পর্য্যেম্যহং ভূতলং,
তত্ত্বস্ত কুতঃ কুতঃ সমজনি জ্ঞাতুং সমস্তং ব্রজে ।
জানে দ্বাদশধা প্রণম্য হসতীং প্রহ্বীং স্বকাং চাক্ষতাং,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥৬॥

দেবি ত্বং দ্রবরূপিণী প্রথমতঃ পশ্চান্মহারূপিণী,
সাক্ষান্মন্মথমন্মথা রসনিধেঃ কৃষ্ণস্য বামে স্থিতা ।
পাদাঙ্গুষ্ঠনিবাসিনী ভগবতী শ্রীরাধিকাশিষ্যিকা,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥৭॥

মাতস্ত্বচ্চরণৌ ভজন্তি পরমা যে কেঽপি বা কেনচি-
ন্নামাভাসভৃতা তথা কিমু পুনর্বিজ্ঞানমাত্রেণ তে ।
তেষামিষ্টগতিং দদাসি কৃপয়া কৃষ্ণস্বরূপে কিল,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥ ৮ ॥

অদ্বৈতাদিগদাধরপ্রভৃতয়ঃ শ্রীবাসনামৌ হরিঃ,
নিত্যানন্দশচীসুতৌ নরহরির্বক্রেশ্বরো রাঘবঃ ।
প্রেমার্থং পরিসেবিতা ভগবতি শ্রীপ্রেমনীরে তব,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥ ৯ ॥

ত্বং হি শ্বেতবিশুদ্ধচম্পকনিভা শ্রীকৃষ্ণকান্তা প্রিয়া,
নিত্যানন্দগৃহেঽধুনা বিহরসি স্বেচ্ছাময়া লীলয়া ।
পিত্রানন্দবিধায়িনী হরিময়ী ভাগীরথী জাহ্নবী,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥১০॥

যে চ ত্বাং ভুবি ভাবুকা অনুগতাঃ প্রেম্নো বরা মঞ্জরি,
সেবন্তে মনসা সমুজ্জ্বলময়ীং রাগানুগামার্গতঃ ।
তেভ্যঃ কান্তকসেবনং হরিপদং সংপ্রাপয়ন্ত্যাশু বৈ,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥ ১১ ॥

ধৎসে ত্বং বহুধা বপূংষি জননি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো যথা,
কার্য্যার্থং নিতরাং বিভান্তি কলয়া তান্যেব লীলাস্তব ।
মূলং কিন্তু মনোহরং বপুরিদং যস্মৈ ত্বয়া দর্শ্যতে,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥১২॥

যদ্ যৎ তীর্থমিহাস্তি বিশ্বজননি প্রার্থ্যং পবিত্রং পরং,
সান্নিধ্যাচ্চ হরে স্তবাপি মুনিভিঃ সংকীর্ত্তিতং পূর্ব্বজৈঃ ।
কে জানন্তি মহত্ত্বমদ্ভুতমহো জানন্তি জানন্ত বৈ,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥১৩॥

শ্রীচৈতন্যহরেঃ প্রকাশসময়ে পদ্মাবতীনন্দনাৎ,
রূপাচ্চৈব বলাৎ স্বয়ংভগবতো যা জন্মলীলা কৃতা ।
কল্লোলাপ্লবনং গৃহস্য নিতরাং প্রেমাব্ধিসংমজ্জনী,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥১৪॥

দৃষ্টা ত্বং নববালিকা ততো দ্রবময়ী তস্মাদ্ বরা মঞ্জরী,
শ্রীমন্মঞ্জরীমধ্যগা নিধুবনে হ্যকৃষ্ণস্য বামে স্থিতা ।
পাদাঙ্গুষ্ঠনিবাসিনী নিজগণান্ সংভোজয়ন্তী হরিম্,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥১৫॥

দেবি ত্বং বৃষভানুজাসুখকরী * শ্রীমঞ্জরীণাং গণা-
স্বামারাধ্য সুদুর্লভাং ব্রজভুবি শ্রীপ্রেমমূর্ত্তিং কিল ।
চৈতন্যীং বৃত্তিমবাপুরিঙ্গিতধিয়ঃ শ্রীপ্রাণনাথান্তিকে
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥১৬॥

শ্রীবৃন্দাবনকেলিকুঞ্জসদনে শ্রীরত্নসিংহাসনে,
রাধানন্দসুতৌ মুদা বিলসিতৌ তদ্দাসিকানাং গণৈঃ ।
যস্যাস্তে বচসা ত্বসেবয়দথো শ্রীরূপমঞ্জর্য্যসৌ,
নিত্যানন্দসুতে প্রসীদ বরদে প্রেম্নো বরা মঞ্জরি ॥১৭॥

রূপং তে মধুরং পরাৎপরতরং মূলং হি দৃষ্টং ময়া,
শ্রীমত্যাশ্চরণপ্রসাদবলতো জ্ঞাতঞ্চ তত্ত্বং কিয়ৎ ।
মাতা ত্বং হিতকারিণী কৃপয় মাং দেহি পদং মূর্দ্ধনি,
নোপেক্ষস্ব দয়াসুধাব্ধিহৃদয়ে ভৃত্যং নিজং সর্ব্বথা ॥১৮॥

এতচ্ছ্রীপাদকন্যাগুণগণমহিমোৎকীর্ত্তনং দীপ্তভাবং,
সাক্ষাদজ্ঞানমূলং শময়তি সুমহৎকীর্ত্তিদং তাপহন্তৃ ।

* ললিতা সখী প্রভৃতয়ঃ (পাঠান্তর)

সর্ব্বেষাং পাপসংঘস্তোপশমজনকং প্রেমসম্বন্ধকঞ্চ,
ভক্ত্যা যুক্তো পঠেদ্যঃ স জয়তি সততং প্রেমমালাং লভেত॥১৯॥
গোপালোঽহং প্রসিদ্ধো ব্যয়চয়মমৃতং রামদাসো হি নাম্না,,
স্তোত্রং শাস্ত্রার্থসারং কলিমলমথনং দেবি ভৃত্যস্তবাস্মি
কিন্ত্বজ্ঞস্যাননে মে ভগবতি কৃপয়া বাচিতং স্ফোরিতং যৎ।
তৎসম্পূর্ণং ভবেত্বৎপদযুগকমলে স্বর্পিতঞ্চাস্তু নিত্যম্॥২০॥
ইতি শ্রীঅভিরাম-গোস্বামিকৃতং শ্রীনিত্যানন্দসুতাগঙ্গাস্তোত্রং সর্ব্বাপরাধভঞ্জনং নাম সমাপ্তম্।

[এই দুর্ল্লভ স্তবটি আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও পূর্ব্বে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিদাস বাবাজী (নবদ্বীপ হরিবোল কুটির) মহাশয় গ্রন্থসংগ্রহব্যপদেশে বহুস্থান পর্যটনের সময় শ্রীবৃন্দাবনে কোনও প্রাচীন বাবাজী মহাশয়ের কুটিরে এই স্তবের একখানি জীর্ণ পত্র সংগ্রহ করেন। তাহার পর বরাহনগর পাঠবাড়ীতেও একখানি অনুরূপ পত্র সংগ্রহ করেন। তাঁহার অনুগ্রহেই ইহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উভয় পত্র মিলাইয়া ইহার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বহু ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। সুধীগণ নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন।]

শ্রীগঙ্গাস্তব (অনুবাদ)

(প্রভু নিত্যানন্দের মন্দির। পরম তেজীয়ান্ শ্রীমদ্‌অভিরাম গোপাল আসিয়াছেন। অশ্রুপ্লাবিত ছলছল চক্ষুতে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে তিনি কি বলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে রহস্তময়ী মহামাধুর্য্যশালিনী বালিকা মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন শ্রীনিত্যানন্দাত্মজা গঙ্গা। দূরে অভিরামের প্রভাবজ্ঞ কুতূহলী ভক্তমণ্ডলী এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতেছেন, আর কান পাতিয়া অভিরামের কথাগুলি শুনিতেছেন।)

শ্রীঅভিরাম বলিতেছেন, মাগো নিত্যানন্দনন্দিনি গঙ্গে! তোমাকে নমস্কার। আজ তোমার প্রথম আবির্ভাবের শুভকথা আমার মনে পড়িতেছে। গোলোকে শ্রীরাধারাণী এবং শ্রীমাধব সমাসীন। পরস্পর দর্শনানন্দে তাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন। সহসা তাঁহাদের সেই মহাভাবানন্দের সাগরে এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ উঠিল। পরস্পর সম্মুখে থাকিলেও বিরহের স্ফূর্ত্তিতে নয়নসলিলে এবং স্বেদজলে তাঁহারা বিগলিত হইলেন। ভক্ত ঋষিগণ সেই পবিত্র সলিলকে গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করিলেন। সেই ঈশ্বরী তুমি আজ আবার কলিতে জীবকে করুণা করিয়া সূর্য্যসুতার (শ্রীবসুধা দেবীর) সুতারূপে আবির্ভূতা হইয়াছ। হে সর্ব্বগতিদাত্রি নিত্যানন্দসুতে বরা প্রেমমঞ্জরি! তুমি আমার উপর প্রসন্না হও। ১।

মাগো! অবনীমণ্ডলে তোমার শুভ আবির্ভাবের তিথিটি ছিল দশহরা। আজিও সেই তিথি ফিরিয়া আসিয়াছে। এই শুভ তিথিতে তোমাকে অর্চ্চনা করিলে দশজন্মের পাপ প্রশমিত হয়। সেই তুমি যে আজ আমাকে মূর্ত্তিমতী হইয়া দর্শন দিয়াছ, ইহা একমাত্র ভক্তজনবেদ্য তোমার অদ্ভুত গূঢ় তত্ত্বের মহিমা মাত্র। হে সর্ব্বগতিদাত্রি নিত্যানন্দতনয়ে বরা প্রেমমঞ্জরি! তুমি আমার উপর প্রসন্না হও ॥ ২ ॥ হে বলদেবনন্দিনি! শ্রীসূতিকামন্দিরে তুমি পরমাদ্ভুত লীলা দেখাইয়াছিলে। তুমি আবির্ভূতা হইয়াই স্তন্য ত্যাগ করিলে জননী উদ্বিগ্না হইলেন। প্রভু নিত্যানন্দ কন্যাকে চিনিয়া নিজ প্রিয়াকে আদেশ করিলেন—অনঙ্গমঞ্জরি! শ্রীহরির শক্তিরূপা এই কন্যাটিকে কোলে লইয়া দীক্ষা দাও। হে প্রভুনন্দিনি! এই প্রকারে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর মুখ হইতে শ্রীব্রজযুগলোপাসনা শ্রবণ করিয়া তুমি অত্যন্তপ্রফুল্লিতা হইয়া স্তন্য পান করিয়া পিতা মাতা এবং সকল ভক্তজনকে পরমানন্দসাগরে মগ্ন করিয়াছিলে। হে সর্ব্বগতিদাত্রি নিত্যানন্দনন্দিনি বরা প্রেমমঞ্জরি! আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৩-৪ ॥

হে ভগবচ্চরণাম্বুস্বরূপিণি মাতঃ! দেবগণ পরমাদরে তোমার সলিল সেবা করিয়া থাকেন। শঙ্কর তোমাকে পরমাদরে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। তুমি মুরারির আদরের পাত্রী। অন্য মনুষ্যগণ যাঁহারা পরমাদরে তোমার সেবা করিয়াছেন তাহারাই সংসিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতার্থ

হইয়াছেন। হে পরমাগতিদায়িনি নিত্যানন্দনন্দিনি প্রেমমঞ্জরি! আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥৪॥

আমার নাম শ্রীদাম সখা আমি প্রভুর অনুচর। আমার প্রভু ও তাহার পার্ষদগণ কোথায় কোথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা জানিবার জন্য পৃথিবীমণ্ডল ভ্রমণ করিতেছি। তোমাকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়াও অক্ষতা ও হাস্যাননা দেখিয়া নিজ প্রভুর শক্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। হে পরমাগতিদায়িনী প্রেমমঞ্জরি নিত্যানন্দনন্দিনি! আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৬ ॥

ওগো দেবি! প্রথমে তোমার জলময়ী মূর্ত্তিই দেখিয়াছিলাম। পরে সাক্ষান্মথমন্মথ রসনিধি শ্রীগোবিন্দের বামপার্শ্বে অবস্থিতা মহারূপময়ী মূর্ত্তিতে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আবার ভগবতী শ্রীরাধিকার শিষ্যিকারূপে পাদাঙ্গুষ্ঠবাসিনী হইয়া শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবাপরায়ণা মূর্ত্তিতেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে নিত্যানন্দসুতে·· ···প্রসন্না হও ॥৭॥

ওগো কৃষ্ণস্বরূপে জননি! যদি কোন জন নামাভাসবলে তোমার বিজ্ঞানমাত্র লাভ করিতে সমর্থ হয়, তুমি তাহাকেও অভীষ্ট গতি দান কর। তাহা হইলে যে সকল ভাগ্যবান শ্রদ্ধার সহিত তোমার চরণকমল ভজন করিবেন, তাহাদিগকে তুমি কি গতি দান করিবে? হে নিত্যানন্দসুতে······প্রসন্না হও ॥৮॥

রাম হরি শ্রীবাস নরহরি বক্রেশ্বর রাঘব প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্ষদগণ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, এমন কি শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য নিরন্তর তোমার প্রেমনীর সেবন করিয়াছিলেন। হে নিত্যানন্দসুতে······ প্রসন্না হও ॥৯॥

তোমার অঙ্গকান্তি বিশুদ্ধ শ্বেতচম্পকের ন্যায়, তুমি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর পরম স্নেহাস্পদা (কিম্বা তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কান্তা) তুমিই হরিময়ী ভাগিরথী জাহ্নবী। তুমি স্বেচ্ছাময়ী—অধুনা লীলাচ্ছলে শ্রীনিত্যানন্দসুতারূপে আবির্ভূতা হইয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া বিহার করিতেছ। ওগো নিত্যানন্দসুতে·········· প্রসন্না হও ॥১০॥

ওগো প্রেমের বরামঞ্জরি! এই পৃথিবীতে যাঁহারা তোমার অনুগতা হইয়া ভাবভরে সমুজ্জ্বল ভক্তিময়ী রাগানুগা মার্গে ভজন করিয়া থাকেন, তুমি তাহাদিগকে শ্রীহরির চরণ প্রাপ্ত করাইয়া কান্তারূপে রসময়ী সেবা দান করিয়া থাক। হে নিত্যানন্দসুতে.. ....প্রসন্না হও ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে সর্ব্ব অবতারের মূল স্বরূপ মনোহর শ্রীবিগ্রহ রক্ষা করিয়াও ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্যের জন্য লীলাবেশে অংশে নানা অবতারমূর্ত্তি গ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমিও পাপপ্রশমনাদি কার্য্যের জন্য অংশতঃ জলময়ী প্রভৃতি মূর্ত্তি গ্রহণ কর। ইহা তোমার লীলামাত্র। কিন্তু আমাকে আজ যে মনোহর শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলে ইহা তাহার সকলের মূলস্বরূপ। হে নিত্যানন্দসুতে··· ···প্রসন্না হও ইত্যাদি ॥১২॥

হে বিশ্বজননি! ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল প্রার্থনীয় পবিত্র তীর্থশ্রেষ্ঠ বিরাজ করিতেছে, তাহা হয় তোমার অথবা শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ করিয়াই এই প্রকার মহিমান্বিত হইয়াছে—পূর্ব্বজাত মহর্ষিগণ এই কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তোমার অদ্ভুত মহিমার কথা কে জানিতে সমর্থ? যদি কেহ পারেন জানুন। হে নিত্যানন্দসুতে ·প্রসন্ন হও ॥১৩॥

শ্রীগৌরহরির অবতারসময়ে পদ্মাবতীনন্দন মূর্ত্তিমান ভগবান শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ হইতে যখন তুমি জন্মলীলা অঙ্গীকার করিলে, সেই সময় অভূতপূর্ব্ব সুমধুর কল্লোলধ্বনিতে ভবন পূর্ণ করিয়া সকলকে প্রেমসমুদ্রে মজ্জিত করিয়াছিলে। হে নিত্যানন্দসুতে ···প্রসন্না হও ॥১৪॥

প্রথমে নববালিকা-মূর্ত্তিতে পরে দ্রবময়ী মূর্ত্তিতে তোমাকে দর্শন করিলাম। তাহার পর দেখিলাম বরা প্রেমমঞ্জরীরূপে শ্রীমনুমঞ্জরীগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া নিধুবনে শ্রীমাধবের বামপার্শ্বে অবস্থান করিতেছ। আবার দেখিলাম—

শ্রীমাধবের পাদাঙ্গুষ্ঠবাসিনী হইয়া নিজ মহিমায় আপন জনসমূহকে শ্রীহরির ভোগ্যা করিতেছ। হে নিত্যানন্দসুতে ... প্রসন্না হও ॥১৫॥

হে দেবি! তুমি শ্রীরাধার সুখদায়িনী পরিজন। শ্রীমন্মঞ্জরীগণ ব্রজবনে সুদুর্লভা প্রেমমূর্ত্তি তোমাকে আরাধনা করিয়াই শ্রীপ্রাণনাথের সেবাকালে ইঙ্গিত মাত্র মাধবের চিত্তের সন্তোষসাধনে সমর্থা হন। হে নিত্যানন্দসুতে... প্রসন্না হও ॥১৬॥

শ্রীবৃন্দাবনে কেলীকুঞ্জগৃহে শ্রীরত্নসিংহাসনে শ্রীরাধামাধব আনন্দে বিহার করিতেছেন। শ্রীরূপমঞ্জরী দাসীগণপরিবৃতা হইয়া তোমারই বাক্যানুসারে যুগলকিশোরকে সেবা করিতেছেন। হে নিত্যানন্দসুতে .... প্রসন্না হও ॥১৭॥

শ্রীমতী রাধিকার চরণপ্রসাদবলে শ্রেষ্ঠ হইতেও পরতর সর্ব্বমাধুর্য্যের নিলয় তোমার মধুময় রূপ আমি দর্শন করিলাম। তোমার তত্ত্বও কিছু জানিতে পারিলাম। ওগো হিতকারিণি জননি! তুমি কৃপা করিয়া আমার মস্তকে চরণ দাও! করুণাময়ি! সর্ব্বপ্রকারে নিজ ভৃত্য আমাকে উপেক্ষা করিও না ॥১৮॥

শ্রীপাদ নিত্যানন্দতনয়া গঙ্গাদেবীর এই গুণগণমহিমা উচ্চৈঃস্বরে গান করিলে অন্তর ভাবমাধুর্য্যে দীপ্ত করে, অজ্ঞানমূলক অবিদ্যা সাক্ষাৎ নাশ করে, মহতী কীর্ত্তি দান করে, সকল পাপ তাপ নাশ করে এবং মাধবের সহিত প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করে। ভক্তির সহিত এই স্তব পাঠ করিলে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া প্রেমমালা লাভ করিতে পারা যায় ॥১৯॥

দেবি! তোমার ভৃত্য আমি রাম দাস নামক প্রসিদ্ধ গোপাল শাস্ত্রসার কলিমলমথন অমৃতময় এই স্তব রচনা করিলাম। আমি অজ্ঞ কিন্তু আমার মুখে তুমি কৃপা করিয়া যে স্তোত্র স্ফুরণ করাইলে, তোমার চরণকমলপ্রসাদে তাহা সম্পূর্ণ হউক এবং তোমার চরণে কুসুমাঞ্জলিরূপে ইহা অর্পিত হউক ॥২০॥

ইতি—শ্রীমদ্‌অভিরামগোস্বামিকৃতসর্ব্বাপরাধভঞ্জননামক শ্রীনিত্যানন্দসুতাগঙ্গাষ্টকের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল।

শ্রীমাধবের আবির্ভাব

(আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ২য় স্তবক)

অনুবাদক: শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী

নিরন্তর বারিধারায় স্নান করিয়া রসময়ী ধরণী সুন্দরী বর্ষাশেষে পরমোৎসববেশে সজ্জিতা হইয়াছেন। যমুনাতীরে যতদূর দৃষ্টি চলে সারি সারি স্বর্ণবর্ণ কদম্ব পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। শ্যাম তরুলতায় ধরণীর মূর্ত্তি শ্যামলিম। স্বর্ণযূথী রজনীগন্ধা মালতী মল্লিকা প্রভৃতি ফুলদলে যেন তাঁহার কুসুমসজ্জা রচনা করিয়াছে। অভিসারিকা, স্বর্ণকিরিটিনী ধরণী আজি শ্যামল সুন্দর কুঞ্জে হাসিমুখে প্রাণনাথের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। পূর্ব্বে তো ইহার এমন সুন্দর রূপ দেখি নাই। রাজবেশধারী অসুরগণের কঠোর নিপীড়নে নিপীড়িতা ধরণী স্বীয় অঙ্গ হইতে রমণীয় বেশভূষা চিরতরে অপসারিত করিয়া কঠোর তপস্বিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় সাধু কৃষ্ণভক্ত সন্তানগণ অসুরগণের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া গিরিগহনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদিনে বুঝি অভাগিনীর চিত্তবেদনা প্রভুর শ্রীচরণে পৌছিয়াছে। আজ শ্রীগোকুলে তাঁহার শুভাগমন হইবে। দিকে দিকে আনন্দের রোল উঠিয়াছে।

লীলাময় শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ বাৎসল্যপ্রেমের আধার শ্রীনন্দ যশোদা পূর্ব্বেই শ্রীগোকুলে শুভাগমন

করিয়াছেন। কংশভয়ে ভীত বসুদেব স্বীয় পত্নী রোহিণী দেবীকে নন্দগোকুলে রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গর্ভে শ্রীবলদেবচন্দ্র শুভাগমন করিয়াছেন। আজ শ্রীগোবিন্দের আবির্ভাবতিথি। ইহার কিছুদিন পরে সহচরীগণসঙ্গে তাঁহার নিত্যসহচরী আনন্দময়ী শ্রীরাধারও এই ভৌমব্রজে আবির্ভাব হইবে। সাধনসিদ্ধা শ্রুতিচরী ও মুনিচরী গোপীগণ তাহার পর শুভাগমন করিবেন। তাই ধরণীর প্রাণে আজ আনন্দ ধরিতেছেনা ॥১—৪॥

শ্রীভগবানের আবির্ভাবকাল নিকট হইয়া আসিয়াছে। কতকাল পরে প্রিয়তমের দর্শনলাভ ঘটিবে তাই পৃথিবীর বুক আজ পুলকে ভরিয়া গিয়াছে। আনন্দময় প্রভুর অনুভবানন্দে প্রেমিক ভক্তের নিকট যেমন আকাশ বাতাস মধুময় হইয়া যায়, সকলের চোখেই নিখিল বিশ্ব আজ সেইরূপ মধুময় হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল পরে ঋষিগণের অগ্নিহোত্রে সহসা অগ্নিদেবের আবির্ভাব হইল এবং দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ।৫—৭। স্নিগ্ধ মধুর পবন বহিতেছে। ভগবদ্ভক্তের মধুময় সঙ্গে যেমন সকল তাপ মুহূর্ত্তে শান্ত হইয়া যায়, তেমনি আজিকার এই পবনও অযাচিত প্রেমস্পর্শ দিয়া বিশ্বভুবনের সকল তাপ মুছাইয়া দিয়াছে। ৮। নির্ম্মল আকাশ প্রেমিক ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৯। বিটপী লতা মধুময় ফল ফুলে পূর্ণ হইয়া ভক্ত সন্তানের পিতা মাতার ন্যায় নিজ জন্ম সফল জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ১০। পরমানন্দে প্রমত্ত সাধুভক্তগণ যেন প্রেমামৃত রস পানে জরা মরণের অতীত হইয়াছেন। আসন্ন মৃত্যুভয়ে অসুরের হৃদয় থর থর কাঁপিতেছে। ১১। দেবগণ এতদিন প্রভুর আশাপথ চাহিয়া ছিলেন। আজ তাহাদের আশাতরু ফলবান হইতে চলিয়াছে, তাই সতৃষ্ণনয়নে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছেন।১৪। প্রেমিক ভক্তের শ্রীভগবানের কৃপালব্ধ নির্ম্মল চিত্তের ন্যায় দিকসমূহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ১৩। পৃথিবীর বুক হইতে অসুরগণের অত্যাচারশঙ্কা যেন কোনও অনির্ব্বচনীয় শক্তিশালী মণিমন্ত্রমহৌষধির প্রভাবে চিরতরে মুছিয়া গিয়া চিরকল্যাণের উদয় হইল।১৪। অপরূপ রূপগুণমাধুর্য্যে সাধুভক্তগণ পরিশোভিত হইলেন।১৫। অনন্তকালের সঞ্চিত নিখিল শুভকর্ম্মের পুঞ্জীভূত ফল বুঝি আজি ব্রহ্মাণ্ডে নামিয়া আসিয়াছে। ।১৬। এমনি করিয়া দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীভগবানের আবির্ভাবতিথি আসিয়া পড়িল। কল্যানময়ী এই তিথির আগমনে চারিদিক আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। ভাদ্রমাস, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, আয়ুষ্মান্ যোগে চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে গমন করিলেন। ১৭। দিকে দিকে উৎসবের সারা পড়িয়া গেল। মধ্য রজনীতে চন্দ্র পূর্ব্ব দিকের মুখ অরুণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া উদিত হইলেন। উজ্জল চন্দ্রকিরণে অন্ধকার অপসারিত করিয়া করুণাময় শ্রীভগবানের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন। কর্ম্মফলবদ্ধ জীবের ন্যায় জননীজঠর অবলম্বনে ভগবানের জন্মলীলা নহে। নিজ মহৈশ্বর্য্যে জগৎকে মোহিত করিয়া ভগবান স্বীয় পরমোজ্জল রূপে আবির্ভূত হইলেন ।১৮। ভক্তের ভাব অনুযায়ী এক ভগবান বহু স্থানে আবির্ভূত হন। তাই কংসকারাগারে প্রথমে চতুর্ভুজ বাসুদেবরূপে আবির্ভূত হইয়া পুত্রপরিচয়ে বসুদেব দেবকীকে আপ্যায়িত করিলেন। আবার শ্রীনন্দগোকুলেও শ্রীযশোদাদুলালরূপে আবির্ভূত হইলেন। পরে যশোদানন্দিনীরূপে সকলের অলক্ষ্যে শ্রীযোগমায়া শুভাগমন করিলেন এবং তাহার অংশভূতা মায়াকে মূর্ত্তিমতী বালিকারূপে সূতিকাগৃহের দ্বারে রক্ষা করিলেন ॥১৯॥ ইহার পর কংশভয়ে ভীত বসুদেব আসিয়া নিজ তনয়রূপী বাসুদেবকে গোকুলে যশোদাগৃহে রক্ষা করিলেন এবং ঐ বালিকাকে লইয়া মথুরায় গমন করিলেন। শ্রীবাসুদেব আসিয়া যশোদানন্দনে মিলিত হইলেন। মাধবের বেণু বনমালা বাসুদেবের শঙ্খচক্র প্রভৃতি কর চরণে চিহ্নরূপে অবস্থান করিতে লাগিল।

নিজ মধুর লীলামাধুরী আস্বাদন করাইয়া আত্মারামগণের হৃদয়েও ভক্তিযোগের পিপাসা জাগ্রত করিবার জন্য এবং ভক্তগণকে নানা রসময়ী লীলার আস্বাদন দানে আনন্দিত

করিবার জন্য, নিঃশেষে অসুর ধ্বংস করিয়া ধরণীকে ভারমুক্ত করিবার জন্য ব্রজপতিগৃহে সাধারণ বালকের ন্যায় আনন্দঘন শ্রীভগবান আবির্ভূত হইলেন। ২২। যখন যশোদাদুলাল অপরূপ শ্যামল কান্তি প্রকটনপূর্ব্বক সূতিকাগৃহে আবির্ভূত হইলেন, মণিভিত্তিতে তাহার প্রতিচ্ছায়া পড়িয়া অসংখ্য শ্যামলসুন্দর মূর্ত্তিতে সূতিকা-গৃহ পূর্ণ হইল। মনে হইতেছিল বুঝি যোগমায়া নন্দ-দুলালের অসংখ্য কায়ব্যূহ প্রকটন করিয়া কুসুমকুল-সুষমামধ্যে পরম শোভাময় অপরাজিতা মণ্ডপের ন্যায় সূতিকাগৃহখানি সাজাইয়া দিয়াছে। ২৩। মুক্ত দ্বারপথে অসংখ্য ভৃঙ্গ গুঞ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহাদের মনে হইতেছিল বুঝি ভৃঙ্গজাতির চির অনাঘ্রাত অপূর্ব্ব মধুময় কমলপুঞ্জে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। অপরূপ সুরভিতে দিগন্ত পূর্ণ, এ সুরভি গন্ধবহ বায়ুর অপরিচিত। এই কমল প্রকৃতির জগতে কোনও জলাশয়ে কখনও জাত হয় নাই। প্রপঞ্চগত সত্ত্বাদিগুণতরঙ্গের দ্বারা ইহা চির-অস্পৃষ্ট। অধিক কি বলিব বৈকুণ্ঠের চিদানন্দ সরোবরেও কেহ কখনও এমন কমল দর্শন করে নাই। সেই কমল আজ নন্দগোকুলে শ্রীযশোদার বক্ষে শোভা পাইতেছে॥ ২৪॥ যোগমায়ার প্রভাবে গৃহপরিজন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত, মাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ইহার মধ্যে কখন বাসুদেব আসিয়া বাসুদেবকে রাখিয়া গিয়াছেন, কখন যে তিনি কৃষ্ণ-অঙ্গে মিলিত হইয়াছেন কেহই অবগত নহে। বুঝি সকলকে প্রবোধিত করিবার জন্যই বালমূর্ত্তি হরি শিশু-স্বভাবে ক্রন্দন করিলেন। শ্রীভগবানের লীলোৎসবকর্ম্মের প্রারম্ভে মঙ্গলদ্যোতনার জন্য শ্রীহরির কণ্ঠেই যেন প্রথমে পবিত্র ওঙ্কার ধ্বনিত হইল।২৫। অনন্তর তাঁহার অব্যক্ত-মধুর রোদনস্বর শ্রবণ করিয়া ব্রজরমণীগণ জাগ্রত হইয়া বাল গোপালকে দর্শন করিলেন। ওমা! লাবণ্যে মার্জ্জিতাঙ্গ মাধুর্য্যের সিন্ধু এই কি যশোদানন্দন!! মরি মরি মৃগমদ কস্তুরীর সুরভি হইতেও অপরূপ সুরভি ইহার অঙ্গে। দেখিবামাত্র প্রাণ যেন মধুময় স্নেহে আকুল হইয়া পড়িতেছে।২৬। আহা! চন্দনকুঙ্কুমাদির পরিপাটি অনুলেপনে অপরূপ সৌন্দর্য্যে কে ইহাকে সাজাইয়া দিল? শোভাময়ী ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বুঝি মনের আনন্দে ইহাকে সাজাইয়াছেন। গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝি প্রদীপকলিকাচ্ছলে চম্পককলিকা দ্বারা ইহাকে পূজা করিতেছেন। আহা! এই বালকোচিত কোমল অঙ্গের আভায় সূতিকাগৃহের উজ্জ্বল দীপগুলি যেন শ্যামলিম হইয়া উঠিয়াছে॥ ২৭॥ ওমা! বালকের হস্তপদাদিতে ইহা কি নীলমণীন্দ্রের অঙ্কুর না তমালের পল্লব অথবা ঘনীভূত নবীন মেঘ? না না ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর কস্তুরিগন্ধময় সৌভাগ্যপঙ্কতিলক অথবা তাহার চক্ষুর সিদ্ধাঞ্জনই হইবে। ২৮। দেখ দেখ এই বালকের আগমনে সমস্ত গৃহখানি অপ্রাকৃত রসানুভূতিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের সকল দুঃখই বুঝি এ নাশ করিবে। বালকমূর্ত্তি হইলেও নব কিশোরের ন্যায় অলকাবলী ইহার মুখে কেমন শোভা পাইতেছে দেখ। মৃদু মধুর করতল-দুইটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে কেন? ওমা! দেখ দেখ হাতে মৎস্য অঙ্কুশাদি সৌভাগ্যসূচক চিহ্নগুলি কেমন অপরূপভাবে করতলে গোপন করিতে চাহিতেছে! এইভাবে সেই মুদিতনয়ন হরিকে গোপপুরন্ধ্রীগণ দর্শন করিতে করিতে আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিলেন।২৯। তাঁহাদের আনন্দরবে জননী যশোদার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নিজ পুত্র হইয়াছে জানিয়া তাহার মুখখানি দেখিবার জন্য যেমন চোখ ফিরাইলেন, অমনি বালকের নীলমণিদর্পণতুল্য স্বচ্ছ অঙ্গে প্রতিফলিত আপনার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া মা চমকিয়া উঠিলেন। তাহার মনে হইল এ বুঝি জাতহারিণী কোনও গ্রহরাক্ষসী হইবে, তাই শঙ্কাকুল কম্পিতকণ্ঠে নৃসিংহ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বারংবার তাহাকে দূর হইয়া যাও দূর হইয়া যাও এইরূপ বলিয়া পুত্রকে প্রেমাশ্রুমুক্তার মালা উপঢৌকন দিলেন।৩০। তাঁহার মনে হইতেছিল ইহা বুঝি পুঞ্জীভূত কস্তুরীকর্দ্দম কিম্বা শ্যামবর্ণ অমৃতসাগর মন্থনোদ্ভূত নবনীত। তাহার পর মা এই অতিসুকোমলতনু বালককে কোলে তুলিয়া স্তন্য দিতে শঙ্কিতা

হইয়া তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। কিন্তু বালগোপাল পরম বাৎসল্যে আপনা হইতে ক্ষরিত দুগ্ধ-রাশি পূর্ণরূপে পান করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার গণ্ড প্লাবিত করিয়া মুখের দুইপার্শ্ব দিয়া দুগ্ধ গড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া জননী স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিলেন এবং স্তন্যদান হইতে বিরত হইয়া অপলকনয়নে অতিস্নেহে তাঁহাকে বিস্মিতভাবে দেখিতে লাগিলেন ॥৩২॥ মা ভাবিতেছেন কাহাকে স্তন্য দিতে গিয়াছিলাম! এ তো আমার তনুজ নহে! ওমা এ যে একটি মণিময় প্রতিমা! ইহার সকল অবয়ব যে ইন্দ্রনীলমণিতে রচিত। বিম্বাধর কুরুবিন্দমণিদ্বারা বিরচিত, পদ্মরাগমণির দ্বারা ইহার পানিপাদ, শিখর মণির (দাড়িম বীজের বর্ণবিশিষ্ট মণি বিশেষ) দ্বারা ইহার নখগুলি কোন্ নিপুণ শিল্পী রচনা করিয়াছেন!! তাই বা কেমন করিয়া হইবে!! মণিময় মূর্ত্তি হইলে এত সুকোমল হইবে কেমন করিয়া? ইহা নিশ্চয়ই কুসুমপ্রতিমা। রাশি রাশি ফুল দিয়া কোনও নিপুণ শিল্পী এই অপরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে। নব ইন্দিবরে ইহার সর্ব্বাঙ্গ রচনা করিয়া বন্ধুককুসুমে ইহার বিম্বাধর রচনা করিয়াছে। জবা কুসুমে পানিপাদ এবং মল্লিকাকোরকের দ্বারা নখরসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া এখানে রাখিয়া গিয়াছে? ॥৩৩-৩৪॥ বুকের দক্ষিণ ভাগে সূক্ষ্ম মৃণালতন্তুর ন্যায় দক্ষিণাবর্ত্ত শ্রীবৎসাখ্য রোমাবলী দর্শন করিয়া জননী স্তন্যদুগ্ধের দ্বারা তাহা, বারংবার প্রক্ষালিত করিয়া সুকোমল বসনাঞ্চলে মুছিতে লাগিলেন। তাহাতেও যখন সেই চিহ্ন অপগত হইল না, তখন মা চিন্তা করিতে লাগিলেন ইহা কোনও মহাপুরুষের চিহ্ন হইবে ॥৩৫॥ পুনরায় বুকের বামভাগে স্বর্ণরেখারূপিণী লক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া মা ভাবিতেছেন—ও মা! ঘনতমালপল্লবের মধ্যে একটী ছোট্ট পীতবর্ণের পক্ষিশাবক বাসা বাঁধিয়াছে দেখিতেছি। না তাহা তো নহে!! তবে বুঝি ইহা বিদ্যুদ্গর্ভ নব জল-ধরের স্ফুরণ হইবে, কিম্বা কনকরেখারঞ্জিত নিকষ-পাষাণখণ্ড হইবে ॥৩৬॥ আবার ভাল করিয়া তনয়ের করচরণাদি দেখিয়া ভাবিলেন—বুঝি ৪।৫টি অরুণ কমল যমুনার শ্যামলতরঙ্গে ভাসিতেছে ॥৩॥ আবার তনয়ের কুটিল কেশগুলি দেখিয়া ভাবিতেছেন—কমলের মকরন্দ অতিশয় পান করিয়া ভ্রমরসমূহ বুঝি উড়িবার সামর্থ্য হারাইয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছে। অলকাবলি দেখিয়া ভাবিতেছেন বুঝি নব তমালের অঙ্কুরসকল মুখচন্দ্রের চারিপার্শ্বে শোভা পাইতেছে। চক্ষু দুইটি দেখিয়া ভাবিতেছেন—ইহা বুঝি মুকুলিত নীলোৎপল। গণ্ড-দুইটিও মায়ের নিকট বিগলিত নীলমণিসলিলের মহা-বুদবুদের ন্যায় মনে হইতেছিল। আর কর্ণ দুইটি দেখিয়া ভাবিলেন—ইহা বুঝি কোনও অনির্ব্বচনীয় শ্যাম লতার অভিনব পল্লবযুগল ॥৩৮॥ তনয়ের নাসিকাশিখর যেন তিমির দ্রুমের অঙ্কুর, নাসাপুটদুইটি যেন যমুনার শ্যাম-জলের বুদ্বুদ, ওষ্ঠাধর যেন দ্বিদল জবাকুসুম, চিবুকটি যেন পরিপক্ক ছোট্ট দুইটি জম্বুক ফল—এই রূপদর্শনে নিজের নয়ন দুইটি সফল হইল চিন্তা করিয়া জননী আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়া নিজেকেও হারাইয়া ফেলিলেন ॥৩৯॥ ঠিক সেই সময়েই গ্রীষ্মতাপে পরিশুষ্যমাণ পল্বলবিবর যেমন আষাঢ়ের বর্ষণে নবরসে পূর্ণ হইয়া জলময় হইয়া যায়, সেইরূপ দীর্ঘকাল পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিতা জননীর তাপদগ্ধ হৃদয় পুরন্ধ্রীগণের মুখে মহাভাগবত তনয় জাত হইয়াছে এইরূপ পরম আনন্দদায়ক কোনও শব্দ শ্রবণ করিয়া আনন্দবর্ষণে পূর্ণ হইয়া গেল। জননীর মনে হইতেছিল বুঝি অমৃতের মহাসাগর সহসা উদ্বেলিত হইয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিল অথবা বেগবতী আনন্দ মন্দাকিনী আসিয়া তাহার অন্তর বাহির আলিঙ্গন করিয়াছে ॥৪০॥ মায়ের এই দর্শনোৎকণ্ঠার আগেই মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দ সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। মাও বুঝি সেই ব্রহ্মানন্দ সাগরে ডুবিয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রচুরতম সুকৃতিচয় তাঁহাকে হস্তাবলম্বন দান করায় দর্শনোৎকণ্ঠা পিছন হইতে আসিয়া মাকে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥৪১॥ এই উৎকণ্ঠার প্রভাবে মায়ের আনন্দমূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। মা

দর্শন করিতে করিতে অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হইলেন। অপরাজিতা লতায় ফুল ধরিলে যেমন সুন্দর দেখায় সে সময় যাকে দেখিলে তেমনি সুন্দর মনে হইতেছিল। মরি মরি এ যেন ঘনানন্দের মূর্ত্তি জগতের নিখিল-মঙ্গলের অঙ্কুর, কিম্বা সিদ্ধাঞ্জন লতার পল্লব। ৪২—৪৪। দীর্ঘকাল পরে বুঝি ব্রহ্মাণ্ডের সুকৃতি কল্পতরুতে ফুল ফুটিয়াছে। ৪৫। মা দেখিতেছেন এই বালক যেন নিখিল উপনিষৎকল্পলতার ফল। ৪৬। প্রথমে মায়ের মনে হইল ইহা বুঝি জীবের নিখিল মনোরথসম্পত্তির ফল সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান আনন্দ। বিক্ষিপ্তচিত্তা হইয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চিত্রলিখিতা প্রতিমার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর আনন্দমূর্চ্ছায় বিবশ হইয়া পড়িলেন—আবার সেই মূর্চ্ছাভঙ্গে বিপুলপুলকে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে স্তিমিত হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে জননী অনির্ব্বচনীয় অবস্থাবিশেষ লাভ করিলেন। ৪৭। নন্দ উপানন্দ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ ত্বরাসহকারে ভাগুরি প্রভৃতি ঋষিগণকে আনয়ন করিয়া তনয়ের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তনয়ের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত স্বর্ণশৃঙ্গ রৌপ্যক্ষুর মণিমাল্য পরিশোভিত নবপ্রসূতা ধেনুসকল দান করিয়া ব্রাহ্মণদের গৃহসমূহে সুরভিলোকের শোভা উৎপাদন করিলেন। ৪৮। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তিল পর্ব্বত, হেম-পর্ব্বত, মণি পর্ব্বত দান করিলেন। চিন্তামণি কল্পতরু কামধেনু রত্নাকর এবং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীও বুঝি নন্দ মহারাজের দানে নিজেকে শক্তিহীন মনে করিতে লাগিল। ৪৯-৫০।

ব্রজরাজের অপরূপ তনয়ের এই আবির্ভাব কথা পথে পথে মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। উপানন্দ নন্দ প্রভৃতি গোপগণ পরিজনসহ বস্ত্র ও মণিভূষণে সজ্জিত হইয়া ভারে ভারে ঘৃত দধি নবনীত ইত্যাদি বিবিধ গোরস আনয়ন করিয়া ব্রজরাজ অঙ্গনে সমাগত। তাহাদের অঙ্গে সর্ব্ব-অমঙ্গলনাশী বিদ্যুৎপ্রভাতিরস্কারী হরিদ্রা বর্ণের বসন, কনকময় মণিদণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া পরমানন্দ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সকল দিকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৫১। ঠিক সেই সময়েই চিরকালের অননুভূত কোনও আনন্দবার্ত্তা কর্ণে শ্রবণ করিয়া আনন্দপ্রতিমার ন্যায় গোপিকাগণ সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দালয়ে আগমন করিলেন। ৫২।

আগমনবেগে তাঁহাদের বক্ষের হারমধ্যগত মাণিক্যখণ্ড-সকল দুলিতেছিল, হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দর কঙ্কনে অঙ্গদের হীরক-সমূহ উজ্জ্বল জলবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অন্যান্য আভরণগুলিও তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের যোগ্য হইয়াছিল। ৫৩। উৎসবসময়ে মাত্র ধার্য্য মহামূল্য কাঞ্চি দ্বারা তাঁহাদের কটিদেশ শোভিত. পৃথুনিতম্বে মুখরা কিঙ্কিনী শোভিত হইতেছিল। ৫৪। স্বর্ণ নির্ম্মিত পাদকটক তাঁহাদের চরণে; দ্রুত গমনে তাঁহাদের কেশবন্ধন বিলুলিত হইতেছিল, হংসের ন্যায় কমনীয় গতিতে তাহারা নন্দালয়ে শ্যাম-সুন্দরকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণপাত্রে মঙ্গল নির্ম্মঞ্ছনের কুসুম দধি দূর্ব্বা অক্ষত মণিদীপসমূহ অতি মৃদুল হরিদ্রাবর্ণ বসনখণ্ডে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিলেন। চরণে মণিনূপুরের কন কন শব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ৫৫। অনন্তর তাঁহারা সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়া চক্ষু ধারণের ফলস্বরূপ অভিনব সুকুমার বালককে দর্শন করিলেন। তাহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহাদের জন্ম সফল করিবার জন্য অনির্ব্বচনীয় কোন মহৌষধিপল্লব বুঝি মূর্ত্ত হইয়াছে। অথবা ইহা তাহাদের নিজ বাৎসল্যসরোবরের নীলকমল হইবে। পুষ্পদূর্ব্বাদি-দ্বারা "চিরজীবী হও" যশোদা দুলালকে এই প্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া অপলক নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাদের মনে হইল বুঝি ব্রজেশ্বরীর সৌভাগ্য আজ শরীর ধারণ করিয়া মূর্ত্ত হইয়াছে। ৫৬। মুহূর্ত্ত পরে তাহারা অলিন্দতলে আগমন করিয়া প্রফুল্লবদনে মঙ্গল-সঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন। দেখিলে মনে হইতেছিল অসংখ্য ভ্রমর বুঝি অর্দ্ধস্ফুটিত কমলগর্ভে আশ্রয় লইয়া গুঞ্জন করিতেছে। ৫৭। অতি কৌতুকে তাঁহারা প্রেমভরে-

সুরভিত করকমলকোরকের দ্বারা অতি সুগন্ধী তৈলহরিদ্রা নবনীত প্রভৃতি পরস্পরের মুখকমলে লেপন করিয়া দশন-কিরণশোভাসমুজ্জ্বল বিকসিত বাঁধুলী পুষ্পের ন্যায় অধর-পল্লবে মধুর হাস্য করিতেছিলেন। তাহাতে ব্রজবাসিনীগণ যেন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর সৌভাগ্যকে তিরস্কার করিতেছিলেন। ।৫৮। এদিকে অঙ্গনভূমিতে সময়োচিত পরমানন্দে মগ্ন উপানন্দাদি গোপগণ শ্রীব্রজরাজ নন্দের নিকটে অবস্থান করিয়া ঘনীভূত চন্দ্রিকার ন্যায় স্থূল নবনীতপিণ্ড এবং আমিক্ষা (ছানা) পিণ্ডে যেন দধিসাগরকর্দ্দমে গেণ্ডুয়া খেলিতেছিলেন। ৫৯। মণিময় জলযন্ত্রের দ্বারা দুগ্ধ দধি ঘোল হরিদ্রাজল এবং মহাসুগন্ধি তৈল ধারাকারে পরস্পরের উপর সেচন করিতেছিলেন। তৎকালে কেহ কেহ মৃদঙ্গ পনব ডমরু প্রভৃতি মঙ্গলসূচক নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া বিচিত্র তালে চর্চ্চরী দ্বিপদিকাদি মঙ্গলসঙ্গীত গান করিতেছিলেন। সে গান কেহ কখনও শুনে নাই। ব্রাহ্মণ-গণ চারিদিকে বেদমন্ত্র নির্ঘোষপূর্ব্বক মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। সকল লোকে জয়ধ্বনি করিতেছিল। সূত মাগধ বন্দীগণ যথার্থ স্তবসমূহ গান করিতেছিলেন। ব্রজবন যেন নাদব্রহ্মময় হইয়া গেল ।৬১। ব্রজভূমি যেন সেই মহোৎসবের মহারস সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াই প্রণালীসমূহে দধিদুগ্ধাদি ধারাকারে তাহা বমন করিয়া পুর-ভূমিকে সুরভিত করিতেছিল।৬২। দেবতাগণও বিহগাকার ধারণ করিয়া যেন ব্রজভূমিতে সেই উৎসবরস পান করিতেছিলেন।৬৩। গাভীগণ বৎসগণের সহিত হরিদ্রা তৈলে সজ্জিত হইয়া কনকমণিনির্ম্মিত বিভূষণ ধারণ পূর্ব্বক নিজ-মনে কৃষ্ণাবির্ভাবের কথা চিন্তা করিতে করিতে পরমানন্দে হাম্বারবে ভূতল পূর্ণ করিয়া আপনাকেও ভুলিয়া গিয়াছিল ; তাহাদের আহার পানাদির কথা আর কি বলিব ? ৬৪। রোহিণী দেবী তৈল সিন্দুর বসনাভরণাদির দ্বারা সমাগতা গোপীগণকে পূজা করিয়া নন্দদুলালের অভ্যুদয় প্রার্থনা করিলেন। উপানন্দ প্রভৃতি হর্ষবেগে এই আনন্দ যজ্ঞের অবভৃত স্নান করিয়া প্রতি গোপকে মণিময় ভূষণ, বিচিত্র বসন, মাল্য চন্দন, তাম্বুল, প্রভৃতির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সবিনয়ে নবকুমারের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

স্বাগতম্

শ্রীরামচন্দ্র রায়

ধর্ম নষ্ট হয় যদা, অধর্মের অভ্যুদয়
স্বতন্ত্র লইয়া কর মর্ত্ত্যধামে আগমন।
সাধু সংরক্ষণ করি, বিনাশিয়া পাপীচয়,
ধরাধামে কর তুমি ধর্মরাজ্য সংস্থাপন॥
সত্যেতে বরাহরূপে আবির্ভূত হ'য়ে হরি
ব'ধেছিলে তুমি, দেব, হিরণ্যাক্ষ মহাসুরে
তব জয় জয় ধ্বনি, আকাশ পাতাল ভরি
বিঘোষিত হয়েছিল দেবতার দেবপুরে॥
নরসিংহ রূপ ধরি ভকত প্রহ্লাদে তুমি
রক্ষিয়াছ অবহেলে হিরণ্যকশিপু বধি।
তোমার মহিমাগান, প্লাবনিয়া বিশ্বভূম,
প্রেমোন্মাদে নিনাদিত শতকণ্ঠে নিরবধি॥
বলিদর্প খর্ব্ব তরে, ধরিয়া বামনরূপ
জনম লভিলা বিশ্বে ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী।
প্রদানে ত্রিপাদভূমি শক্তিহীন বলিভূপ
ধরিলা তৃতীয়পাদ আপন মস্তকোপরি॥
ত্রেতায় রাবণে তুমি, বীর কুম্ভকর্ণ সনে
রামরূপে অবতরি হেলায় করিলে জয়।
সিঞ্চিয়া শান্তির বারি, ভারাক্রান্ত ত্রিভুবনে
প্রদানিলে দেবে নরে অপার্থিব বরাভয়॥
কংসধ্বংস তরে পুনঃ আবির্ভূত মথুরায়
শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্মে তব অঙ্গসুশোভিত।
বনমালী কৃষ্ণরূপে মধুময় শ্যামরায়॥
যশোদানন্দন রূপে ব্রজে হলে আবির্ভূত
স্বাগত, পুরুষোত্তম, স্বাগত হে দেববর,
শ্রীরাধামাধব জয় নিত্য সত্য নিরঞ্জন
প্রেমভক্তি দাও চিতে ভালবাসা জীবপর
শতেক সহস্রবার নমি পদে নারায়ণ

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে। যে ন মজ্জন্তি মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে ॥৩৫॥
প্রসারিতমহাপ্রেমপীযূষরসসাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীন দীন এব স ॥৩৬॥

অন্বয়—গৌরচন্দ্রে অবতীর্ণে প্রেমসাগরে বিস্তীর্ণে যে ন মজ্জন্তি তে মহানর্থসাগরে মজ্জন্তি ॥৩৫॥
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে ······যো দীনঃ স দীন এব ॥৩৬॥

মূলানুবাদ।—শুধু তাহাই নহে, ঐ দেখ মহামায়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। যাহারা শ্রীগৌরহরিপ্রবর্ত্তিত প্রেমসাগরে মজ্জন করিবে না, মহামায়া তাহাদিগকে দুর্দ্দৈবঝঞ্ঝায় উড়াইয়া লইয়া অনর্থসাগরে নিমজ্জিত করাইবেন ॥৩৫॥

মূলানুবাদ।—চৈতন্যচন্দ্র প্রকট হইয়া উন্নত-উজ্জ্বলরসসাগর দিকে দিকে প্রসারিত করিয়াছেন। তাহাতেও যে ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়া রহিল সে জন চিরবঞ্চিত ॥৩৬॥

টীকা—গৌরপাদানাশ্রিতস্য প্রেমধনাত্যন্তাভাবাৎ দীনত্বং প্রকটয়্যেদানীং প্রেমসাগরমজ্জনাভাবাৎ অনর্থসাগরমজ্জনত্বমুদ্দিশ্য নিন্দাং ব্যঞ্জয়তি অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে ইত্যাদি। গৌরপাদানাশ্রিতস্য প্রেমাম্ভোধাবমজ্জনং কিন্তু নিন্দ্যতরখরক্ষরমূত্রে নিমজ্জনং ভবতি ॥৩৫॥

টীকা—প্রেমসুধারসপানাভাবাৎ তৃষ্ণাব্যাকুলত্ব-দীনতারূপমূঢ়তাং প্রকটয়ন্ নিন্দা ব্যজ্যতে প্রসারিতেত্যাদি। যথা দরিদ্রস্য ধনচিন্তয়া সুস্নিগ্ধজলমজ্জনাভাবেন মিষ্টপানকাদিপানাভাবস্ততঃ ধনচেষ্টয়ৈব দূরগমনং তত্রোত্তমং জলাদি ন মিলতি। ক্ষারপূতিগন্ধজলে মজ্জনং তস্য চ পানং তথা চৈতন্যাভক্তস্য প্রেমধনাভাবাৎ প্রেমসাগরমজ্জনাভাবঃ প্রেমসুধারসপানাভাবস্ততঃ কুবিষয়ানুসন্ধানাদি। প্রসারিতো যেন মহান্ প্রকৃষ্টপ্রেম্নৈব পীযূষরসস্য সিন্ধুঃ জনায় তস্মিন্ প্রকটে তদঙ্ঘ্রিং যো নাশ্রিতো মূঢ়তরাৎ স মূঢ়ঃ ॥৩৬॥

টীকার তাৎপর্য্য

হইয়াছে ইহাতেও যে সকল ব্যক্তি প্রেমলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকিল তাহারা চিরকালই দীন হইয়া থাকিবে। এখানে দীনতা শব্দের অর্থ মূঢ়তা ও দরিদ্রতা। যদি বল এই দরিদ্রতা ঘুচিবে কি প্রকারে? তাঁহার উত্তরে বলিতেছেন—গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রেমসাগরে যে জোয়ার আসিয়াছে তাহা অদ্ভুত, প্রেমসাগর বিশ্বপ্লাবিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মধ্যস্থ শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ নববিধ ভক্তি, অনুভাবাদি ভাব ও হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি নামরত্ন সকল জনের অতি নিকটে আসিয়া পতিত হইয়াছে। যদি কোন মন্দভাগ্যজন সেই চন্দ্রোদয়প্রকাশিত রত্নসমূহের কাছে থাকিয়াও লৌহগলিত কঙ্কাদির সন্ধানে ধাবিত হয়, তাহার যেমন দারিদ্র্য ঘুচে না, সেইরূপ গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে সর্ব্বজন প্রেমরত্নে সমৃদ্ধ হইলেও যাহারা তাঁহার চরণাশ্রয় করে নাই তাহাদের মূঢ়তা ও তাপ ঘুচিবার নহে ॥৩৪॥

গৌরকৃপাবিহীন জনগণের চরম দীনতা প্রকটন করিয়া বলিতেছেন—এই সকল অভাগ্য জনগণ চিরতাপতপ্ত হইয়া প্রেমসাগরে মজ্জনের অভাবে তাপশান্তির জন্য অনর্থসাগরে নিমগ্ন হইয়া অধিকতর দুঃখভোগ করে, গৌরপদাশ্রয়-বিহীন জনগণের প্রেমসাগরে অবগাহনই যে হয় না তাহা নহে, কিন্তু অতিশয় নিন্দনীয় তাপময় গর্দ্দভমূত্রতুল্য অনর্থসাগরে তাহারা মগ্ন হয় ॥৩৫॥

জীব চিরকাল আনন্দপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেছে। কৃষ্ণপ্রেমসুধাপানের অভাবে তাহাদের পিপাসা মিটিতেছে না। ব্যাকুলতা, দীনতায় মূঢ়প্রায় (মূর্চ্ছাতুর) হইয়া দুঃখভোগ করিতেছে। দরিদ্রজন যেমন

অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরং ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ অপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ ॥৩৭॥

স্বাদং স্বাদং মধুরিমভরং স্বীয় নামাবলীনাং মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূতবিস্রস্তগাত্রঃ

বারং বারং ব্রজপতিগুণান্ গায় গায়েতি জল্পন্ গৌরো দৃষ্টো সকৃদপি ন যৈ দুর্ঘটা তেষু ভক্তিঃ ॥৩৮॥

অন্বয়—যদি চৈতন্যমীশ্বরং ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা অপি তে জনাঃ ইদং অচৈতন্যং বিশ্বং ভ্রাম্যন্তি ॥৩৭॥

স্বীয়নামাবলীনাং মধুরিমভারং স্বাদং স্বাদং মাদং মাদং কিমপি বিবশীভূতবিস্রস্তগাত্রঃ বারং বারং ব্রজপতি-গুণান্ গায় গায়েতি জল্পন্ শ্রীগৌরো যৈঃ সকৃদপি ন দৃষ্টঃ তেষু ভক্তিঃ দুর্ঘটা ॥৩৮॥

মূলানুবাদ—শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত শ্রীমাধব শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইয়া সাধিয়া যাচিয়া প্রেমামৃত বিতরণ করিয়া গেলেন ॥ ভক্তগণ তাঁহার কৃপায় নবচেতনা লাভ করিয়া মধুরোজ্জ্বল ব্রজপ্রেমে বিভোর হইলেন। কিন্তু যাহারা জড়া প্রকৃতির নিবিড় অভিনিবেশে অন্ধীভূত হইয়া এই প্রেমের ঠাকুরকে চিনিলেন না, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও এই বেদনাময় অচৈতন্য সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকেন ॥৩৭॥

মূলানুবাদ—অমৃতময় স্বকীয় নামাবলীর মাধুর্য্য পুনঃ পুনঃ আস্বাদনে যিনি আনন্দপ্রমত্ত বিবশীভূত হইয়া স্তম্ভগাত্রে কোনও অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং বারংবার ভক্তগণকে কৃষ্ণগুণ গান কর এইরূপ আদেশ করিতেছেন সেই শ্রীগৌরহরিকে একবারও যে ব্যক্তি ধ্যানাদিতেও প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, প্রেমভক্তি লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব ॥৩৮॥

টীকা—চৈতন্যাভাববিশিষ্টে সংসারে শ্রীচৈতন্যেশ্বরাননুভবতাং সর্ব্বশাস্ত্রবিদুষামপি সংসারভ্রমণং ন নিবর্ত্ততে ইতি নিন্দাং প্রকটয়তি অচৈতন্যমিতি। হি নিশ্চিতং তাদৃশভাবাবিষ্টশ্রীগৌরহরিচরণাম্বুজানুভবরহিতানাম্ ॥৩৭॥

ভক্তিদুর্ঘটত্বং দর্শয়ন্ নিন্দামাসঞ্জয়তি স্বাদং স্বাদমিত্যাদি যৈরেকবারমপি গৌরহরির্ন দৃষ্টো নানুভূতস্তেষু ভক্তি দুষ্প্রাপ্যা প্রাপ্তিসম্ভাবনাপি নাস্তীত্যর্থঃ। কিম্ভূতঃ নিজনামশ্রেণীনাং হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যাদীনাং মাধুর্য্যাতিশয়ম্ আস্বাদ্য ততো মদিত্বা কিমপ্যনির্ব্বচনীয়ং যথা স্যাৎ তথা বিবশীভূতং পশ্চাৎ স্খলিতং গাত্রং যস্য স পুনঃ পুনঃ ব্রজপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য গুণান্ গায় গায়েতি বারংবারং জল্পন্। ভক্তিদুর্ঘটত্বেন নিন্দোক্তিঃ। স্বনামমধুমত্তস্য গৌরস্য পাদপদ্ময়োঃ মহিমাননুভূতেষু হরিভক্তিঃ কদাপি ন ॥৩৮॥

টীকার তাৎপর্য্য

ধনচিন্তায় আক্রান্ত হইয়া নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া থাকে। সুস্নিগ্ধ জলে স্নান, মিষ্ট পেয় দ্রব্যাদি পান তাঁহাদের নিকট কল্পনামাত্র। ধনচেষ্টায় দূরদেশে গমন করিয়া সুখজনক স্নানপানাদি লাভে বঞ্চিত হয়। পথের ধারে পুতিগন্ধময় জলে স্নান করে, সেই জল পান করে, সেইরূপ গৌরভক্তিবিহীন জনগণ প্রেমধনে চিরবঞ্চিত। প্রেমরসে স্নান পানাদির অভাবে অগত্যা তাহাদিগকে কুবিষয় অনুসন্ধানাদির জন্য নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে হয়। গৌরচন্দ্র মহান প্রেমরূপ পীযূষরসসিন্ধু জগতে বিস্তারিত করিয়াছেন। এ হেন প্রভুর চরণকমল যে আশ্রয় করে না সে মূর্খ হইতেও মূর্খ ॥৩৬॥

চেতনাবিহীন মূর্চ্ছাতুর জন যেমন চৈতন্যের অনুভবে বঞ্চিত তেমনি শ্রীচৈতন্যদেবকে যাহারা নিজ ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারেন নাই সেই সকল বিদ্বানগণ সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ হইলেও তাহাদের জড়ীয় সংসার ভোগের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৩৭ ॥

বিনা বীজং নাঙ্কুরজননমন্ধোঽপি ন কথং প্রপশ্যেন্নো পঙ্গু গিরিশিখরমারোহতি কথং
যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবেঽপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরম প্রেমরভসঃ ॥৩৭॥

যদি হরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে শ্রীচৈতন্যে অভক্তানাং কথমপি প্রেমরভসো ভাবী তর্হি বীজং বিনা অঙ্কুরজননং কিং ন ভবতি? অন্ধোঽপি কথং ন প্রপশ্যেৎ? পঙ্গুঃ গিরিশিখরং কথং ন আরোহতি? ॥৩৭॥

যেমন বীজ ভিন্ন অঙ্কুর জাত হয় না, অন্ধ ব্যক্তি কোন প্রকারেই দেখিতে পায় না, পঙ্গু গিরিশিখরে আরোহণ করিতে পারেনা, সেইরূপ নিজ ভক্তিরসময় পরমাশ্চর্য্য বিভবযুক্ত শ্রীগৌরচরণের অনুগত না হইলে ব্রজপ্রেমের লেশাভাসের আস্বাদনও সর্ব্বথা অসম্ভব ॥৩৭॥

টীকা। নন্থ চৈতন্যাভক্তানাং কথং দুর্ঘটপ্রেমভক্তিকত্বং? গুর্ব্বন্তরোপাসনাপ্রাপ্তিপূর্ব্বকশ্রবণকীর্ত্তনাদিকৃতিমত্ত্বাৎ। তত্র দৃষ্টান্তৈর্ভক্তিদুর্ঘটত্বং দ্রঢ়য়িত্বা নিন্দামপি দ্রঢ়য়তি। বিনা বীজমিত্যাদি। যদি চৈতন্যেঽভক্তানামপি কথঞ্চিৎ-প্রকারেণ পরে পরমেশ্বরে স্বয়ংভগবতি বিষয়ে প্রেমরসভঃ স্যাৎ তর্হি বীজং বিনাঙ্কুরজন্ম কিং ন স্যাৎ! চৈতন্যে কিম্ভূতে? হরিরসময়াশ্চর্যবিভবে হরেঃ স্বস্য ভক্তিরসস্বরূপপরমচমৎকারী বিভবো ইতি প্রভাবে যস্য তস্মিন্। নন্থ স্থানবিশেষে বৈদুর্য্যবিশেষাণামঙ্কুরঃ কদাচিৎ স্যাৎ তর্হি জন্মান্ধোঽপি কথং ন প্রকৃষ্টং পশ্যেৎ? নন্থ অন্ধস্যাপি শ্রবণদ্বারা চক্ষুসাধনং জ্ঞান-সাম্যং স্যাত্তত্রাহ পঙ্গুরিত্যাদি। পঙ্গুঃ পদহীনঃ সামান্যশব্দস্য বিশেষপরত্বাৎ গিরিঃ সুমেরুস্তস্য শিখরং তর্হি নারোহতি কিং? যথা বীজাভাবাদঙ্কুরাসম্ভাবনা পঙ্গোঃ সুমেরুশিখরারোহণাত্যন্তাসম্ভাবনা তথা গৌরপদানাশ্রিতেষু প্রেমরসস্যাত্যন্তাসম্ভাবনা ইতি। অবীজাদঙ্কুরোঽন্ধস্যেক্ষা পঙ্গোর্গিরিলঙ্ঘনম্। ন যথা ন তথা গৌরাভক্তস্য প্রেমলম্ভনম্। ৩৭ ॥

টীকার তাৎপর্য্যানুবাদ—সেই রাধাভাবাবিষ্ট গৌরহরির চরণকমলের অনুভবে বঞ্চিত জনের ভক্তির দুর্ঘটত্ব দেখাইয়া নিন্দা করিতেছেন। যাহারা একবারও শ্রীগৌরহরিকে দর্শনাদির দ্বারা অনুভব লাভ করেন নাই, প্রেমভক্তিলাভের সম্ভাবনা তাহাদের একেবারেই নাই। যদি বল সেই গৌরাঙ্গ কি প্রকার? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইত্যাদি নিজনামশ্রেণীর মাধুর্য্য আস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া অবির্ব্বচনীয়রূপে, যিনি কখনও বিবশ হইতেছেন, কখনও বা স্খলিতগাত্র হইতেছেন, আবার চেতনা লাভ করিয়া পার্ষদগণকে "গাও গাও সবে গোবিন্দের গুণ" বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিতেছেন, সেই গৌরাঙ্গকে যাহারা একবারও অনুভব না করিয়াছেন তাহাদের ভক্তিলাভ হইবার নহে ॥ ৩৮ ॥

যদি বল শ্রীচৈতন্যের ভজন না করিলে প্রেমভক্তি মিলিবে না কেন? অন্য গুরুর আশ্রয় লইয়াও তো শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে পারে!! ইহার উত্তরে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে ইঁহাদের প্রেমলেশলাভের অসম্ভাবনার কথা দৃঢ় রূপে স্থাপন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অভক্তজনকে নিন্দা করিতেছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অভক্তজনের কোনও রূপে স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দে প্রেমলাভ সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—বীজ ভিন্ন অঙ্কুর জাত হয়না কেন? যদি বল শ্রীচৈতন্যের কৃপাতেই বা সেই প্রেমলাভ সম্ভব হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে রাধাভাবে বিভোর হইয়া পরমাশ্চর্য্য নিজ প্রেমরস অবিশ্রান্ত আস্বাদন করিতেছেন এবং পরমচমৎকারকারী প্রভাব প্রকটন করিয়া আপামর

অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদরসবিলাসপ্রথনয়ানয়া শ্রীগোবিন্দানুচরসচিবেষ্বেষু কৃতিষু
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবমপি হঠাদ্দাতরি ন যন্মতি গৌরে সাক্ষাৎ পর ইহ স মূঢ়ো নরপশুঃ ॥৪০॥

অন্বয়—অনয়া অলৌকিক্যা প্রেমরসপ্রথনয়া এষু কৃতিষু শ্রীগোবিন্দানুচরসচিবেষু হঠাৎ মহাশ্চর্য্যপ্রেমোৎসবমপি দাতরি গৌরে যন্মতির্ন স্যাৎ স নরপশুঃ ॥৪০॥

মূলানুবাদ—যিনি শ্রীরাধামাধবের প্রিয় ভক্তগণকে সহসা অলৌকিক উন্নতোজ্জ্বলরসময়ব্রজপ্রেম দান করিয়া তাহাদের মহাশ্চর্য্য প্রেমোৎসব বিধান করিতেছেন। সেই পরমোদার গৌরাঙ্গে যাহাদের উপাস্যবুদ্ধি নাই, তাঁহারা মানবাকারে থাকিলেও মায়িকবিষয়ানন্দে প্রমত্ত হইয়া পশুর ন্যায় ব্যর্থ কাল যাপন করিয়া থাকেন ॥৪০॥

টীকা। অত্যন্তাযোগ্যজনসম্প্রদানকপ্রেমানন্দদাতরি গৌরহরিপরমেশ্বরেঽনীশ্বরবুদ্ধ্যা তদনুপাসকস্য নরপশুত্বং বিখ্যাপয়ন্ তং নিন্দতি। অলৌকিক্যা প্রেমোন্মদ ইত্যাদি। ইহ গৌরে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরে স্বয়ংভগবতি যস্য মতির্ন স্যাৎ স নরাকারপশুবিশেষঃ জ্ঞেয়ঃ. যতো মূঢ় মোহং প্রাপ্তঃ। কীদৃশে গৌরে এষু চৈতন্যসঙ্গদৃষ্টবিলাসেষু তৎ পরমচমৎকারকারিণং প্রেমানন্দং হঠাদ্দাতরি। এষু কীদৃশেষু শ্রীত্যাদি। শ্রীরাধিকা গোবিন্দশ্চ তয়োঃ পার্ষদরূপা সহায়াস্তেষু। অতঃ কৃতিষু তয়োর্নিত্যস্বেষু। কয়া রীত্যা করণেন দদাতি তত্রাহ প্রেমেতি। উদ্‌গতো মদো হর্ষো যস্মাৎ স চাসৌ রসশ্চেতি উন্মদরসঃ। প্রেম্নো য উন্মদরসস্তেন যো বিলাসেরা বিহারস্তস্য প্রথনয়া বিস্তারেণ। কিম্ভূতয়া? অলৌকিক্যা যা তাদৃশবিলাসপ্রথনা লোকে ন সম্ভবতি তয়া। এবম্ভূতে গৌরে যস্য মতিরয়ং শ্রীগৌরচন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়ং ভগবান্ কলাবয়মেবোপাস্য ইত্যাকারনিশ্চয়াত্মকং জ্ঞানং নাস্তি স নরপশুমূর্খশ্চঃ। মূঢত্বং বিশেষজ্ঞানাভাবত্বং তেন পশুর্যথা কেবলমাহারাদিকং করোতি তথায়মপি। ভক্তেষু নাস্তি তস্মৈ যোঽদদাৎ প্রেম বিলাসতঃ। প্রেমোৎসবং তত্র গৌরে যন্মতির্ন পশুঃ স হি ॥ ৪০ ॥

সকলকে সেই প্রেমরস আস্বাদন করাইয়া কৃতার্থ করিতেছেন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপামাত্রেই সেই প্রেমরস মিলিয়া যায়। যদি বল কখনও কখনও স্থানবিশেষে তো বৈদুর্য্যমণিবিশেষের অঙ্কুর হইতেও দেখা যায়!! এই আশঙ্কা নিরাশের জন্য দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিলেন—তাহা হইলে বলতো ভাই জন্মান্ধব্যক্তি কোনও বস্তু দর্শন করিতে পারে না কেন? যদি কেহ বলে শ্রবণদ্বারাও অন্ধের চাক্ষুষ জ্ঞানের কিছু ফল লাভ হইতে তো দেখা যায়!! ইহা নিরাশের জন্য আবার তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিলেন—তাহা হইলে পঙ্গু ব্যক্তি সুমেরু পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিতে পারেনা কেন? বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন সম্ভাবনা, অন্ধের দর্শন সম্ভাবনা, পঙ্গুর মেরুলঙ্ঘনসম্ভাবনা যেমন কিছুমাত্র নাই তেমনই শ্রীগৌরচরণ আশ্রয় না করিলে প্রেমরস লাভের সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। বীজ ভিন্ন অন্য বস্তুতে যেমন অঙ্কুরোদ্গম হয়না, অন্ধের যেমন দর্শন হয়না, পঙ্গু যেমন গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে অভক্তজনও প্রেমলাভ করিতে পারে না ॥৩৯॥

শ্রীগৌরহরি প্রেমলাভের অত্যন্ত অযোগ্য জনকেও দুর্লভ প্রেমরস দান করিয়াছেন। এহেন পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরিতে অনীশ্বরবুদ্ধি করিয়া যে জন তাহার উপাসনা করে না, নরাকার হইলেও পশুতুল্য বুদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া তাহার নিন্দা করিতেছেন। এই স্বয়ংভগবান শ্রীগৌরাঙ্গে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরবুদ্ধি যাহাদের নাই তাঁহারা আকৃতিতে নরতুল্য হইলেও পশুবুদ্ধি। তাই মোহে আবৃত হইয়া আছে। যদি বল এই

অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ। ভগবদবতারা নিগদিতাঃ। প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু পরমেশাদিতরতঃ।
কিমন্যৎ স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি সতাং নাপ্যনুভবাস্তথাপি শ্রীগৌরে হরি হরি ন মূঢ়াঃ হরিধিয়ঃ ॥৪১॥

অন্বয়—শ্রুত্যাদৌ অসংখ্যা ভগবদবতারা নিগদিতাঃ। (কিন্তু) পরমেশ্বরাদিতরতঃ (ঈদৃশং) প্রভাবং কঃ সম্ভাবয়তু? সতাং স্বপ্রেষ্ঠে কতি কতি অনুভবা ন দৃষ্টাঃ? হরি হরি তথাপি গৌরে মূঢ়া হরিধিয়ো ন কুর্ব্বন্তি ॥৪১॥

মূলানুবাদ।—শ্রুতি প্রভৃতিতে ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অযাচিতভাবে প্রেম দান করিয়া বিশ্বের সকল তাপ মুছাইয়া দিতে আমার গৌরহরি ভিন্ন আর কে সমর্থ হইয়াছেন? এই পরমাদ্ভুত প্রভাব দর্শনেই তাঁহাকে পরম ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারা যায় (অনুমান)। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজ প্রেষ্ঠরূপে চিনিয়াছিলেন তাহারা কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ এবং শ্রীবাসের দরজিকেও (যবন) তাপমুক্তিপূর্ব্বক প্রেমদান প্রভৃতি লীলায় ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন (মহৎ প্রত্যক্ষ), হরি হরি (খেদে) তথাপি মায়াবৃতচিত্ত মূঢ়জন শ্রীগৌরাঙ্গে হরিবুদ্ধি করেনা ।৪১।

টীকা—শ্রুতিনিগদিতভগবদসংখ্যাবতারত্বেঽপি দৃষ্টতত্তৎপ্রভাবত্বেঽপি যেষাং গৌরহরৌ হরিবুদ্ধির্ন স্যাৎ তেষাং মূঢ়ত্বং প্রতিপাদয়ন্নিন্দাং ব্যনক্তি। অসংখ্যাঃ শ্রুত্যাদৌ ভগবদিত্যাদি। পুরাণেতিহাসাগমাদিষু ভগবতোঽবতারাঃ সংখ্যাতিরিক্তাঃ। গৌরহরৌ যাদৃক্প্রভাবস্তমীশ্বরাদন্যত্র কঃ সম্ভাবয়তু! অন্যৎ কিং বাচ্যং স্বপ্রেষ্ঠে নিজপ্রিয়তমে গৌরকৃষ্ণে সতাং সদ্ভক্তানাং কতি কতি কে কে নাপ্যনুভাবা দৃষ্টা স্যুস্তথাপি গৌরহরৌ পরমেশ্বরবুদ্ধয়ো ন ভবেয়ুঃ। কথং তাদৃশো ন? যতো মূঢ়াঃ। হরিহরীতি খেদে। অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেরিত্যাদিপ্রমাণৈরসংখ্যাবতারত্বম্। জগন্নাথমাধবনামকুষ্ঠিব্রাহ্মণস্য সৌচিকযবনস্য চান্যেষাঞ্চ তথাবিধানামুদ্ধারকত্বেন ঈশ্বরপ্রভাববত্বং ভক্তানাং ষড়্ভুজাদি-দর্শনাদনুভবশ্চ। সর্ব্ববিবচ্ছিরোরত্নবাসুদেবসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যানামনুভবো যথা—বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থ-মেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে। কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গ ইতি। তত্তদনুভূতেশ্বরত্ব-সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বস্বপ্রেমামৃতাস্বাদকত্বাদিবিশিষ্টে গৌরে হরৌ যেষাং ন হরিধীস্তে মূঢ়া ইতি নিন্দাব্যক্তি প্রার্থনার্থম্ অপ্যগণ্যাবতারাণাং সতামপ্যনুভূতত্বা। প্রভাবো যস্য তস্মিংশ্চ মূঢ়ানাং হরিধীর্ন হি ।৪১॥

গৌর কেমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, মুহূর্ত্তমাত্র যাঁহারা শ্রীচৈতন্যসঙ্গ করিয়াছেন অথবা তাহার দর্শন করিয়া লীলামাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাদিগের হৃদয়ে যিনি সহসা প্রেমানন্দ দান করেন। যদি বল ইহারা কাঁহারা? যাঁহারা শ্রীচৈতন্যসঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাপার্ষদরূপে অহর্নিশি তাঁহাদের সেবা করিয়াছেন তাহাদেরই কথা বলিতেছি। যদি বল কি প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগকে এই প্রেমানন্দ দান করিয়াছেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে মধুরোজ্জ্বল গোপীপ্রেমে নিরন্তর হর্ষাদি উদ্গত হইতেছে সেই মহাপ্রেম প্রকট করিয়া গৌরহরি এই প্রেমদান করিয়াছেন। এই প্রকার মহাপ্রেমের বিলাস লোকমধ্যে কেহ কখনও দেখে নাই। এবম্ভূতে শ্রীগৌরহরিতে যাহাদের "স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর গৌরহরিই কলিযুগে উপাস্য" এই প্রকার বুদ্ধি নাই, ইহারা নর হইলেও মূঢ়বুদ্ধি। এখানে মূঢ় বলিতে প্রাকৃত সংসারের ভোগবিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও ভগবদ্গত বিশেষ জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সাধারণ পশু যেমন ইন্দ্রিয়ভোগ্য আহারাদি গ্রহণমাত্রেই তৃপ্ত থাকে, তেমনই ইহাদিগকেও জানিতে হইবে। ভক্তগণে যাহার অভাব অনুভব করেন সেই প্রেমোন্মাদ যিনি লীলাচ্ছলে দান করেন, সেই গৌরাঙ্গে যাহাদের ভজনীয় বুদ্ধি নাই, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পশুতুল্য ॥৪০॥

সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং প্রেমানন্দং প্রসূতে সকলতনুভৃতাং যস্য লীলাকটাক্ষঃ
মাসৌ বেদেষু গূঢ় জগতি যদি ভবেদীশ্বরো গৌরচন্দ্রস্তৎপ্রাপ্তোঽনীশবাদঃ শিবশিব গহনে বিষ্ণুমায়ে নমস্তে ॥৪২।

অন্বয়—যস্য লীলাকটাক্ষঃ সকলতনুভৃতাং সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থান্ বিবিধবিকৃতিভিস্তুচ্ছতাং দর্শয়ন্তং প্রেমানন্দং প্রসূতে বেদেষু গূঢ়ো অসৌ গৌরচন্দ্রো যদি ঈশ্বরো ন ভবেৎ তদা অনীশবাদঃ প্রাপ্তঃ। শিব শিব হে গহনে বিষ্ণুমায়ে তে নমঃ ॥৪২॥

মূলানুবাদ।—লীলাচ্ছলে করুণাপূর্ণ কটাক্ষ বিস্তার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সকল জীবগণের চিত্তে প্রেমানন্দের আবির্ভাব ঘটান। এই প্রেমানন্দের অপরিসীম মাধুর্য্যে বিভোর হইয়া ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের করুণার বিবিধ বিলাস দর্শন করিয়া মোক্ষাদি পুরুষার্থকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন। সকল বেদে যিনি গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে জগতে যদি ঈশ্বর বলিয়া জানিতে না পারে, তাহা হইলে জগৎ অনীশ্বরবাদে পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আহা জগতের কল্যাণ হউক্। হে দুর্জ্জেয়প্রভাবে বিষ্ণুমায়া তোমাকে নমস্কার ॥৪২॥

টীকা—যৎ কারুণ্যকটাক্ষজন্যানন্দেন মোক্ষাদিকার্থাস্তুচ্ছীভবন্তি তস্য গৌরহরেরনীশত্বং বদতাং জগদনীশবাদাক্ষেপেন মায়ানমস্কারসূচিতাং নিন্দাং ব্যনক্তি। সাক্ষান্মোক্ষাদিকার্থানিত্যাদি। অসৌ গৌরচন্দ্র জগতি যদি ঈশ্বরো ন ভবেৎ তদা অনীশবাদং প্রাপ্তম্। শিব শিব হে বিষ্ণুমায়ে তুভ্যং নমঃ হে দুর্জ্জেয়প্রভাবে ত্বদেদৃশঃ প্রভাবো যেন মোহিতা কেঽপি গৌরমীশ্বরং ন বদন্তি। কীদৃশঃ? বেদেষু গূঢ়ঃ আচ্ছন্নরূপেণ তত্র স্থিতত্বাৎ। যস্য গৌরচন্দ্রস্য লীলাকটাক্ষঃ বিলাসযুক্তনেত্রপ্রান্তঃ সকলতনুভৃতাং প্রেমানন্দং প্রসূতে জনয়তি। কিম্ভূতং নানাবিকারৈ র্মোক্ষাদিকার্থান্ তুচ্ছতাং অত্যন্তাযোগ্যতাং দর্শয়ন্তম্। চৈতন্যকটাক্ষশূন্যানাং জগদনীশত্ববাদিনাং তদনুপাসকানাং নিন্দ্যত্বমুক্তম্। যৎকারুণ্যকটাক্ষপ্রেমানন্দস্তুচ্ছতাং নয়েৎ। ব্রহ্মানন্দং তমীশং যে ন জানন্ত্যজ্ঞয়া হতাঃ ॥৪২॥

শ্রুতি শাস্ত্রাদিতে শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বর্ণন করা হইয়াছে। তাহাদের প্রভাবের কথাও পুরাণ ইতিহাস আগমাদি শাস্ত্রে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা জগতকে অধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সাধুদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন দর্শনমাত্র প্রেমামৃতের মধুময় আস্বাদন আপামর জনসাধারণকে দান করিয়া মুহূর্ত্তে সর্ব্বতাপধ্বংসপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ হইতেও পরমানন্দ বিধান করিয়াছিলেন, এমন অপূর্ব্ব প্রভাব কোনও ভববদবতারে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? এ হেন পরমপ্রভাবশালী শ্রীগৌরাঙ্গে যদি কাহারও হরিবুদ্ধি না থাকে বুঝিতে হইবে নিশ্চয় তাহার বুদ্ধি মোহে আবৃত হইয়াছে। সর্ব্বাংশী পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যত্র এমন অদ্ভুত প্রভাব কে সম্ভাবনা করিতে পারে? অধিক কি বলিব যে সকল সাধুভক্তগণ নিজ প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীগৌরাঙ্গকে চিনিয়াছেন তাহারা শ্রীগৌরহরির কত অদ্ভুত প্রভাবই না অনুভব করিয়াছেন!! হায় হায়!! তথাপি অভাগ্য জনের গৌরহরিতে পরমেশ্বর বুদ্ধি হয় না। যদি বল তাহা হয় না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যে জন স্বেচ্ছায় নিজ চক্ষু বস্ত্রাবৃত করে, সম্মুখে অতি নিকটে অবস্থিত বস্তুও সে দেখিতে পায় না। এইসকল অভাগ্য জনেরও সেইরূপ মোহের দ্বারা চিত্ত আবৃত হইয়া আছে। যদি বল গৌরহরির সেই অপূর্ব্ব প্রভাবগুলিই বা কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জগন্নাথ নামক কুষ্ঠীবিপ্র, শ্রীবাসের যবন দরজী প্রভৃতির উদ্ধারকালে সেই মহাপ্রভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে ভক্তদিগকে দর্শন দান সময়েও সকলে তাহা প্রত্যক্ষ

ধিগস্তু কুলমুজ্জ্বলং ধিগপি বাগ্মিতাং ধিগ্ যশো। ধিগধ্যয়নমাকৃতিং নববয়ঃ শ্রিয়শ্চাস্তু ধিক্।
দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিক্ ন চেৎ পরিচিতঃ কলৌ প্রকটঃ গৌরো গোপীপতিঃ ॥৪৩॥

অন্বয়—চেৎ কলৌ প্রকটো গোপীপতি গৌর ন পরিচিতো ভবতি তদা উজ্জ্বলং কুলং ধিগস্তু, বাগ্মিতামপি ধিক্, যশো ধিক্, অধ্যয়নং ধিক্, আকৃতিনববয়ঃশ্রিয়ঞ্চ ধিক্। দ্বিজত্বমপি ধিক্ পরং বিমলমাশ্রমাদ্যঞ্চ ধিগস্তু ॥৪৩॥

গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণ কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নদীয়া ধামে উজ্জ্বল প্রেমমাধুর্য্য জগতের জীবকে প্রদান করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহার করুণার সহিত পরিচয় না ঘটিলে অতি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি হইবে? উৎকৃষ্ট বক্তৃত্ব শক্তির দ্বারা বহুলোককে মুগ্ধ করিলেই বা কি লাভ হইবে? যশঃ, অধ্যয়ন, সুন্দর রূপ, নবীন বয়স, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, দ্বিজত্ব, অথবা সন্ন্যাস আশ্রমেই বা কি লাভ হইবে? এ সকলে শতধিক ॥৪৩॥

টীকা—উজ্জ্বলকুলাদিবিশিষ্টানামপরিচিতচৈতন্যানাং কুলাদিধিক্কারেণ নিন্দা ব্যজ্যতে—ধিগস্তু 'কুলমুজ্জ্বলমি'ত্যাদি। যদি কলৌ প্রকটীভূতো গৌরো গোপীপতির্ন পরিচিতো নোপাসিতঃ তর্হি উজ্জ্বলকুলাদিসর্ব্বং ধিক্। গোপীনাং পতিঃ প্রিয়তমঃ নতু তাসাং বিবোঢ়া। গৌরশ্চাসৌ গোপীপতিশ্চেতি সঃ কুলাচারাদিযুক্তং সদ্বংশপ্রসূত্যা উজ্জ্বলম্ বাগ্মিতা বাবদূকতা যশঃ কীর্ত্তিঃ অধ্যয়নং শ্রুত্যাদিপাঠঃ আকৃতিঃ সুঘটিতকরচরণাদ্যবয়বঃ নববয়ঃ পূর্ণকৈশোরম্, শ্রীরবিনাশী সম্পত্তিঃ, দ্বিজত্বং যথাবিহিতসংস্কারোপনয়নগায়ত্র্যুপদেশিকত্বং পরং শ্রেষ্ঠং বিমলাশ্রমঃ উৎকৃষ্টব্রহ্মচর্য্যাদি। আদ্যশব্দেন যজনযোগাভ্যাসবৈরাগ্যাদি। গৌরোপাসনং বিনা তৎ সর্ব্বং ধিগিতি নিন্দা ব্যক্তা ॥ কুলবাক্পটুতাবেদপাঠাকৃতিবয়ঃসুখান্। ধিগ্ তেষামিহ যেষাং বৈ ন গৌরচরণে রতি ॥৪৩॥

করিয়াছিলেন। সকল বিদ্বজ্জনগণের শিরোভূষণ শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমও সাক্ষাৎ এইপ্রকার অনুভব করিয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। যথা "যে বেদবেদ্য অক্ষর করুণাময় পুরাণ পুরুষ বৈরাগ্যবিদ্যা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমি তাহার শরণাগত হই॥ যে প্রভু কালবশে তিরোহিত নিজ ভক্তিযোগ প্রাদুর্ভূত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমার চিত্তভ্রমর তাঁহার পদারবিন্দে গাঢ়রূপে লগ্ন থাকুক্।" যাহাদের কথা বলা হইল ইহারা সকলেই বিদ্যা তপস্যা ও প্রেমসম্পদে সর্ব্বাতিশায়ী। নিজ অনুভূতিতে ইহারা শ্রীগৌরহরির ঈশ্বরত্ব, সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব, স্বপ্রেমামৃতাস্বাদকত্ব, প্রভৃতি স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন। এই প্রকার গৌরহরিতে যাহাদের হরিবুদ্ধি নাই তাহারা নিশ্চয়ই মূঢ়বুদ্ধি। অগণ্য অবতার থাকিলেও সাধুভক্তগণ যাঁহার সর্ব্বভূতে প্রেমদানরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রভাব অনুভব করিয়া থাকেন সেই গৌরাঙ্গে মূঢ় ব্যক্তির হরিবুদ্ধি হয় না ॥৪১॥

যাঁহার করুণাপূর্ণকটাক্ষমাত্রে প্রেমানন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া মোক্ষাদি পুরুষার্থও তুচ্ছ করিয়া দেয়, সেই গৌরহরিকে চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি কেহ তাহাকে পরমেশ্বর বুদ্ধি না করিতে পারে ইহা মায়ার অদ্ভুত প্রভাবোৎপন্ন অনীশবাদের ফল মাত্র। মায়ার কার্য্যই হইল দ্বিতীয়াভিনিবেশে জীবকে আবৃত করিয়া তাহাদের ভগবদনুভব ঘটিতে না দেওয়া। এই শ্লোকে জগতে অনীশবাদের স্রষ্টৃরূপে মায়ার প্রণামচ্ছলে নিন্দা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। আহা জগতের কল্যাণ হউক্ হে বিষ্ণুমায়ে তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রভাব দুর্জ্ঞেয়। যাহাতে মোহিত হইয়া বহির্মুখ পণ্ডিতজনও শ্রীগৌরহরিকে জানিতে পারিতেছেন না। যদি বল সেই গৌরহরি কেমন? অদ্ভুতে

অহো বৈকুণ্ঠস্থৈরপি চ ভগবৎপার্ষদবরৈঃ সরোমাঞ্চং দৃষ্টা যদনুচরবক্রেশ্বরমুখাঃ
মহাশ্চর্য্যপ্রেমোজ্জ্বলরস-সদাবেশবিবশীকৃতাঙ্গাস্তং গৌরং কথমকৃতপুণ্যঃ প্রণয়তু ॥৪৪॥

অন্বয়—অহো! মহাশ্চর্য্যপ্রেমোজ্জ্বলরসসদাবেশবিবশীকৃতাঙ্গা বক্রেশ্বরমুখাঃ যদনুচরা বৈকুণ্ঠস্থৈরপি ভগবৎপার্ষদবরৈঃ সরমোঞ্চং দৃষ্টাস্তং গৌরং অকৃতপুণ্যজনাঃ কথং প্রণয়তু ॥৪৪॥

বক্রেশ্বরপ্রমুখ শ্রীগৌরাঙ্গের অনুচরগণ মহান্ আশ্চর্য্য উজ্জ্বল প্রেমরসে সর্ব্বদা বিবশ হইয়া থাকেন। আহা! শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ শ্রীভগবৎপার্ষদগণও রোমাঞ্চ সহকারে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন। অকৃতপুণ্য জন কেমন করিয়া প্রেমসহকারে সেই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণতল আশ্রয় করিবে? ॥৪৪॥

টীকা—বৈকুণ্ঠপার্ষদসাগ্রহদর্শনবিষয়ত্বেন গৌরভক্তপ্রশংসয়া তন্মহিমানমুন্নয়ন্ তদনাশ্রিতস্যাকৃতপুণ্যত্বং প্রতিপাদয়ন্ তং নিন্দতি। অহো বৈকুণ্ঠস্থৈরপীত্যাদি। অকৃতং পুণ্য যেন স তং গৌরহরিং কথং প্রণয়তুঃ তদাশ্রিতসন্ তদ্বিষয়িকাং প্রীতিং করোতু? তং কং যস্য গৌরস্যানুচরা বক্রেশ্বরাদয়ঃ বৈকুণ্ঠস্থিতে ভগবৎপার্ষদবরৈরপি সরোমাঞ্চং যথা স্যাৎ 'দৃষ্টাস্তেষাং দর্শনবিষয়ীভূতাঃ। অহো আশ্চর্য্যম্' গৌরানুচরা কীদৃশা? মহান্ পরম আশ্চর্য্যঃ চমৎকারকারী প্রেম্নো য উজ্জ্বল রসস্তত্র সর্ব্বদাবেশ আবিষ্টতা তেন বিবশীকৃতানি অঙ্গানি যেষাং তে। যস্য ভক্তা এবম্ভূতাস্তমনাশ্রিতস্যাকৃতপুণ্যত্বমতো নিন্দিতত্বম্। প্রশংসন্তি পরব্যোমপার্ষদা যৎপ্রিয়ানহো অপুণ্যবান্ কথং তস্য পাদপদ্মং সমাশ্রয়েৎ ॥৪৪॥

বলিতেছেন বেদে উপনিষদে যিনি গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। (যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্বর্ণ বর্ণ ব্রহ্মযোনি পুরুষের বর্ণন আছে তিনিই এই শ্রীগৌরাঙ্গ)। যাহার করুণাকটাক্ষমাত্রে প্রেমানন্দ আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া দেয়, সেই পরমেশ শ্রীগৌরহরিকে যে জানিতে পারে নাই সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অজ (মায়া) দ্বারা হত ॥৪২॥

গোপীপতি কৃষ্ণ অধুনা শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এখানে পতি শব্দের অর্থ টীকাদারের মতে প্রিয়তম। উদ্বাহকর্ত্তা স্বামী নহেন।* এই গোপীপতি শ্রীগৌরাঙ্গে যদি উপাস্য বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে আচারাদি বিশিষ্ট সদ্বংশে জন্ম, বক্তৃত্বশক্তি, বিমল, কীর্ত্তি, বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন, সুন্দর লাবণ্যময় দেহ, পূর্ণ কৈশোর বয়স এবং অবিনাশী সম্পৎ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, ব্রাহ্মণত্বাদি সংস্কার লইয়া কি প্রয়োজন সাধিত হইবে॥ শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিলে তাহার করুণায় প্রেমামৃতের আবির্ভাব হইয়া অতি অধমকেও সংসার হইতে অমৃতময় লোকে লইয়া গিয়া ব্রহ্মাদির স্তবনীয় করে। আর তাঁহার কৃপাবর্জ্জিত কুলশীলাদিতে অতি উচ্চ ব্যক্তিও মায়ার উচ্ছিষ্ট পার্থিব ভোগসম্পদে উপাদেয় বুদ্ধিতে আসক্ত বুদ্ধি হয়। তাই ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকার বলিতেছেন গৌরকৃপাবর্জ্জিত হইলে সদ্বংশে জন্ম প্রভৃতিতে শতধিক্। এখানে আদি শব্দে যজন যোগাভ্যাস বৈরাগ্যাদিও গৃহীত হইয়াছে জানিতে হইবে। যাহাদের শ্রীগৌরচরণে মতি নাই তাহাদের কুল, বাক্পটুতা বেদপাঠাদি সকলই ধিক্। ৪৩।

---

* এখানে জ্ঞাতব্য গোপীগণের স্বরূপ প্রাকৃতগুণময় নহে। তাঁহারা চিন্ময়ী আনন্দরূপিনী আর গোপীপতি কৃষ্ণও চিন্ময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সুতরাং তাঁহাদের সম্পূর্ণ বর্ণনায় লৌকিক-বৈবাহিকধর্ম্মময় ঔপাধিকপতিত্ব এবং তমোগুণোদ্ভূত ইন্দ্রিয়াসক্তিপ্রচুর ঔপপতিত্ব কোন শব্দই গ্রহণীয় নহে। তবে 'পতি' শব্দে যদি দেহ প্রাণাদি হইতেও প্রিয়তম এই অর্থ বুঝায় তাহা হইলে সেই 'পতি' শব্দ সর্ব্বথা গ্রহণীয়। ইহাই গ্রন্থকারের আশয় জানিতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ | শ্রীগৌরাঙ্গসেবক | ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

মনঃশিক্ষা

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিকৃত

(অনুবাদক—শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী)

(১) গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু স্বজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চাটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥

শুন ভাই মন করি নিবেদন চরণে ধরিয়া তোর।
দম্ভ ত্যজিয়া কর গুরুসেবা যাইবে বিষয়ঘোর ॥
সদা ব্রজে বাস মানসে করিবে ব্রজবাসিজনে রতি
বৈষ্ণব আর বিপ্র দেখিলে সতত করিবে নতি ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীন বিপ্র নিন্দিত যদি হয়।
তথাপি তাহারে হীন জ্ঞান করি দেখিতে উচিত নয় ॥
সাধ করি তার পাশে না যাইবে, সহসা হইলে দেখা।
প্রণাম করিবে স্মরণ করিয়া প্রভুর আদেশ লেখা।
ইষ্টমন্ত্রে শ্রদ্ধা রাখিবে ধ্যান-সুখ-ভরা চিতে ॥
সতত জপিবে প্রেমমূল জানি এই ভজনের রীতে।
নামকীর্ত্তনে আবেশ রাখিবে প্রেমের প্রাপ্তিদ্বার।
রাধামাধবের চরণাশ্রয় কর দিবা-নিশি সার ॥১॥

(২) ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিত্বে গুরুবরং।
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥

বেদাচারে যারে ধর্ম্ম বলেছে অধর্ম্ম যার নাম
করো না আচার সেব ব্রজমাঝে রাধানাথ প্রাণারাম।
ওগো মন! গোরাচাঁদেরে সেবিবে নন্দকিশোর মানি
গুরুরে সেবিবে রাধামাধবের নিজ প্রিয়জন জানি ॥২॥

(৩) যদিচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥

যদি সাধ থাকে জন্মে জন্মে অনুরাগে ব্রজে বাস
রাধিকার সহ মাধবে সেবিতে আশু কর অভিলাষ
স্মর ভাই রূপে সগণে স্বরূপে আর প্রভু সনাতনে
প্রেমভরে সবে করহ প্রণাম তবে পাবে প্রেমধনে ॥৩॥

(৪) অসদ্বার্ত্তাবেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণী
কথা মুক্তিব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনী
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥৪॥

কুলটা নারীর সঙ্গে যেমন বুদ্ধি বিনাশ হয় ॥
ক্রমে ক্রমে সব করে সে হরণ যত ধনসঞ্চয় ॥
তেমনি অসাধুসঙ্গ-বেশ্যা ত্যজিবে বুদ্ধিমান।
সুবিধা পাইলে হরিবে তব সে মতিজ্ঞান-ধনপ্রাণ।
ব্যাঘ্র কবলে পড়িলে যেমন আর নাহি নিস্তার
মুক্তির কথা কানেতে আনিলে কবলে পড়িবে তার
আর কি বলিব লক্ষ্মীপতির রতিও করিও ত্যাগ
পরব্যোমেতে লয়ে যাবে তাহা যেথা নাহি প্রেমরাগ ॥
অনুগতা হয়ে সেব ব্রজে রাধামাধবের শ্রীচরণ।
আর্ত্তি দেখিলে দিবেন তাহারা স্বরতি মহারতন ॥৪॥

(৫) অসচ্চেষ্টাকষ্টপ্রদবিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদিপ্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ

গলে বদ্ধা হন্তেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥
কামাদি দস্যু অসচ্চেষ্টা ফাঁস দিয়া তব গলে
করিছে পীড়ন এখনো কেমনে রয়েছ প্রভুরে ভুলে
কৃষ্ণ বলিয়া ফুৎকার কর জানাও আর্ত্তি রাশি।
পথরক্ষক হরিদাসগণে রক্ষা করিবে আসি ॥৫॥

(৬) অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥
মূর্খ কপটী মন ! কুটিনাটি গাধার মূত্ররাশি।
তাহে কেন স্নান করিতেছ ভাই তাপনাশতরে আসি।
ফলে তার নিজে জ্বলিছ মোরেও জ্বালাইছ নিশিদিন।
শত করি মানা শুনিছ না কানে এমনি বুদ্ধিহীন ॥
শ্রীরাধামাধব চরণে বহিছে অমৃতের শতধার।
তাহে স্নান করি নিজেও জুড়াও জুড়াও আমারে আর ॥৬॥

(৭) প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলম্।
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥
কোথা হতে এই শ্বপচ-রমণী নটিনীর বেশ ধরি।
এলো হৃদি মাঝে নাচে উল্লাসে তোমারে পাগল করি।
চিনিয়াছি ওহো সর্ব্বনাশিনী প্রতিষ্ঠাবাসনা নাম।
পরশে তাহার অশুচি হয়েছে তোমার চিত্তধাম।
ধৃষ্টা রমণী তাড়ালে না যায় বিপদ হইল ঘোর।
প্রেম সাধু আসি পদপরশিবে কেমনে হৃদয়ে তোর ॥
শুন মন সেব সামন্তরাজ কৃষ্ণভক্তগণে।
দূর করি তারে হৃদয় শোধিয়া করিবে রত্নাসনে ॥৭॥

(৮) যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বাভজনবিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥
আর এক কথা বলি শুন ভাই যাতে কল্যাণ হবে।
আকুতি করিয়া ভজ গিরিধরে অভীষ্ট ফল পাবে।
কর নিবেদন—বড় শঠ আমি ভজনের নাহি লেশ।
অভিমানে দিই পরপীড়া করি অন্যের শুভ দ্বেষ।
গিরিধারী হয়ে ভক্তজনের বিপদে করেছ ত্রাণ।
অনুগত মম দুষ্টত্বের শেষ করি রাখ প্রাণ ॥
দাও উজ্জ্বল-প্রেমলেশ মোরে প্রার্থনা করি আর।
শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীরূপে সেবনের অধিকার ॥৮॥

(৯) মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাং
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণগুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষাললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥
রাধানাথ বলি কৃষ্ণ ভজিবে রাধা ঈশ্বরী তোর।
শ্রীরাধা 'নাথের' প্রাণকোটিপ্রিয়া গুণের নাহিক ওর।
প্রাণসখী তাঁর ললিতা, বিশাখা শিখান কৃষ্ণসেবা।
স্মর নিরন্তর মঞ্জরীগণে ব্রজগোপী মহাভাগা
স্মর গিরিবরে শ্রীরাধাকুণ্ডে করুণা তাঁদের অতি
শ্রীরাধামাধবে আনিয়া দেখান রাধাপদে দেন রতি ॥৯॥

(১০) রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচীলক্ষ্মীসত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখনবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাৎ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥
রতি শিবা লীলা সদা পায় লাজ অঙ্গজ্যোতিতে যার।
সৌভাগ্যেতে সত্যা লক্ষ্মী পরাভবে শতবার।
বশীকারে যাঁর সদা অনুগতা পদ্মা চন্দ্রা আদি।
বৃন্দাবনের ঈশ্বরী তাঁরে ভজ মন নিরবধি ॥১০॥

(১১) সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশরাধাগিরিভৃতো
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালাভবিষয়ে তদ্গণযুজোঃ
তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতিপঞ্চামৃতমিদং।
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং স্মর মনঃ ॥
শ্রীরূপের পদ আশ্রয় করি রহিও গোবর্দ্ধনে।
সেবা নাম ধ্যান শ্রবণ প্রণাম কর সদা একমনে।

অনলস হয়ে পান কর সদা সেবাদি পঞ্চামৃত।
করুণাসাগর রাধা-গিরিধারী সেবা পাবে শুন চিত।১১।

(১২) মনঃ শিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগতসর্ব্বার্থতডি যঃ
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে॥

চঞ্চল মন মানেনাকো মানা তাহারে শিখানো দায়।
যদি কোনো জন সুরে তালে এই একাদশ শ্লোক গায়।
যূথের সহিত রূপ গোস্বামী অনুগতা করি তাঁরে।
শ্রীরাধামাধব প্রেমসেবা ব্রজে দেন নানা পরকারে।
নিতাইতনয়াসন্ততি এই অনাদিমোহন নাম।
কাতরে যাচিছে কৃপা কর রাধে শ্রীমাধব গুণধাম॥১২॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতপ্রসঙ্গ

ডাক্তার শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

প্রথমে এই গ্রন্থের নাম ছিল শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, পরে ইহার নামকরণ হয় শ্রীচৈতন্য ভাগবত। প্রেমবিলাসের মতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের মোহান্ত বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক এই নাম পরিবর্ত্তন হয়। —"শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল। বৃন্দাবন মোহন্তরা 'ভাগবত' আখ্যা দিল।"—প্রেঃ বিঃ। মতান্তরে ঠাকুর লোচন দাস কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিখিত হইলে ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণী দেবীর আজ্ঞায় ইহার নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত রাখা হয়। এই শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শে রচিত সুতরাং ইহার 'ভাগবত' নামই সমীচীন হইয়াছে।

ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি গ্রন্থ। তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজ এই গ্রন্থের পঠনপাঠন পরম সমাদরে করিতেন। বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দমন্দিরে ইহা নিয়মিত ভাবে পঠিত হইত। পরম গৌরভক্ত শ্রীহরিদাস পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে বসিয়া ইহা স্বয়ং পাঠ করিতেন এবং অপরের দ্বারা পাঠ করাইয়া শুনিতেন—

নিরন্তর শুনে তিহো চৈতন্য মঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল॥—চৈঃ চঃ

প্রেমবিলাসেও লিখিত আছে—

এক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হয়।
অন্য স্থানে চৈতন্য ভাগবত চরিতামৃত কয়॥

কিন্তু আমরা বেশ বুঝিতে পারি পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গলা পয়ার গ্রন্থের সমাদর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের আদর হয়। প্রভুসন্তানগণ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতি এবং সিদ্ধান্তগ্রন্থ সকলের পঠনপাঠনে অধিকতর মনোযোগী হন। ইহার ফলেই বুঝা যায় মধ্যযুগে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা আর বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। ঠাকুর লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলখানি শ্রীচৈতন্যলীলার শেষ গ্রন্থ। তাহার পর যে সকল ভক্ত কবির আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা কেহই আর শ্রীগৌরাঙ্গলীলাগ্রন্থ রচনা করিলেন না। ভক্তি-রত্নাকর, প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি লীলাগ্রন্থ নহে—এগুলি বৈষ্ণবচরিতাখ্যান ও ইতিহাস।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের পয়ারশ্লোকগুলি সূত্ররূপে গ্রথিত। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"সূত্ররূপে সব লীলা করিল গ্রন্থন"। এই শ্রীগ্রন্থোক্ত সংক্ষিপ্ত ভাবধারার ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কেহ বিস্তার করিয়া

লিখিলেন না। আজ পর্য্যন্ত ইহার একখানি ভাষ্যও রচিত হয় নাই। ব্যাখ্যাসনে বসিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদিগ্রন্থের বিধিমত সম্পূর্ণ পাঠ করিতে আমরা দেখি নাই। ইহা কি পরম পরিতাপের বিষয় নহে। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের মুখে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই বক্তা, তখন এই গ্রন্থোক্ত তত্ত্বকথাসকল এবং লীলাসকল গৌরভক্তগণের পক্ষে বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত। পয়ার ও ভাষাগ্রন্থ বলিয়া ইহার অনাদর আদৌ উচিত নহে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গভজনাভিলাষী তাঁহারা সর্ব্বদাই এই গ্রন্থের পঠনপাঠন করিবেন ইহাই একান্ত উচিত। শ্রীগৌরমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ, এই শ্রীগ্রন্থ নিত্য পাঠ ও প্রতি-গৃহে রক্ষিত হইয়া পূজিত হওয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্ততঃ বাঙ্গালীর ঠাকুর বলিয়া যদি আমরা আদর করিতে পারি তাহা হইলে নিতাই-গৌরাঙ্গের লীলা ও মহিমা বর্ণিত এই আদিগ্রন্থের নিয়মিত পূজা পাঠ করিবার সৌভাগ্য যেন আমরা পাই। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের উপাস্য দেবতার মধুরোজ্জ্বল মূর্ত্তি সম্যক ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা মহাসমুদ্রবৎ প্রশান্ত ও গম্ভীর এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তসমূহ নিগূঢ় ও পরিপূর্ণভাবে এই গ্রন্থের পয়ারশ্লোকাবলীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস সংস্কৃত ভাষাতেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি অনায়াসে এই শ্রীগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহাতে বাঙ্গলাভাষাভাষিগণের পরম সৌভাগ্যই সূচিত হইয়াছে। তিনি যে বাঙ্গলা ভাষাকে আদর করিয়া তাঁহার মাতৃভাষায় এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তিনিত সামান্য মানুষ ছিলেন না—তিনি ব্যাসাবতার এবং ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—ম্লেচ্ছশাসিত এই দেশে দেবভাষায় আদর কমিয়া যাইবে। তাই তিনি আদর করিয়া আপামর সাধারণের সহজ বোধগম্য বাঙ্গলা ভাষাতেই তাহার গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে নিতাই গৌরাঙ্গের পরম লোকপাবনী সুমধুর লীলা সাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। আমাদের দুঃখ এই যে এই সহজ সরল ও সুন্দর পয়ার গ্রন্থের উপযুক্ত প্রচার হয় নাই। আবার বলি প্রতি গৃহী বৈষ্ণবের গৃহে, প্রতি হরিসভায়, প্রতি উদাসীন বৈষ্ণবের কুটীরে এই গ্রন্থ পঠিত ও এই গ্রন্থ-রূপী ভগবান পূজিত হওয়া উচিত।

প্রতি হরিসভায় বা কোন প্রকাশ্যস্থানে 'নিয়মপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদ্যন্ত পঠিত হওয়া উচিত।

শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সমগ্রভাবেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ভাগবত শ্রীচৈতন্যভাগবত। এই গ্রন্থোক্ত গৌরতত্ত্ব ও গৌরলীলার প্রমাণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রসম্মত বিশিষ্ট প্রমাণ। প্রথমে দুইখানি শ্রীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য মঙ্গল পাঠ করিলে তবেই ইহাদের পরিশিষ্ট-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবার অধিকারী হওয়া যায়

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখা পড়িলে ধারণা হয় যে ঠাকুর বৃন্দাবন যেন আনন্দ-উদ্বেলিত চিত্তে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কাজী উদ্ধার লীলার অপূর্ব্ব মাধুরী পাঠ করিলে এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। বিশ্বম্ভরের সেই অপূর্ব্ব মনোহর বেশ, গঙ্গার ধার দিয়া মদনমনোহর মূর্ত্তিতে নৃত্য করিতে করিতে গমন, পশ্চাতে কীর্ত্তনরত নদীয়ার ভক্ত-লোক—তাহাদের দুই হাত দীপ ও তৈলের ভাজন ধারণে আবদ্ধ—তাহা সত্তেও তাহারা হাতে তালি দিতেছেন। ইহাতে ঠাকুর বৃন্দাবন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছেন—"এ বড় আশ্চর্য্য তালি দিলেক কেমনে।"* নবদ্বীপ বৈকুণ্ঠে পরিণত হইয়াছে এবং ধ্যানে তিনি অনুভব করিলেন— 'কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে।' ঠিক যেমন রাসের রজনী প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল—ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীগৌরের এই মহাভাব-সমন্বিত অপূর্ব্ব মনোহর রাসলীলা অনুধাবন করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। তাই কবিরাজ গোস্বামী তাহার চরণ ধুইয়া শ্রদ্ধানু-

চিত্তে সেই পবিত্রজল প্রতিনিয়ত পান করিতেছেন এবং তাহাতে পবিত্র হইয়া অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তিতে পরম মনোহর চৈতন্যলীলা গান করিতে করিতে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনা সমাপ্ত করেছেন। তিনি বুঝিলেন যে 'বৃন্দাবনদাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য' এবং তিনি যে চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টস্বরূপেই বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের আদেশে তাহার গ্রন্থ লিখিতেছেন তাহা বলিয়াছেন। কাজী উদ্ধার লীলার শেষাংশটুকু যাহা চৈতন্যভাগবতে বাদ পড়িয়াছে তাহা তিনি ব্যাসাবতার গ্রন্থকারের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে স্বর্গীয় ভাষায় পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থের মহিমা অপার ও অনন্ত। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় কলিহত জীবকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

ওরে মূঢ় লোক! শুন চৈতন্য মঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস!
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গলীলারসরসিক ভক্ত তিনিই এইসকল নিগূঢ় কথার প্রকৃত মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিবেন—অন্যে পারিবেন না। কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখিয়াছেন—তিনি বৃন্দাবন দাসের উচ্ছিষ্টভোজী। ইহাতেই বুঝিতে হইবে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের প্রভাব কত—জগদ্বাসীর নিকট এই গ্রন্থের মূল্য কত। যাঁহারা মনে করেন শ্রীচৈতন্য-ভাগবত সিদ্ধান্তগ্রন্থ নহে। তাহারা ভ্রান্ত। এই পরম গ্রন্থ স্বয়ং—রাধাকৃষ্ণ-মিলিতদেহ শ্রীগৌর ভগবান। এই শ্রীগ্রন্থের পঠনপাঠন ও অধ্যয়ন—স্বয়ং শ্রীগৌর-ভগবানের রাতুল চরণে তুলসী চন্দন ও গঙ্গাজল দিয়া তদ্গত চিত্তে পূজা করারই সমতুল্য। ইহার পয়ার শ্লোকাবলী অনন্ত সমুদ্রতলনিহিত অপূর্ব্ব সিধান্তরত্নরাজির মনোহর ও সুন্দর সমন্বয়। কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদর করিলে আমরা শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের চরণে অপরাধী হইব। ভুবনপাবনচরিত কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশে মনোযোগী না হইলেও আমরা একান্ত অপরাধ গ্রস্থ হইব। আমরা আবার বলি শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ সমাপ্ত না করিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিলে মূল লীলা বাদ দিয়া গৌরাঙ্গ লীলার অবশিষ্টাংশই আয়ত্ব করা হইবে।

ভগবৎসন্দর্ভের আলোচ্যবিষয়

অধ্যাপক শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, দর্শনাচার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের দার্শনিক তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী পাদ ছয়টী বিস্তৃতপ্রবন্ধে ভাগবতসন্দর্ভ নামক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় সন্দর্ভের নাম ভগবৎসন্দর্ভ। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, তত্ত্ববিদ্গণ চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তিন প্রকার মত পোষণ করিয়া থাকেন। চরম তত্ত্বটী যে একমেবাদ্বিতীয়ম্' (অর্থাৎ অদ্বয়) এবং চিৎস্বরূপ (অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্ব) সেই সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু কেহ কেহ সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, কেহ বা তাঁহাকে পরমাত্মা আখ্যা দিয়া থাকেন এবং কোন কোন তত্ত্ববিৎ তাঁহাকে শ্রীভগবান আখ্যা দিয়া তাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, চরমতত্ত্ব ব্রহ্মও নহেন, পরমাত্মাও নহেন, কিন্তু চরমতত্ত্ব ভগবান্। তাঁহাদিগকে মিথ্যা বলা

হয় নাই; ভগবানের আংশিক প্রকাশ রূপে উভয়কেই স্বীকার করা হইয়াছে। যিনি সমগ্রভাবে চরম তত্ত্ব বস্তুকে জানিতে পারেন তাঁহার নিকট সেই তত্ত্ব ভগবান্ রূপে প্রকাশিত হন, যিনি সেই চরম তত্ত্বের অংশ মাত্র জানিতে সমর্থ হন তাঁহার নিকট সেই তত্ত্ব পরমাত্মারূপে অনুভূত হন এবং যিনি সেই চরমতত্ত্বের অংশমাত্রও অনুভব করিতে না পারিয়া কেবল তাঁহার জ্যোতিঃ দর্শন করেন তাঁহার নিকট সেই তত্ত্ব ব্রহ্ম নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানই পূর্ণ তত্ত্ব। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা পূর্ণতত্ত্ব নহেন। ইঁহারা ভগবানেরই অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি বা আংশিক প্রকাশ মাত্র।

আচার্য্য শঙ্কর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই চরম তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সবিশেষ বা সগুণ নহেন। ব্রহ্মের কোন ব্যক্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম শব্দটী ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। ইহার অর্থ সর্ব্ববিধভেদরহিত, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ চৈতন্যমাত্র।

আচার্য্য শঙ্করের এই ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী পাদ বলিয়াছেন যে ইহা চরম তত্ত্ব নহে, চরমতত্ত্বের একটা অবস্থার নাম মাত্র। তাঁহার মতে চরমতত্ত্বটী সগুণ, সবিশেষ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সেই তত্ত্বের নাম ভগবান্। ভগবান্ই পূর্ণ পুরুষ। তিনি সকল বিশেষণের মূল আশ্রয়, অনন্ত গুণের অক্ষয় আধার এবং অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তিসমূহের চিরন্তন উৎস। অনেকে তাঁহার শক্তি ও গুণের পরিচয় লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহার নির্ব্বিশেষ অবস্থাটী চরমতত্ত্ব মনে করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুণাধার পূর্ণ পুরুষ ভগবানের নির্ব্বিশেষ অবস্থার নাম ব্রহ্ম। এই অবস্থায় ভগবানের শক্তি সুপ্ত এবং গুণ অপ্রকাশিত থাকে। এইজন্যই সেই অবস্থায় ভগবানকে নিগুর্ণ ও নির্ব্বিশেষ বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভগবান্ হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহেন, তিনি ভগবানেরই অসম্যক্ বা অপূর্ণ প্রকাশ। এই জন্যই বৈষ্ণবশাস্ত্রে ব্রহ্মকে ভগবানের তনুভা (অর্থাৎ অঙ্গকান্তি) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সর্ব্বজনসমাদৃত গীতা-শাস্ত্রে ভগবান্‌কেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

উপনিষদে ব্রহ্মকেই চরমতত্ত্ব বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে তাঁহাকে সগুণ এবং শক্তিমান বলা হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থানে তাঁহাকে নিগুর্ণ ও নির্ব্বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর স্বমত-পোষণের উদ্দেশ্যে নির্ব্বিশেষব্রহ্মবোধক শ্রুতিসমূহকে যথার্থতত্ত্বজ্ঞাপকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সবিশেষ-ব্রহ্মবোধক শ্রুতিসমূহকে অপারমার্থিক বা গৌণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে শাস্ত্রে ব্রহ্মের যে সকল গুণের কথা আছে সেই সকল গুণ ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে। ব্রহ্মের কোন গুণ নাই, কোন উপাধি নাই। তথাপি তাঁহাকে সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণ এবং সর্ব্বশক্তিমান বলা হইয়াছে এবং তাঁহার বহুগুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গুণ ও শক্তির সহিত ব্রহ্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইহারা তাহাতে আরোপিত বা অধ্যস্ত।

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলেন—ভগবানের গুণ ও শক্তি তাঁহাতে আরোপিত নহে তাঁহার নিজের। সম্বন্ধটি খুবই ঘনিষ্ঠ। এই সম্বন্ধটী সংযোগসম্বন্ধের ন্যায় আগন্তুক সম্বন্ধ নহে, ইহা দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধের ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ। এই-জাতীয় সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলা হইয়া থাকে।

শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ভগবৎ-শব্দের অর্থের উল্লেখ করিয়া উক্ত শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। 'ভ' অক্ষরটীর অর্থ ভর্ত্তা বা সংভর্ত্তা এবং 'গ' অক্ষরটীর অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। আবার ভগ শব্দের অর্থ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য। বকার অক্ষরটীর অর্থ আশ্রয় বা নিবাস; ভগবৎ-শব্দের 'ভ' অক্ষরটীর দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ভগবান্ স্বীয় ভক্তগণের সম্ভর্ত্তা বা পোষক তিনি তাঁহাদের ভর্ত্তা অর্থাৎ ধারক। 'গ' অক্ষরটীর তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানই নেতা কারণ তিনি নিজের ভক্তগণকে ভক্তির ফলের দিকে লইয়া যান, অর্থাৎ তিনিই তাঁহাদের প্রেমপ্রাপ্তি ঘটাইয়া

থাকেন। তিনিই গময়িতা, কারণ তিনিই ভক্তগণকে নিজধাম প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন এবং তিনিই স্রষ্টা কারণ তিনিই ভক্তগণের মধ্যে অপ্রাকৃত গুণের অনুভূতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শব্দগুলি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলে ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের আশ্রয়। ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ সর্ব্ববশীকারিত্ব। একমাত্র ভগবানই সর্ব্ববশীকারী। বীর্য্য শব্দের অর্থ মণিমন্ত্রাদির প্রভাবের ন্যায় আশ্চর্য্য প্রভাব। ভগবানের প্রভাব অচিন্ত্য। যশঃ শব্দের অর্থ সদ্‌গুণ প্রকাশ। ভগবানের বাক্য, মন ও দেহাদির মহিমা স্বপ্রকাশ। শ্রী শব্দের অর্থ সকল প্রকার সম্পদ্। ভগবানই সকল সম্পদের আকর। জ্ঞান শব্দের অর্থ সর্ব্বজ্ঞতা। ভগবানই সর্ব্বজ্ঞ। বৈরাগ্যের অর্থ প্রাপঞ্চিক বস্তুতে অনাসক্তি। শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চাতীত। তিনি মায়িক বস্তুতে অনাসক্ত। তাঁহাতে কোন হেয় গুণ নাই। তিনি সর্ব্বকল্যাণগুণ-সমন্বিত।

ভগবান্ নিখিল কল্যাণ গুণময় হইলেও কোন প্রাকৃত-গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রাকৃতগুণ তিন-প্রকার। ইহাদের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ভগবান ত্রিগুণাতীত। তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমের প্রভাব নাই। এই তিনটী গুণ তাঁহার মায়াশক্তির অঙ্গ। তাঁহার মায়াশক্তি কখনও তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা, কারণ তিনি তাঁহার মায়াশক্তিকে চিরতরে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। মায়া ভগবানের নিজধাম বৈকুণ্ঠকেও স্পর্শ করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠে প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ নাই, সেখানে আছে শুধু শুদ্ধসত্ত্বগুণ। রজোগুণের সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুর সৃষ্টি হইতে পারেনা এবং তমোগুণের সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুর বিনাশ হইতে পারে না। যেখানে রজোগুণ এবং তমোগুণ নাই সেখানে সৃষ্টি এবং বিনাশের প্রশ্নই উঠিতে পারেনা: এইজন্য শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার ধামের "অসৃজ্যত্ব" এবং "অনাশিত্ব" স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার ধামে যে সত্ত্বগুণ আছে তাহা প্রাকৃত সত্ত্বগুণ নহে, বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ। প্রাকৃত সত্ত্বগুণের ফলে যে সুখ উৎপন্ন হয় বিশুদ্ধসত্ত্বগুণজ সুখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার ধামে বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ থাকায় তাঁহাদের শুদ্ধ সচ্চিদানন্দত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ অনন্তশক্তিসম্পন্ন। তাঁহার শক্তিসমূহ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। অগ্নির পক্ষে ইহার দাহিকা শক্তি যেমন স্বাভাবিক, ভগবানের পক্ষে তাঁহার শক্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক। ভগবানের শক্তির স্বরূপ প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর, সেইজন্য তাঁহার শক্তিকে অচিন্ত্য বলা হইয়া থাকে। অচিন্ত্য শব্দের অর্থ তর্কের অগোচর (তর্কাসহ) এবং অসাধ্যসাধনক্ষম (দুর্ঘটক)। ভগবানের সহিত তাঁহার শক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, শক্তিমানকে আশ্রয় না করিয়া শক্তি থাকিতে পারেনা বলিয়া উভয়ের অভেদ স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত অথচ শক্তি এবং শক্তিমান এক কথা নহে। শক্তিমান আশ্রয়, শক্তি তাঁহার আশ্রিত। এই দুইয়ের ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুইটী পদার্থের মধ্যে একই সময়ে ভেদ এবং অভেদ কি ভাবে স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা বুদ্ধিগম্য নহে; এইজন্য সেই সম্বন্ধ 'অচিন্ত্য' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ভগবানের শক্তিসমূহকে স্বাভাবিক বলার তাৎপর্য্য এই যে ইহারা তাঁহাতে আরোপিত নহে। ইহারা তাঁহার স্বকীয়া। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শক্তিসমূহ তাঁহার নিজস্ব হইলেও তিনি নিজে তাহাদিগের ঊর্দ্ধে।

বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের শক্তিসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের নাম (১) পরা, (২) ক্ষেত্রজ্ঞা ও (৩) অবিদ্যা। শ্রীজীবগোস্বামীপাদ বিষ্ণুপুরাণোক্ত শক্তির বিভাগ অনুসারে ভগবানের শক্তিসমূহকে (১) অন্তরঙ্গা, (২) তটস্থা ও (৩) বহিরঙ্গা নামক তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অন্তরঙ্গা শক্তির অপর নাম স্বরূপ-শক্তি, তটস্থা শক্তির অপর নাম জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা

শক্তির অপর নাম মায়াশক্তি। ভগবৎসন্দর্ভে প্রধানতঃ স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তিরই আলোচনা করা হইয়াছে। স্বরূপ শক্তিটী ভগবানের স্বভাবগতঃ; ইহা তাঁহাতে নিত্য অবস্থিত। ইহার সহিত কখনও তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে না। ভগবানের স্বরূপশক্তির সহিত তাঁহার মায়া-শক্তির যথেষ্ট প্রভেদ আছে। স্বরূপশক্তিটী তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি; আর মায়াশক্তিটী তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি। মায়া-শক্তিটি ভগবচ্ছক্তি হইলেও ভগবানের স্বরূপকে স্পর্শ করে না। মায়াশক্তির প্রভাবে জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় ঘটিয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্করের মতে মায়া সৎও নহে অসৎও নহে; মায়া অনির্ব্বাচ্য। তিনি মায়াপ্রসূত দৃশ্যমান জগৎটীকে মিথ্যাপ্রতীতি বা ভ্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের মতে মায়া ভগবানের স্বরূপশক্তি হইতে পৃথক হইলেও ইহাকে মিথ্যা বলা যায় না। ভগবানের কোন শক্তিই মিথ্যা বা অলীক নহে। সুতরাং মায়া এবং মায়ানির্ম্মিত জগৎকে মিথ্যা বলিবার কোন হেতু নাই। পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবান এই মায়াশক্তি দ্বারা নিজ স্বরূপ আবৃত করিয়া জগতের অন্তর্যামী পরমাত্মা-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। পরমাত্মারূপটী তাঁহার পূর্ণরূপ নহে, আংশিক প্রকাশ মাত্র। ভগবানের শক্তি কখনও ভগবানের আশ্রয় ছাড়া থাকিতে পারে না। তাঁহার অন্তরঙ্গাশক্তি যেমন তাঁহার আশ্রিত সেইরূপ তাঁহার বহিরঙ্গা (মায়া) শক্তিও তাঁহার আশ্রিত। ভগবান উভয় শক্তিরই আশ্রয়। তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির আশ্রয়রূপেই তাঁহার নাম পরমাত্মা। অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির উপর তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তির কোন প্রভাব নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মায়া ভগবানের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেখানে ভক্তির আবির্ভাব হয় সেখানে মায়ার দৌরাত্ম্য থাকে না; কারণ ভক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপেরই অন্তর্গত ভক্তির সাহায্যে মায়াবদ্ধ জীব আপনাকে মায়ার কবল হইতে মুক্ত করিয়া ভগবানের স্বরূপশক্তির অভিমুখী হইতে পারে। যদিও জীবগণ সাধারণতঃ মায়াশক্তির বশীভূত হইয়াই কালযাপন করে তথাপি তাহাদের মায়ামুক্ত হওয়ার যোগ্যতা আছে। তাহারা স্বরূপতঃ শ্রীভগবানেরই অংশ এবং তাহা হইতেই আবির্ভূত। সেইজন্য জীবের উৎপত্তির মূলে শ্রীভগবানের মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তির অতিরিক্ত আর একটী শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে। এই শক্তিটীর নাম তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি।

জীব যতদিন মায়ার অধীন হইয়া থাকে ততদিন সে ভগবানের স্বরূপশক্তির পরিচয় লাভ করিতে পারে না। এই অবস্থায় তাহার নিকট কেবল বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা-শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে এবং সে পরমাত্মার অধিক আর কোন তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। যখন সে ভক্তিবলে মায়ামুক্ত হয় তখন তাহার নিকট স্বরূপশক্তির আবির্ভাব ঘটে। মোহমুক্ত জীব তখন ভগবানের স্বরূপ-শক্তির সহিত তাহার নিজের প্রকৃত সম্বন্ধটী বুঝিতে পারে। সে স্বরূপতঃ ভগবানের নিত্য দাস। কিন্তু সে এতাবৎকাল ভগবানের সেবা করে নাই; ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হইয়া তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সেবা করিয়াছে। মায়ার সেবা করিয়া সে সুখী হইতে পারে নাই; কারণ মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ প্রদান করিয়াছে। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে জীবের উপর মায়ার এইরূপ দৌরাত্ম্য কি ভগবানের অভিপ্রেত? উত্তরে বলা হইয়াছে যে পরম কারুণিক ভগবানের এই ইচ্ছা হইতে পারে না যে জীব মায়ায় বিমোহিত হইয়া কষ্টভোগ করুক। পুনরায় জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের দুঃখ তাঁহার অভিপ্রেত না হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও তাহা ঘটিতে দেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মায়াশক্তি শ্রীভগবানেরই অধীনা এবং আশ্রিতা। শ্রীভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবার শক্তি মায়ার নাই। জীবের চির-শুভাকাঙ্ক্ষী নিত্য আশ্রয় শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়া তাহাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিয়া থাকে। জীব যাহাতে মায়ার জগতের নানাবিধ যন্ত্রণায় ভীত হইয়া মায়িক বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হয় শ্রীভগবান্ তাহাই ইচ্ছা করেন। সুতরাং জীবের উপর মায়ার এই

দৌরাত্ম্যও জীবের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে। পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবকে জাগতিক সকল দুঃখ হইতে মুক্ত করা এবং তাহাকে নিজের সহিত যুক্ত করাই যদি শ্রীভগবানের ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তিনি প্রথম হইতেই তাহাকে মায়াতীত করিয়া রাখিলেন না কেন? একবার তাহাকে মায়াবদ্ধ হইতে দিয়া পুনরায় তাহাকে মায়ামুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিতাপজ্বালার ব্যবস্থা করিলেন কেন? তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও জীবকে প্রথম হইতেই ভগবদ্‌ভক্ত করিয়া রাখিলেন না কেন? জীবের উপরে অবিদ্যার দৌরাত্ম্যেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ কি অভিপ্রায়ে জীবের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কেহ যুক্তি দিয়া বুঝাইতে পারিবে না। তাঁহার সকল কর্ম্মই লীলা। সেই লীলা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রই প্রমাণ। শ্রীভগবানের লীলা তর্কের অগোচর, কারণ তাঁহাতে প্রায়ই পরস্পরবিরোধী শক্তির যুগপৎ অবস্থান ও সম্মেলন দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বলেন যে ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই, কারণ শ্রীভগবানের শক্তি অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য।

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি অনুসারে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভগবানের স্বরূপশক্তির তিনটী বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের নাম সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। শ্রীভগবান্ স্বয়ং সত্তারূপ হইয়াও যাহা দ্বারা সকল সত্তা বা বিদ্যমানতাকে ধারণ করেন সেই শক্তির নাম সন্ধিনী শক্তি। তিনি জ্ঞানরূপ হইয়াও যাহা দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন এবং করান তাহার নাম সম্বিৎশক্তি, এবং স্বয়ং আনন্দরূপ হইয়াও যাহা দ্বারা আহ্লাদযুক্ত হন ও ভক্তগণকে আহ্লাদিত করেন সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই তিনটী শক্তিই ভগবানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। জীবের মধ্যেও উক্ত তিন শক্তির কিঞ্চিৎ অংশ আছে, কারণ জীব ভগবানেরই অংশ। ভগবানের মধ্যে উক্ত তিন শক্তি একই সময়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকিলেও শক্তিতিনটীর উৎকর্ষের তারতম্য আছে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের সন্ধিনীশক্তি অপেক্ষা তাহার সম্বিৎশক্তি পূর্ণতরা এবং তাঁহার সম্বিৎশক্তি অপেক্ষা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। প্রত্যেকটী পরবর্ত্তী শক্তিকে পূর্ব্ববর্ত্তী শক্তি অপেক্ষা পূর্ণতর বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে পূর্ব্বশক্তির গুণসমূহ পূর্ণমাত্রায় আছে এবং তদতিরিক্ত কিছু নূতন গুণও আছে। সম্বিৎশক্তির মধ্যে সন্ধিনী বা সত্তা থাকিবেই, চৈতন্যও থাকিবে। হ্লাদিনী শক্তির মধ্যে সত্তা এবং চৈতন্য অবশ্যই থাকিবে। কেবল তাহাই নহে, ইহাতে আনন্দ নামক বিশেষ গুণটীও থাকিবে। এই হ্লাদিনীর সাহায্যেই রসবিগ্রহ ভগবান্ নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন করেন এবং তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ স্বরূপশক্তি কথাটি দুই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা ভগবানের নিজের স্বরূপকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের পার্ষদ, ধাম ও ভক্তগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্বরূপশক্তির এই দ্বিতীয় প্রকারটির নাম স্বরূপবৈভব। শ্রীভগবান্ স্বরূপতঃ নিরন্তর তাঁহার নিজ আনন্দের আস্বাদন করেন। তাঁহার শক্তিসমূহ একান্তভাবে তাঁহারই নিজস্ব বা স্বকীয়া। তিনি তাঁহার নিজ শক্তিই উপভোগ করেন।

যদিও ভগবানের শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি অগণিত শক্তির অধীশ্বর। এই সকল শক্তির স্থিতি দুইরূপে। শক্তিরূপে ইহারা শ্রীভগবানের সহিত অবিবিক্তরূপে অবস্থান করেন। আবার অচিন্ত্যপ্রভাবে রূপিণী হইয়া শ্রীভগবানের সেবিকারূপেও অবস্থিতি করেন। হ্লাদিনী শক্তির এই অবস্থাকে ভগবৎপ্রেয়সীরূপে বর্ণন করিয়া তাহাদের নাম রূপ ও ব্যক্তিত্বের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ কয়েকটি শক্তির নাম ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তির নাম মহালক্ষ্মী। ইনিই ভগবৎ-শক্তির প্রথম প্রকাশ এবং সকল শক্তির আশ্রয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়া এবং সেই মায়াই সংসার সৃষ্টি ক...

সংসার-যন্ত্রণার কারণ। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তির নানা বিভাব আছে। কিন্তু শ্রী, বিদ্যা প্রভৃতি অন্তরঙ্গাশক্তির বিভাবসমূহের অর্থ অন্তরঙ্গা দৃষ্টিতে যেরূপ হইয়া থাকে বহিরঙ্গা দৃষ্টিতে সেইরূপ হয় না। অন্তরঙ্গা পক্ষে শ্রী শব্দের অর্থ ভগবৎসম্পদ ও বিদ্যা শব্দের অর্থ পরতত্ত্বের জ্ঞান অর্থাৎ প্রেমানন্দ বুঝায়। কিন্তু বহিরঙ্গা দৃষ্টিতে 'শ্রী' বলিতে জাগতিক সম্পৎ এবং বিদ্যাশব্দে জাগতিক জ্ঞান বুঝায়। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিকেও সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনীভেদে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। বিমলা, জয়া, যোগা, প্রভা, ঈশানী, অনুগ্রহা প্রভৃতি নামগুলি উক্তশক্তিমূর্ত্তিসমূহের বিভিন্ন বৈভবের নাম।

সর্ব্বগুণাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান পরম পুরুষকে নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্র বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। শাস্ত্রে পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে "চিদ্‌ঘন" বলা হইয়াছে। পানিনি বলিয়াছেন 'মূর্ত্তৌ ঘন', অর্থাৎ মূর্ত্তি বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ঘন প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। যিনি চিদ্‌ঘন তাঁহাকে অমূর্ত্ত বলা যায় না। শ্রীভগবান্ চিদ্‌ঘন, তিনি চিন্ময়, সুতরাং মূর্ত্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি কখনও মায়াবদ্ধ সসীম জীবের মূর্ত্তির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহে; তাঁহার দেহাদি কখন প্রাকৃত সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময় নহে। প্রাকৃত মনুষ্যাদি জীবের দেহাদিতে যে সকল দোষ বিদ্যমান থাকে ভগবদ্‌বিগ্রহে সেইসকল দোষ নাই। শ্রীভগবানের বিগ্রহের সহিত তাঁহার স্বরূপের কোন প্রভেদ নাই। তাঁহার মূর্ত্তিটি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। প্রাকৃত জীবের আত্মা ও দেহে যেরূপ পার্থক্য আছে শ্রীভগবানের আত্মা ও শরীরে সেইরূপ পার্থক্য নাই। যাহা আত্মা তাহাই শরীর। ভগবানের বিগ্রহে সত্ত্বরজঃ-তমোগুণের লেশমাত্র নাই। উক্ত বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বগুণময়। শ্রীভগবানের অথবা তাঁহার বিগ্রহের ইন্দ্রিয়াদি আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে সকরণও (ইন্দ্রিয়াদিযুক্তও) বলা যাইতে পারে. বিকরণও (ইন্দ্রিয়াদিবিহীনও) বলা যাইতে পারে। তিনি বিকরণ, কারণ তিনি মনুষ্যাদি জীবের ন্যায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-যুক্ত নহেন। তিনি সকরণ, কারণ তিনি অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত। তাঁহার বিগ্রহ নিত্য। তিনি স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ও সর্ব্ববিধবিকাররহিত। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে নিজেকে ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। অনেকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদির কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত জীবের সহিত তুলনা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শাস্ত্র এবং যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনও স্বরূপভ্রষ্ট এবং বিকারগ্রস্ত হইয়া জীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহার জন্মগ্রহণ ব্যাপারটী একটী লীলা। প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি তাঁহার নিত্য অবিকৃত স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন অথচ সকলের মনে হইয়াছে যে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবৎস্বরূপ অচিন্ত্য হইলেও ভক্তগণ ভক্তিবলে তাহার স্মরণ মননাদি করিতে পারেন। শ্রীভগবান্ যাবতীয় প্রাকৃত নামরূপের অতীত হইলেও শাস্ত্রে তাঁহার নানা রূপ ও নানা নামের বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও ষড়্‌ভুজ কখনও বা অষ্টভুজ ইত্যাদি রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। স্বর্ণকুণ্ডল, স্বর্ণবলয়, স্বর্ণহার প্রভৃতির বিভিন্নরূপে যেমন স্বর্ণের বিকৃতি মাত্র শ্রীভগবানের রূপসমূহ সেইরূপ তাঁহার বিকৃতি নহে। "শ্রীভগবানের রূপ" কথাটিতে তাঁহার বিকৃতিও বুঝায় না, তাঁহার অনিত্যতাও বুঝায় না। তাঁহার প্রত্যেকটী রূপই সত্য এবং প্রত্যেকটী রূপই নিত্য। প্রশ্ন হইতে পারে যে, একই ভগবানে যুগপৎ দ্বিভুজ-চতুর্ভুজাদি বিভিন্নরূপ কি ভাবে অবস্থান করে? ইহার উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বৈদূর্য্যমণির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈদূর্য্য-মণির নানাবিধ রূপ যেমন একই সময়ে উক্ত মণিতে অবস্থান করে সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ রূপও শ্রীভগবানে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের যত রূপ আছে তন্মধ্যে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপই সর্ব্বোত্তম। ইহার চেয়ে সুন্দর রূপ আর কিছু নাই। সাধন-ভজনের পক্ষেও এইরূপই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। ভগবদ্‌বিগ্রহের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা এক হইলেও যুগপৎ অসংখ্য রূপ বা

মূর্ত্তি ধারণে সক্ষম। ভগবদ্‌বিগ্রহের এইসকল মূর্ত্তি প্রকাশমাত্রও হইতে পারে কিংবা আবির্ভাবমাত্রও হইতে পারে। শ্রীভগবান্ প্রাকৃত বা মায়িক বস্তুর মত রূপ ধারণ করিলেও তাঁহার অপ্রাকৃত মায়াতীত স্বরূপ অক্ষুণ্ণই থাকে। ভক্তের দৃষ্টিতে তাঁহার প্রত্যেকটি রূপই প্রীতিকর অপরের নিকট তাঁহার কোন কোনরূপ বীভৎস মনে হইলেও তিনি কখনও তাঁহার ভক্তের নিকট বীভৎস মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন না। ভক্ত রন্তিদেবের নিকট তিনি কুৎসিৎ বৃষলরূপে (অর্থাৎ পতিত শূদ্ররূপে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু উহা তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নহে, মায়িকরূপ মাত্র। অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। তিনি সর্ব্বগত, স্বপ্রকাশ, স্থূলসূক্ষ্মাতিরিক্ত, অবিকারী প্রত্যগ্‌রূপ, প্রাকৃতজন্মকর্ম্মরহিত অথচ সর্ব্ববিধ প্রাকৃতকর্ম্মে নিত্য সক্ষম। তিনি আপ্তকাম। তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই; কোন কামনা নাই; তথাপি তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। এই বিশ্বসৃষ্টি তাঁহার আনন্দের অভিব্যক্তি বা তাঁহার লীলামাত্র।

শ্রীভগবানের নাম সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের নাম নিত্য। শব্দের নিত্যত্ব হইতেই নামের নিত্যত্ব অনুমান করা যায়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে নাম ও নামীতে অভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। নাম ভগবানের স্বরূপ। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নাম উচ্চারণ করে সে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। সম্পূর্ণ নামগ্রহণে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। নামের অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিলেও সুফল লাভ করা যায়। এমন কি ওঁকারাদি নাম সঙ্কেত দ্বারাও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। নাম ভগবানেরই অবতার। এই অবতারকে বর্ণাবতার বলা যাইতে পারে। যদিও বেদান্তাদি শাস্ত্রে অনেক স্থলে ভগবান্‌কে অনাম বলা হইয়াছে তথাপি তিনি নামহীন নহেন। শাস্ত্রে অনেকস্থলে তাঁহার জন্ম, রূপ এবং কর্তৃত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ তাঁহার জন্মাদি প্রাকৃত বিষয় নহে, লীলামাত্র। শ্রীভগবানের নামও সাধারণ নামের মত নহে। ইহা অপ্রাকৃত। ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ ও শক্তি আছে। প্রাকৃত কাল্পনিক নামের আধ্যাত্মিক অর্থ এবং শক্তি নাই। শাস্ত্রে ভগবানের যে সকল নাম উক্ত হইয়াছে এবং যে সকল নামের স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের স্মরণ হইতে থাকে সেই সকল নাম সম্বন্ধেই ভগবৎ-অভিন্নত্বাদি গুণের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের বিশেষ বিশেষ নামই স্মরণীয়। শ্রীভগবানের বর্ণসম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রে তাঁহাকে যে বর্ণে চিন্তা করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাঁহার সেই বর্ণই চিন্তনীয়। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তির ব্যঞ্জক এবং স্মারক। কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রতীক। এই দৃষ্টিতে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণটীকে তমোগুণময় বলিতে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বগুণময়, সেই বিগ্রহে প্রাকৃত সত্ত্ব-রজঃতমোগুণের লেশমাত্রও কল্পনা করা চলে না। বস্তুতঃ বর্ণকেই গুণের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বর্ণই যদি গুণের পরিচায়ক হইত তাহা হইলে ধূর্ত্ত, নির্দ্দয় বককে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলা যাইত, কারণ বক দেখিতে শ্বেতবর্ণ।

প্রাকৃত জন্ম, কর্ম্ম, রূপ, গুণ, বর্ণ প্রভৃতি কিছুই শ্রীভগবানের স্বরূপগত নহে। তথাপি তিনি জন্ম কর্ম্ম রূপ-গুণ-বর্ণাদি-রহিত নহেন। তিনি জন্মকর্ম্মাদিরহিত হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা যাইত না। শ্রীভগবানের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি আছে বলিয়াই তাঁহার অপ্রাকৃত জন্ম, কর্ম্ম, রূপ, গুণ, বর্ণাদি সম্ভব হইয়াছে। সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার গুণ-কর্ম্মাদির পরিচয় লাভ ঘটেনা। সাংখ্য ও যোগদ্বারাও তাঁহার স্বরূপের পরিচয় লাভ করা যায় না। ভক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ভগবানের লীলার যথার্থ আস্বাদন প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। এবং তাঁহার বিগ্রহ যে তাঁহা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানের বিগ্রহই যে ভগবান্ এই বিষয়ে মহৎ ব্যক্তিদিগের অনুভূতিই (বিদ্বদনুভবই) একমাত্র প্রমাণ।

প্রাকৃত রূপগুণের অতীত অপ্রাকৃত রূপগুণবিশিষ্ট লীলাময় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের সহচরেরাও অপ্রাকৃত

রূপগুণবিশিষ্ট। তাঁহার বাসস্থান, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতিও অপ্রাকৃত; ইহারা তাঁহার স্বরূপশক্তির অন্তর্গত। তাঁহার বাসস্থান বৈকুণ্ঠলোক ও তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার স্বরূপশক্তিরই অঙ্গীভূত। তাঁহার প্রপঞ্চাতীত ধামের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ধাম শব্দটি জ্যোতিঃ বা তেজ অর্থেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং ভগবানের ধামের এক অর্থ তাঁহার প্রকাশ শক্তি। ভগবানের ধাম বা বাসস্থান ত্রিগুণাতীত। উহা জ্ঞানকর্ম্মগোচর নহে, ভক্তিলভ্য। একবার ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলে আর তাহা হইতে পতন হয় না। শ্রী ভগবান্ যেরূপ সচ্চিদানন্দ তাঁহার ধামও সেইরূপ। তাঁহার ধামকেই বেদে 'বিষ্ণুপদ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বিষ্ণুপদ স্বর্গাদি সকললোকের উর্দ্ধে। শ্রীভগবানের বিগ্রহের যেমন আবির্ভাব আছে তাঁহার ধামেরও সেইরূপ আবির্ভাব আছে। ভগবদ্ধামের আবির্ভাব নিঃসংশয়ে সত্য হইলেও ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ তাহা দেখিতে পারে না। শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তগণ মায়িক জগতে দ্বারকা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে তাঁহার ধামের আবির্ভাব এবং তাঁহার নিত্যলীলা দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার দিব্য বসনভূষণাদি সম্বন্ধেও ভক্তের অনুভূতি বা দর্শনই প্রধান প্রমাণ॥

শ্রীভগবানের নিত্য সহচর বা পার্ষদেরাও তাঁহারই শক্তির প্রকাশ। হ্লাদিনীরূপা মহালক্ষ্মীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রী বা মহালক্ষ্মী তাঁহার নিত্য সহচরী এবং তাঁহা হইতে অভিন্না। শ্রীভগবানের বহু পার্ষদ আছেন। পার্ষদগণই ভজনানন্দের প্রকৃত অধিকারী। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দ শ্রেষ্ঠ। স্বরূপানন্দ শব্দের অর্থ ভগবানে মিশিয়া যাইবার আনন্দ। ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানে মিশিয়া যাইতে চাহেন না। মুক্ত অবস্থাতেও তাঁহারা শ্রীভগবানের সেবকরূপে থাকিয়া তাঁহার ভজনা করিতে চাহেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে মুক্তিলাভ হইলেও ভজনের শেষ হয় না বরং মুক্তাবস্থায় উত্তরোত্তর ভজনের উৎকর্ষ ঘটিতে থাকে। ভক্তবৎসল রসঘনতনু ভগবান্ তাঁহার একান্ত ভক্তগণকে তাঁহার স্বরূপের আনন্দ উপভোগ করাইয়া থাকেন। সেই আনন্দ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্রহ্ম অপেক্ষা ভগবানের পূর্ণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এবং ভগবান্ দুইটী পৃথক্ পদার্থ নহেন। শ্রীভগবানই একমাত্র চরমতত্ত্ব। কিন্তু তিনি এক হইলেও সকলের নিকট একভাবে প্রকাশিত হন না। সাধকদিগের অধিকার অনুসারে তাঁহার প্রকাশের তারতম্য হয়। যেখানে তাঁহার অভিব্যক্তি অপূর্ণ বা আংশিকমাত্র সেইখানে তাঁহাকে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। যেখানে তাঁহার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটে সেইখানে তিনি ভগবান্ নামে পরিচিত হন। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা ভগবানেরই আংশিক প্রকাশ; সেইজন্য ব্রহ্মের সহিত ভগবানের সম্পর্কটীকে 'অভেদের মধ্যে ভেদ' বলাই যুক্তিসঙ্গত। তত্ত্ব এক হইলেও তাহার সম্বন্ধে সকলের অনুভূতি এক প্রকার হয় না। সাধনপ্রণালীর পার্থক্য এবং সাধকের যোগ্যতাভেদে তত্ত্বানুভূতির বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ জ্ঞানকেই চরমতত্ত্ব-উপলব্ধির উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধনায় কখনও পূর্ণপুরুষ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না জ্ঞানের চরম ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। যাহারা ভক্তিমার্গের সাধনা দ্বারা চরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন কেবল তাঁহারাই ভগবানের পূর্ণস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। জ্ঞানদ্বারা ভগবানের যে পরিচয় লাভ করা যায় তাহা অপূর্ণ। ভক্তিদ্বারা ভগবানের যে পরিচয় লাভ করা যায় তাহাই পূর্ণ। সেইজন্য ভক্তি জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তকেই চরমতত্ত্ব জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তিই যদি শ্রেষ্ঠ সাধন হইয়া থাকে তাহা হইলে জ্ঞান বর্জ্জন করিতে দোষ কি? শ্রীজীবগোস্বামিপাদ জ্ঞানের নিন্দা করেন নাই কিংবা জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতেও বলেন নাই তিনি ভক্তির তুলনায় জ্ঞানকে অপূর্ণ বলিয়াছেন মাত্র

জ্ঞানদ্বারা সম্পূর্ণভাবে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভক্তি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া দিতে সমর্থ, কারণ ভক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিরই এক আশ্চর্য্য বিভাব। ভগবান্ অঙ্গী; ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গ। অঙ্গ যেমন অঙ্গীর অধীন সেইরূপ জ্ঞানীর ব্রহ্মও ভক্তের ভগবানের অধীন। অঙ্গীর পূর্ণ-উপলব্ধি-লাভ হইলে অঙ্গের উপলব্ধি লাভ হইতে বাকী থাকে না, কারণ প্রত্যেক অঙ্গই অঙ্গীর সহিত অংশাশিরূপে যুক্ত। সুতরাং ভক্ত যখন তাঁহার ভক্তিদ্বারা ভগবানকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করেন তখন সেই পূর্ণানুভূতির মধ্যে জ্ঞানীর ব্রহ্মানুভূতিও অবস্থান করে। এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞান ভগবদ্‌ভক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, ইহার আর কোন পৃথক্ অনুভব তখন থাকে না। ভক্তি দ্বারা ভগবানের পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণানুভূতি লাভ হয়। আর জ্ঞানদ্বারা ভগবানের আংশিক অনুভূতি বা ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয়। যাহা দ্বারা পূর্ণানুভূতি লাভ হয় তাহা নিশ্চয়ই অংশানুভূতির কারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ভক্তি, জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তের ভজনানন্দ জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অবলম্বন করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভক্তি যখন জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তখন ভক্তিমূলক শাস্ত্রাদি অবশ্যই জ্ঞানমূলক শাস্ত্রাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র-প্রতিপাদক অমূল্য গ্রন্থ। সুতরাং ইহা জ্ঞানকাণ্ডীয় সকল শাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এইসকল শাস্ত্রে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মার অধিক আর কোন বিষয়ের আলোচনা নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ণতত্ত্ব ভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভক্তিই ভগবানকে লাভ করিবার উপায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই ভগবৎপ্রাপ্তির পথই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদের কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড হইতে উৎকৃষ্ট। ইহা কোন সাধারণ ব্যক্তির রচনা নহে। ইহার রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীভগবানের অবতার। তিনি সমাধিযোগে পূর্ণপুরুষ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া তাঁহার লীলা বর্ণন করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং শ্রীভগবানের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন বা শ্রবণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে ভাগবতজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য হইতে ব্রহ্মা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও অঙ্গ নামক চারিটি তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্রার্থ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞানশব্দের অর্থ অনুভব, রহস্য শব্দের অর্থ ভক্তি এবং তদঙ্গের অর্থ ভক্তির সাধন। শ্রীমদ্ভাগবতের যে চারিটি শ্লোকে উক্ত চারিটি বিষয় বর্ণিত আছে, সেই শ্লোকচতুষ্টয়ের নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত রহস্য শব্দটীর অর্থ ভগবৎপ্রেম। ভগবৎপ্রেম অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্বরূপ। ইহা নিত্যসিদ্ধ। ভক্তের হৃদয়ে স্বতঃই ইহার আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। শ্রীভগবানের এই রহস্য বা প্রেম স্বতঃপ্রকাশ পদার্থ হইলেও ভক্তি ব্যতীত ইহাকে জানিবার অন্য কোন উপায় নাই। এই রহস্য অপরের জ্ঞেয় নহে, এমন কি বেদবিদ্‌গণেরও গোচর নহে। ভগবান্ স্বরূপতঃ প্রেমময় অথচ বেদে তিনি অনির্দ্দেশ্য এবং অব্যক্তই রহিয়া গিয়াছেন, কারণ বেদাদিশাস্ত্র তাঁহার রহস্য সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটন করিতে পারে না। কিন্তু ভক্তি-দ্বারা তাঁহার রহস্য সম্যকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ দুই প্রকার ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। একটির নাম সাধনভক্তি অপরটির নাম প্রেমভক্তি। সাধন-ভক্তিতে শাস্ত্রবাক্য এবং গুরুর উপদেশ অপেক্ষা আছে। প্রেমভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহাতে গুরূপদেশ কিংবা শাস্ত্রের আদেশের অপেক্ষা থাকে না ইহা শিখিবার কিংবা শিখাইবার বিষয় নহে। সাধনভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তি শ্রেষ্ঠ। সাধনভক্তির চরমফল ব্রহ্মজ্ঞান ইহা দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। কিন্তু প্রেম ভক্তিদ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। একমাত্র প্রেম ভক্তির বলেই ভগবানের স্বরূপের-উপলব্ধি ঘটিয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রেমভক্তি ব্যতীত ভগবানের উপলব্ধি অসম্ভব হইলে বেদাদিশাস্ত্র এবং সাধনভক্তির সার্থকতা কোথায়? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদাদিশাস্ত্রে

যে সকল পুণ্যকর্ম্মের কথা আছে তাহাদের অনুশীলনের ফলে কাহারও কাহারও সাধনভক্তিতে মতি হইয়া থাকে, এবং নিরন্তর সাধনভক্তির অনুশীলনের ফলে তাঁহাদের প্রেম ভক্তিপ্রাপ্তির যোগ্যতালাভ হয়। সুতরাং অধিকারীভেদে বৈদিক বিধিনিষেধ, বৈদিক কর্ম্ম-জ্ঞান ও সাধনভক্তির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভগবান্‌কে কেন্দ্রে রাখিয়া সকল শাস্ত্রের সমন্বয় বিধান করা হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্ববেদার্থপ্রতিপাদক, শ্রীভগবান্‌ই বেদের প্রকৃত লক্ষ্য বস্তু।

যৎকিঞ্চিৎ

বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভু। শ্রীনবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া প্রেমানন্দের অমৃতাস্বাদে জীবমাত্রকে তিনি ধন্য করিয়াছিলেন। শুধু কি তাহাই? শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমনে হিন্দু তাহার হিন্দুত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে, মুসলমান তাঁহার ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য অনুভব করিয়া সানন্দে ভজনানন্দে দিন কাটাইতেছে। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতিগণ তাঁহার প্রেরণায় আহার বিহারে সদাচারী হইয়া এবং প্রেমধর্ম্মের অনুভবে সমৃদ্ধ হইয়া এক অপূর্ব্ব প্রীতিময় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ণাশ্রমীগণের হৃদয়েও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণায় প্রীতির বন্যা বহিয়াছে। তাঁহারা উচ্চ নীচ ভুলিয়া অস্পৃশ্য চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে নৃত্য করিয়াছেন। "চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলী কবে বা ছিল এ রঙ্গ"। মহাপ্রভু যে প্রেমের বন্যায় জীবকে ভাসাইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ভাসিয়া গেল, দম্ভ অভিমানের অবসান হইল, ভজনোত্থ দৈন্যে সকলের চিত্ত পূর্ণ হইল বহু দিনের পর সোনার ভারতে পরম শুভদিনের উদয় হইল।

কাহার করুণায় এই অঘটন ঘটিয়াছিল? শাস্ত্র বলেন —শ্রীরাধাভাবাঢ্য মাধবের আগমনে। আপন জনকে চিনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন, নামসঙ্কীর্ত্তনে আকাশ বাতাস মুখরিত হইল। তাঁহার আবির্ভাবের শুভ তিথি বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া আসে। কিন্তু সেই শুভদিনে বাঙ্গালী-সমাজ তো কই সার্ব্বজনীনভাবে আনন্দোৎসব করে না? আবার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দলাদলীতে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। এ অবস্থার অবসান ঘটাইতেই হইবে। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া ইহার উপায় নিরূপণের চেষ্টা করি।

বর্ত্তমান বর্ষে গৌরগতপ্রাণ ভক্তমণ্ডলীকে আমরা দুইটি আনন্দসংবাদ পরিবেশন করিতে সমর্থ হইতেছি।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাসআঙ্গিনায় প্রভুপাদ নিমাইচরণ গোস্বামীর হৃদয়ে এক শুভ প্রেরণায় উদয় হয়—"শ্রীগৌর পূর্ণিমাতে শ্রীনবদ্বীপ ধামের প্রতি গৃহ আলোকসজ্জা ও পুষ্পমালায় সজ্জিত করিয়া শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক এই শুভতিথিকে আবাহন করিতে হইবে এবং বালকবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলকে দলে দলে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে হইবে।" এ বিষয়ে তিনি নবদ্বীপের বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট আবেদন জানান। ইহাতে অভূতপূর্ব্ব সাড়া পাওয়া যায়। অরুণোদয় হইতেই প্রতি গৃহে শুভ শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হয়। আলোকমালা ও পুষ্পসজ্জায় সমস্ত নগরী এক অপরূপ শোভা ধারণ করে। তাহার পর দলে দলে সঙ্কীর্ত্তনের শোভাযাত্রা। অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ছাত্রগণ এই উৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের নরনারী ইহাদের দৃষ্টান্তে অনেক কিছু শিখিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় শুভ সংবাদটি হইতেছে—ঐ শুভতিথিতে কলিকাতায় স্বনামধন্য বৈষ্ণবচূড়ামণি 'অমিয়নিমাইচরিত-প্রণেতা শিশিরকুমার ঘোষের সুযোগ্য বংশধর শ্রীমান্ তরুণকান্তি ঘোষ মহোদয়ের পরিচালনায় বিরাট নগর-

সঙ্কীর্ত্তন। ইহার পূর্ব্বেও তিনি কয়েকবার এইরূপ বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিয়াছিলেন। বিভিন্ন বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠান এই সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতার নাগরিকগণের হৃদয়ে এই সঙ্কীর্ত্তনপরিক্রমা এক নবীন ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। বহু রাজপুরুষ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ইহার পর জনসভায় সমবেত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই শুভ আবির্ভাবতিথির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই আদর্শের সারবত্তা বুঝিয়া তাহার অনুসরণ করিবার জন্য আমরা কলিকাতার নাগরিকগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম গৃহে গৃহে উদ্‌ঘোষিত হউক।

শ্রীবাস আঙ্গিনায়—

গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্মিলনীর কার্য্যকরীসমিতির অধিবেশন চলিতেছে। সভাপতি হইয়াছেন শ্রীবাস আঙ্গিনার প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী মহোদয়। সভার অন্তে প্রভুপাদ আমাকে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস আঙ্গিনায় উৎসবে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীবাস আঙ্গিনায় আমন্ত্রণ! মন আশায় আনন্দে দুলিতে লাগিল। সানন্দে প্রভুপাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। ইহার পর প্রতীক্ষিত সেই শুভদিন ক্রমে নিকটে আসিয়া পড়িল। শাস্ত্রে শ্রুত সব কথাগুলিই আজ মনে পড়িতেছে। শ্রীবাস-আঙ্গিনায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের কথা, ভক্তগণের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমস্ত রাত্রি প্রেমাবেশে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা, আর প্রভু নিত্যানন্দকে মালিনী দেবীর স্তন্যপান করানোর কথা। মনে হইল তবে কি শ্রীনিত্যানন্দ-জননী মা পদ্মাবতী নিজ অনন্ত বাৎসল্যরস প্রভু নিত্যানন্দকে পান করাইবার লোভে অংশে শ্রীবাস-গৃহিনী মালিনী দেবীতে আবিষ্ট হইয়াছেন!! আজও কি তাঁহারা তেমনিভাবে লীলা করিতেছেন!! শাস্ত্রে তো বলেন "অদ্যাবধি সেই লীলা করে গোরা রায়"। লীলা নিশ্চিতই চলিতেছে। কিন্তু তাহা আমি দেখিতে পাইব কি?

ট্রেণে উঠিয়াছি, বেদনার্ত্ত সন্তান যেমন আর্ত্ত হইয়া মায়ের কাছেই প্রার্থনা জানায়, তেমনি সপার্ষদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য কখনও শ্রীনিত্যানন্দদুহিতা জননী গঙ্গার নিকট কখনও বা শ্রীবাসগৃহিনী মালিনী দেবীর নিকট আমার অন্তরের প্রার্থনা জানাইতেছিলাম। স্থির করিলাম শ্রীধাম নবদ্বীপে নামিয়াই নদীয়ার ধূলায় লুন্ঠিত হইব, নদীয়াবাসীর পদধূলি মস্তকের ভূষণ করিব। কিন্তু যখন শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতরণ করিলাম তখন এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত কাজটি আর করিতে পারিলাম না। কেমন যেন একটা সঙ্কোচ আসিয়া চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বুঝিলাম এবারেও সাধ মিটিবে না। অন্তর হাহাকার করিতে লাগিল। নিরাশার দ্বন্দ্বে শ্রীবাস আঙ্গিনায় গিয়া অবতরণ করিলাম। দর্শন করিলাম শ্রীরাধাকুণ্ডের মহান্ত শ্রীনবদ্বীপ দাসজী, প্রভুপাদ চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী এবং প্রভুপাদ শ্রীরাম নৃসিংহ গোস্বামী বসিয়া আছেন। সুযোগ বুঝিয়া সানন্দে তাহাদিগকে প্রণাম করিতে গেলাম। কিন্তু যখন স্বয়ং তাঁহারা আমার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে মর্য্যাদা দিলেন তখনই আমার সব আশা নির্ম্মূল হইল।

জননী গঙ্গার শান্তিময় ক্রোড়ে অবগাহন করিয়া নিজ বেদনার কথা তাঁহাকে জানাইলাম। কিন্তু কই শ্রীনিত্যানন্দনন্দিনী তো কৃপা করিয়া দর্শন দিলেন না। ঈষৎ বেদনার্ত্ত চিত্তে প্রসাদ পাইয়া শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। শ্রীবাস আঙ্গিনায়

মহতী ভক্তসভার অধিবেশন হইয়াছে। কলিকাতায় অনেক সভা দেখিয়াছি, কিন্তু শ্রীবাস আঙ্গিনার এই ভক্তসভায় প্রভুপাদের আদেশে শ্রীভাগবতকথা বলিতে গিয়া কণ্ঠ শুখাইয়া আসিতে লাগিল। কম্পিতকণ্ঠে কিছু বলিয়া আসন হইতে নামিয়া পড়িলাম। ইহার পর শ্রীভাগবতকথা চলিতেই লাগিল। বেলা ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এক আসনে বসিয়া কেহ যে শ্রীভাগবতকথা শুনিতে পারেন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। এমন কি যখন জনৈক অবাঙ্গালী অধ্যাপক বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দিতে মিশাইয়া বক্তৃতা করিলেন শ্রোতৃগণ বুঝিতে না পারিলেও কৃষ্ণকথা বুঝিতে ধৈর্য্য ধরিয়া তাহা শ্রবণ করিলেন। এই মনোহর শ্রীভাগবতোৎসবে সেই স্মরণীয় সন্ধ্যাটি বিশেষ আনন্দে কাটিয়া গেল। ইহার পর প্রভুপাদের করুণায় প্রচুর আতিথ্যে তৃপ্ত হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। প্রভু নিত্যানন্দের চরণ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। হায়! স্বপ্নেও যদি কিছু দর্শন পাইতাম! অন্তরে যেন বিপুল আনন্দের বন্যা আসিয়াছিল। ইহাই শেষ আর কিছু পাইলাম না। রাত্রি ৩টায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহিরে গিয়া বহুক্ষণ এদিক ওদিক দেখিলাম কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অবশিষ্ট রাত্রি বসিয়া কাটাইলাম। ভোরের সময় দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় অতি মধুকণ্ঠে নিতাই গৌর নাম শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম। দূরে কোথায় কোন ভজনানন্দী বাবাজী মহাশয় শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমনি করিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে স্নানাহ্নিক সমাধান করিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইয়াছি প্রভুপাদের আদেশে শ্রীনিমাই প্রভু আমাকে প্রাচীন কুলবৃক্ষ এবং কেলীকদম্ব বৃক্ষ দেখাইলেন। ইহার পর কলিকাতায় ফিরিয়াছি আজিও নির্জ্জনে বসিয়া ভাবি—করুণা আর কবে পাইব!! দিন ফুরাইয়া গেল জয় নিতাই!! (কস্যচিৎ)।

গ্রন্থ-পরিচয়

রায়চৌধুরী।

১। ভগবদ্গীতি কুসুমাঞ্জলি

শ্রীহরিদাস নামানন্দ বিরচিত ও সূর্য্যমণি ললিতা-সাহিত্যভবন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুইখণ্ড একত্রে ১৶৹।

গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। গ্রন্থকার শ্রীহরিদাস নামানন্দ মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের নাম Sri S. C. Roy, M.A. (Lond.), I.E.S.। ইনি প্রথমতঃ একাধিক সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও পরে আসাম প্রদেশের ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক্ ইন্‌ষ্ট্রাকশন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম-জীবনে ইতি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন এবং পরলোকগত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি ইঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে ইহার অপূর্ব্ব রতি জন্মায় এবং ইনি এখন সর্ব্বদাই নামানন্দে বিভোর থাকিয়া স্বীয় হরিদাস নামানন্দ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আটাশটি ও দ্বিতীয় খণ্ডে নয়টি গীতি আছে। সবগুলি গীতিই ভগবদ্‌বিষয়ক এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব ও প্রাণরসে ভরপুর। বৈষ্ণবের দৃষ্টি যে সমদর্শনের দৃষ্টি তাহার পরিচয় এই গ্রন্থখানির মধ্যে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থকার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা সকল সম্প্রদায়ের মহাপুরুষগণেরই চরণে ভক্তি—অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। রসিক ভক্তগণ এই গীতি-কুসুমাঞ্জলি পাঠ করিয়া যে আনন্দলাভ করিবেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। এই গ্রন্থমধ্যে মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিসৃত

শিক্ষাষ্টকের গ্রন্থকার-কৃত সুন্দর পদ্যানুবাদ আছে। বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট উহা বিশেষ উপাদেয় হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

২। ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

শ্রীহরিদাস নামানন্দ বিরচিত ও সূর্য্যমণি ললিতা-সাহিত্য ভবন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০

পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও রসিক ভক্তগণের চিত্ত বিনোদন করিবে। ইহা (১) শ্রীগুরু-গীতিকা (২) মাতৃসঙ্গীত (৩) গৌর-ভজন (৪) রাধাকৃষ্ণ-ভজন ও (৫) নামামৃত এই পাঁচ অঞ্জলিতে বিভক্ত। প্রতি বিভাগেই ও প্রতিটি কবিতায় ভজন-বিজ্ঞ গ্রন্থকারের আনন্দানুভূতির পরিচয় পরিস্ফুট। গৌরভজন অধ্যায়ে শ্রীযুত নামানন্দ মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান ও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রেম ও সেবাশীর্ষক গীতিদ্বয়ে যে মধুর রস পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই ভক্তের হৃৎকর্ণরসায়ন যথা,—

"গোরার কোমল পরশ ভালবাসি
আমি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাদাসী।
গোরার নামামৃত ভালবাসি
আমি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবাদাসী।"—ইত্যাদি।

এই গ্রন্থখানি ভক্তসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়াই মনে করি।

শ্রীশ্রীব্রজবিহার কাব্য

শ্রীধরস্বামি-বিরচিত। শ্রীরাজমোহন নাথ কর্ত্তৃক মূল ও পদ্যানুবাদসহ সম্পাদিত। প্রকাশক—সূর্য্যমণিললিতা-সাহিত্য ভবন। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য মহোদয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন "এই কাব্য সাধারণের একান্ত অগোচর ছিল। সম্পাদক মহাশয় এই মধুর কাব্য মধুর পদ্যানুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়া ভগবদ্ ভক্তবৃন্দের মহোপকার ও পরমপ্রীতি-সাধন করিয়াছেন।" মহামহোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। কারণ শ্রীপাদ্ শ্রীধরস্বামীকে আমরা শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতায় সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার-রূপেই জানিতাম। তিনি যে কোনো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদের জ্ঞাত ছিল না। আলোচ্য কাব্যখানি অতি ক্ষুদ্র, মাত্র ২০টী শ্লোকে সম্পূর্ণ। তাহা হইলেও ইহা অতি অমূল্য গ্রন্থ; ইহাতে বিবিধ অলঙ্কার ও ছন্দ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনবিহার লীলা বর্ণিত হইয়াছে। উহা ভক্তগণের পক্ষে চিন্তামণি-স্বরূপ। এই গ্রন্থখানির মূল পুঁথি আসামের বরপেটা পালংদি হাটীর শ্রীহরিদেব মিশ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট আছে। শ্রীযুত রাজমোহন নাথ মহাশয় সর্ব্বপ্রথম এই গ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রকাশের জন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। শ্রীধরস্বামিপাদের রচনা যেমন সুমধুর, নাথ মহাশয়ের পদ্যানুবাদও সেইরূপ সুন্দর। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ একটি শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত হইল :—

"নবীননীলাম্বুদকান্তিমদ্বপুঃ
সস্মেরবক্ত্রাম্বুজবেণুবাদনঃ।
অনেকরত্নাভরণৈ বিভূষিতঃ
য সুন্দরাঙ্গো মহসা মহোজ্জ্বলঃ। "(১১)"

"নব নীলাম্বুদকান্তি　　সুঠাম দেহের ভাতি
সহসিত মুখপদ্মে করে বংশীধ্বনি।
নানারত্ন আভরণ　　অঙ্গ করে বিভূষণ
মহাতেজে সমুজ্জ্বল সুচারু অঙ্গখানি।"

আত্মানুসন্ধান

ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাস, এম্, ডি।

আপনারে নিয়ে বিব্রত রহিনু আপনা বলিব কারে,
আপনার তরে আপনা ভুলেছি আপনা করেছি পরে।
থাকি পরবাসে, পর পর-বাসে, পর কি মরম জানে?
আপন আবাসে করগো সন্ধান আপনি আপন মনে।

প্রার্থনা।

শ্রীসদানন্দ ঠাকুর।

(১)

গোলোকবিহারী হরি রাধাকান্ত রাধে।
তুমি দুর্ব্বলের শক্তি, ঘটে তব নামে মুক্তি,
স্বাধীন সর্ব্বজ্ঞ তুমি ভক্ত তোমা সাধে,
গোলোকবিহারী হরি রাধাকান্ত রাধে॥

(২)

বৃন্দাবন প্রাণধন অকুলে কাণ্ডারী।
রাধা হৃদি-রঞ্জন তুমি রাখাল জীবন,
দৈত্যকুল ধ্বংস কর বিনোদবিহারি,
বৃন্দাবন প্রাণধন অকুলে কাণ্ডারী॥

(৩)

নন্দের নন্দন তুমি মুকুন্দমুরারি
দুঃখীজনপরিত্রাতা তুমি প্রভু প্রেমদাতা,
তুমি জীবনের সার ওহে বংশীধারী।
নন্দের নন্দন তুমি মুকুন্দমুরারি॥

(৪)

রীতি নাহি জানি হরি পূজিব কেমনে
তুমি দেব আদিদেব, ভজে তোমা মহাদেব,
সুর নর মুনি ঋষি প্রণত চরণে।
রীতি নাহি জানি হরি পূজিব কেমনে॥

(৫)

মতি যেন থাকে পদে ওহে ভগবান।
এই ভিক্ষা যাচি পদে, (তোমা) পাই যেন নিরাপদে
কুমন্ত্রণা হৃদে যেন নাহি পায় স্থান।
মতি যেন থাকে পদে ওহে ভগবান॥

শ্রীমতীর আশা

শ্রীরামচন্দ্র রায়।

বনফুল তুলি মালাটী গাঁথিয়া, ব'সে থাকি সখি সাজায়ে ডালা,
হিয়ার পিয়াসা মিটাইতে যদি, আসে শ্যাম রায় চিকনকালা।
সারাটীরজনী, আঁখিজলে ভাসি, চমকিয়া উঠি কোকিলাতানে.
সাজানবাসর খালি প'ড়েথাকে, নিঠুরকালার বাজেনা প্রাণে।
কত ছল করি যমুনাতে যাই. পূর্ণ গাগরি শূন্য করিয়া,
বংশীবটতলে নব নটবরে দেখিয়া আসিব চক্ষু ভরিয়া।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃতে পসরা সাজায়ে, মথুরার পথে ছুটিয়া যাই,
যমুনাপুলিনে পরাণমাতান, বংশীরব যদি শুনিতে পাই।
কত শত আশা, কত ভালবাসা জীবনের শত সুখের সাধ
অভাগী রাধার সুখ-স্বপ্ন সব ! নিদয় অক্রূর সাধিল বাদ।
মনে করি, সখি, লাজ, মান, ভয়, বিসর্জ্জিয়া সব মথুরা যাই,
পাতিপাতিকরি খুজিসেথা যদি, রাধাবিনোদিয়া দেখিতে পাই।
এনে দে সজনি, মিনতি চরণে, শ্যাম গুণনিধি, চিকণকালা,
সে রাঙ্গাচরণ হৃদয়ে ধরিয়া, জুড়াইবে জালা অবলা বালা।
শ্যামপরশনে তাপিত পরানে উঠিবে ফুটিয়া আবার হাসি,
শ্যাম আগমনে এই ব্রজবনে, নীপতরুমূলে বাজিবে বাঁশী।

প্রতীক্ষায়

শ্রীরাসমোহন কাব্যপুরাণতীর্থ।

পথ চেয়ে সারা রজনী কাটিল কৃষ্ণ এলোনা সখী
বনফুল দিয়ে গেঁথেছিনু হার মনোগত নানা সেবা উপচার
জীবনের সাধ মিটিল না আর কি হবে এ সব রাখি
ফোটে ঝরি যায় কত ফুলদল স্মরি রাধানাথে চোখে আসে জল
শীর্ণা যমুনা কাঁদে অবিরল শ্রীমাধবে নাহি দেখি
ধেনুগণ গোঠে যায় ধীরেধীরে কতআশানিয়ে চেয়ে থাকি দূরে
প্রাণনাথ মোর এলোনাতো: ফিরে কি হবে পরাণ রাখি॥
বেলা অবসান নামিল রজনী চিরতরে দাও বিদায় সজনী
যেথা মোর প্রভু সেই পথ ধরি উড়ুক পরাণ পাখী।

কেচিৎ সাগরভূধরানপি পরাক্রামন্তি নৃত্যন্তি বৈ কেচিদ্দেবপুরন্দরাদিষু মহাক্ষেপং ক্ষিপন্তো মুহুঃ
আনন্দোদ্ভটজালবিহ্বলতয়া তেঽদ্বৈতচন্দ্রাদয়ঃ কে কে নোদ্ধতবন্ত ঈদৃশি পুনশ্চৈতন্যনৃত্যোৎসবে ॥২৭॥

অন্বয়।—কেচিৎ (মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি পার্ষদগণ) সাগরভূধরানপি (নৃত্যচ্ছলে যেন সমুদ্রপর্ব্বতাদিকেও) পরাক্রামন্তি (লঙ্ঘন করিয়াছিলেন)। কেচিৎ নৃত্যন্তি বৈ (শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি পার্ষদগণ আনন্দোল্লাসে নৃত্য করিয়াছিলেন) কেচিৎ মুহুঃ দেব-পুরন্দরাদিষু মহাক্ষেপং ক্ষিপন্তো নৃত্যন্তি (শ্রীবাসাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ স্বর্গসুখাসক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে বারংবার মহাধিক্কার দিয়া আনন্দোল্লাসে নৃত্য করিয়াছিলেন)। ঈদৃশি চৈতন্যনৃত্যোৎসবে (এইপ্রকার চৈতন্য-নৃত্য-মহোৎসবে) আনন্দোদ্ভট-জালবিহ্বলতয়া (উদ্ভট-আনন্দজালে বিহ্বল হইয়া) তে অদ্বৈতচন্দ্রাদয়ঃ কে কে উদ্ধতবন্তো ন ভবন্তি? (সেই অদ্বৈতচন্দ্র প্রভৃতি কেই বা উদ্ধত হন নাই?) ॥২৭॥

মূলানুবাদ। শ্রীবৃন্দাবনের মধুরোজ্জ্বল প্রেমমাধুরী আস্বাদন করিলে হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিয়া উঠে। সেই প্রেমের মহামধুর আস্বাদনে নিরন্তর বিভোর হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে কেহ কেহ এমন উদ্ভট নৃত্য করিতেছিলেন মনে হইতেছিল বুঝি সাগর ভূধরকেও তাঁহারা লঙ্ঘন করিবেন। কেহবা স্বর্গসুখাসক্ত দেবরাজ প্রভৃতিকে মহাধিক্কার দিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যনৃত্যমহোৎসবে উদ্ভট আনন্দজালে বিহ্বল হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি পার্ষদগণ কেই বা উদ্ধতের ন্যায় আচরণ করেন নাই? ॥২৬॥

টীকা—এষামনুভাবং দর্শয়ন্ চমৎকারত্বেন মহিমানমুন্নয়তি—কেচিৎ সাগরভূধরানিত্যাদি। ঈদৃশি চৈতন্যনৃত্যোৎ-সবে অদ্বৈতচন্দ্রাদয় কে কে জনা উদ্ধতবন্তো ন ভবন্তি অপিতু সর্ব্বে। তত্র কেচিৎ শ্রীমুরারি গুপ্তাদয়ঃ সমুদ্রপর্ব্বতানপি পরাক্রামন্তি লঙ্ঘয়ন্তীব। কেচিৎ ভগবদদ্বৈতাদয়ো নৃত্যন্তি কেচিৎ শ্রীবাসাদয়ো দেবেষু ক্রীড়াসক্তেষু পুরন্দরাদিষু মুহুর্বারং-বারং মহাধিকারং প্রেরয়ন্তো ন্ত্যন্তি চ। কথং এবম্ভূতা এবং কুর্ব্বন্তি? তত্রাহ আনন্দেত্যাদি। আনন্দঃ প্রেমামৃতা-স্বাদসুখবিশেষঃ স এব উদ্ভটং ব্যাপকং জালং তেন যা বিহ্বলতা বাহ্যাস্ফূর্ত্তিস্তয়োপলক্ষিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। জালরূপকেন বাহ্যস্ফূর্ত্ত্যাবরণং ধ্বনিতম্। নৃত্যাদয়োঽনুভাবাস্তল্লক্ষণম্—অনুভাবাস্ত চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ তেতু নৃত্যং বিলুঠিতং হুঙ্কারাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ আনন্দরসপূরস্থাঃ চৈতন্যপদপার্ষদাঃ। নানানুভাবমীশস্য প্রকাশন্তে নটোৎসবে ॥ ২৭ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

অথবা শাস্ত্রোপদিষ্ট ,বিষ্ণুভক্তি পূর্ণভাবে যাজন করিলেও গৌরভক্তের গুণের কোটী অংশের এক অংশও হইবে না। যদি কেহ ভগবৎস্বরূপের নিরন্তর ধ্যানে কিম্বা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিভক্তিসাধনে সর্ব্বদা রত থাকেন, তথাপি সর্ব্বশক্তিসার-হ্লাদিনীশক্তিযুক্ত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়ভক্তগণের পদনখের কিরণামোদভজনাকারী জনে যে স্বভাবসিদ্ধ সদ্গুণরাশি প্রকাশ পায়. তাহার কোটি অংশের এক অংশও অন্যত্র দেখা যায় না। গৌরভক্তের চরণভজনকারীরই যদি এইরূপ মহিমা হয়, তাহা হইলে গৌরভক্তের মহিমা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমেয়। চৈতন্যভক্তের ভক্তজনে যে গুণ দেখা যায় তাহার কোটি অংশের একাংশও অন্যত্র দেখা যায় না ॥২৬॥

শ্রীগৌরভক্তের অনুভাব দর্শন করিয়া যেন চমৎকৃত হইয়াই এই শ্লোকে তাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিতেছেন। নাম-সংকীর্ত্তনমধ্যে যখন শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নৃত্যোৎসব প্রকট করিয়াছিলেন, তাঁহার ভক্তগণ সকলেই তখন প্রেমমধুপানে প্রমত্ত হইয়া উদ্ধতের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতি নৃত্যোৎসবে যেন সমুদ্র পর্ব্বত প্রভৃতিকেও লঙ্ঘন করিয়া-

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোঽপি বা সম্বন্ধো ভগবৎপদাম্বুজরসেনাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে
তৎ সর্ব্বং নিজভক্তিরূপপরমৈশ্বর্য্যেন বিক্রীড়তো গৌরস্যাস্য কৃপাজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্ম্মৎসরাঃ ॥ ২৮॥

অন্বয়।—অস্মিন্ জগন্মণ্ডলে (এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে) ভগবৎপদাম্বুজরসে (শ্রীভগবৎপ্রেমে) কস্যাপি য কোঽপি সম্বন্ধঃ (কাহারও কোন প্রকার সম্পর্ক) ন ভূত ন ভবিতা ন বা ভবতি (হয় নাই হইবে না)। নিজভক্তিরূপপরমৈশ্বর্য্যেন বিক্রীড়তঃ (নিজভক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্য প্রকট করিয়া লীলাবিস্তারকারী) অস্য গৌরস্য কৃপাজৃম্ভততয়া (এই শ্রীগৌরাঙ্গের করুণার প্রভাবে) নির্মৎসরাঃ তৎসর্বং জানন্ত্যেব (মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিগণ অনায়াসে তাহা অবগত হইতে পারেন) ॥২৮॥

মূলানুবাদ।—শ্রীরাধামাধবের প্রেমমকরন্দে মুগ্ধ হইয়া সেই চরণের সহিত অনির্ব্বচনীয় প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীজন ব্যতীত অন্য কেহ অতীতকালে করে নাই। বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতেও তাহা হইবার নহে। যিনি নিজবিপ্রলম্ভপ্রেমরূপ পরমৈশ্বর্য্য প্রকট করিয়া বিহার করিতেছেন, সেই গৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টিলাভে ধন্য হইয়া যাঁহারা মাৎসর্য্যলেশশূন্য হইয়াছেন একমাত্র তাহারাই ঐ সম্বন্ধের কথা জানিতে পারেন ॥২৮॥

টীকা—গৌরহরিপাদপদ্মকৃপাদৃক্‌পাতিনাং তেষাং নিগূঢ়প্রেমরসপরিজ্ঞাতৃত্বেন মহিমানং প্রকটয়তি, ভূতো বেত্যাদি। ভগবৎপদাম্বুজরসে কস্যাপি য কোঽপি সম্বন্ধোঽস্মিন্ জগন্মণ্ডলে ন ভূতঃ ন ভবিতা ন ভবতি বা তৎসর্ব্বং নির্ম্মৎসরা জানন্তি। পরোৎকর্ষাসহনং মাৎসর্য্যং তদ্রহিতাঃ। নন্থ কথং মাৎসর্য্যরহিতাঃ কথং বা তং জানন্তি? তত্রাহ অস্য গৌরচন্দ্রস্য কৃপাবিজৃম্ভিতয়া তৎকৃপাপ্রকাশিততয়া উপলক্ষিতা যতঃ নির্ম্মৎসরাস্তং রসঞ্চ জানন্ত্যেব। গৌরস্য কিম্ভূতস্য নিজভক্তিরূপৈশ্বর্য্যং তেন বিক্রীড়তঃ। তৎ সর্ব্বমিতি স চাসৌ সর্ব্বশ্চেতি বিগ্রহঃ। কৃষ্ণপদাম্বুজরসসম্বন্ধঃ কস্য ন কচিৎ। জানন্ত্যনুভবন্ত্যেবং তং রসং গৌরপার্ষদাঃ ॥২৮॥

ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভৃতি মহামাধুর্য্য প্রকটন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরণ-বিমুখ স্বর্গভোগসুখাসক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণকে বারংবার মহাধিকার দিয়া নৃত্যোৎসবে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। যদি বল কেন তাহারা এইরূপ করিয়াছিলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—প্রেমামৃত আস্বাদনে তাহাদের যে উদ্ভট সুখরাশি হয়, তাহাতে বিহ্বল হইয়া বাহ্যবিষয়ের অস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। সেইজন্যই এইপ্রকার নৃত্যাদি করিয়াছিলেন। এই নৃত্যাদি অনুভাববিশেষ। ইহার লক্ষণ রসশাস্ত্রে এইরূপ করিয়াছেন—অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থিত ভাবের অববোধক নৃত্য বিলুণ্ঠন হুঙ্কার প্রভৃতি। শ্রীচৈতন্যের নৃত্যোৎসবে আনন্দরসপূরিত মহাপ্রভুর পার্ষদগণ নৃত্যাদি নানা অনুভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥২৭॥

এই জগতে অনেকেই শ্রবণাদি ভক্তির যাজন করিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীরাধামাধবের চরণকমলের মকরন্দরূপ গোপীপ্রেমের সম্বন্ধ কয়জনের লাভ হয়? সাধনের দ্বারা অনেক বস্তু লাভ হইতে পারে কিন্তু এই পরম রহস্যময় অনুপম বস্তুর কথঞ্চিৎ সম্বন্ধও সাধনের দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান কালে এ জগতে কেহই লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীগৌরহরির চরণকমলের কৃপাদৃষ্টি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন সেই মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিগণই এই পরমদুর্ল্লভ নিগূঢ় প্রেমরস অবগত হইতে পারেন—এই কথা বলিয়া এখানে গৌরভক্তমহিমা বর্ণন করিতেছেন।

মহাপুরুষমানিনাং সুরমুনীশ্বরাণাং নিজং পদাম্বুজমজানতাং কিমপি গর্ব্বনির্ব্বাসনম্
অহো নয়নগোচরং নিগমচক্রচূড়াচয়ং শচীসুতমচীকরৎ ক ইহ ভূরিভাগ্যোদয়ঃ ॥২৯॥

অন্বয়।—নিজং পদাম্বুজম্ অজানতাম্ (নিজচরণের প্রেমমাধুর্য্যে অজ্ঞ) মহাপুরুষমানিনাং সুরমুনীশ্বরাণাম্ (যাহারা নিজদিগকে মহাপুরুষ চিন্তা করিয়া গর্বান্বিত এমন মুনীশ্বর ও সুরগণেরও) কিমপি গর্বনির্বাসনম্ (কোনও গর্বনির্বাসনকারী) নিগমচক্রচূড়াচয়ম্ (শ্রুতিগণ মস্তকের দ্বারা যাঁহার চরণধূলি অনুসন্ধান করিতেছেন এই প্রকার) শচীসুতম্ (শ্রীগৌরাঙ্গকে) ইহ (মাদৃশ-জনে) কো ভূরিভাগ্যোদয়ঃ (পরম ভাগ্যবিশিষ্ট কোন্ জন) নয়নগোচরমচীকরৎ (নয়নগোচর করাইলেন) ? ॥২৯॥

মূলানুবাদ।—হায় ! কোন্ দয়ালু গৌরভক্ত শ্রুতিসমূহের দ্বারা অন্বেষণীয়পদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে আমার ন্যায় ভাগ্যহীন মায়াবাদীর নয়নগোচরে প্রকট করিয়াছিলেন জানি না ; তবে এইটুকু জানি শ্রীগৌরভক্তের করুণাতেই আমার শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করিয়া প্রেমলাভরূপ মহাভাগ্য সম্পাদিত হইয়াছে। আমিও একদিন নিজেকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিমান করিতাম কিন্তু এত আনন্দ তো কোন দিন পাই নাই !! একটিবার দর্শন দিয়া প্রভু আমার দুরন্ত অভিমানের অন্ত করিয়াছেন। তাই বলি কিঞ্চিৎ সাধন করিয়া বা না করিয়া যাহারা নিজেকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেছে আর সুরমুনীশ্বরগণ আপনাদিগকেও বলিতেছি—একবার আসিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া যান, সমস্ত অভিমান শান্ত হইয়া যাইবে। পরমানন্দে চিত্ত পূর্ণ হইবে ॥২৯॥

টীকা। গৌরহরিপদাম্বুজানাশ্রিতানামাক্ষেপেণ তন্মহিমানং বিস্মিত ইব ধ্বনয়তি। মহাপুরুষমানিনামিত্যাদি। কো জনো মদ্বিধে জনেঽপি শচীসুতং নয়নগোচরমচীকরৎ কারয়তি স্ম। অহো আশ্চর্য্যং যতঃ স ভূরিভাগ্যোদয়ঃ। বহুনাং ভাগ্যানামুদয়ো যস্য এতাদৃগেবৈতাদৃশং দর্শয়িতুং শক্নোতি নান্যঃ। কিম্ভূতম্ ? নিগমচক্রচূড়াচয়ং। শ্রুতিসমূহো মুকুটৈশ্চায়তে হ্নুসন্ধীয়তে যস্তং। অতএব সুরমুনীশ্বরানাং গর্ব্বস্য বাসনায়া অভাবো যস্মাত্তম্। কিম্ভূতানাম্ ? নিজং পদাম্বুজং তন্মাধুর্য্যমজানতামননুভবতাম্। পুনঃ কিম্ভূতানামাত্মানং মহাপুরুষং মন্যন্তে যে মহাপুরুষমানিনস্তেষাম্। মহাপুরুষমন্যত্বেন গর্ব্বযুক্তানামিত্যর্থঃ। গৌরাঙ্গোপাসনাদর্শি যেন স প্রবরো মহান্। ভূরিভাগ্যোদয় সম্যক্শাস্ত্রার্থবিধিদর্শকঃ ॥২৯॥

কামক্রোধাদিশূন্য হওয়া তত কঠিন নহে, কিন্তু মাৎসর্য্যশূন্য হওয়া একান্ত সুকঠিন। শ্রীভাগবতে প্রেমধর্ম্মে এই মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিগণেরই চরম অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। যদি বল এই নির্ম্মৎসরতা কেমন করিয়া আসিবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—মাৎসর্য্য হইতেছে পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণুতা। জ্ঞানী বল যোগী বল ভক্তই বল এই মাৎসর্য্য অল্লাধিক পরিমাণে থাকিবেই। একমাত্র যাঁহারা অকপটভাবে তদ্‌গতচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গমাধবের চরণাশ্রয় করেন, তাঁহার কৃপায় সমৃদ্ধ হইয়া তাঁহারাই মাৎসর্য্যশূন্য চিত্তে শ্রীগোপীপ্রেমের অনুপম মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন। যদি বল যাহার কৃপায় এইরূপ অঘটন ঘটে সেই শ্রীগৌরাঙ্গই বা কেমন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যিনি নিজ প্রেমরূপ মহা ঐশ্বর্য্য প্রকটন করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার নাশ করিয়া বস্তুর প্রকাশ ঘটায়, তেমনই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ পরমৈশ্বর্য্য চিত্তের মাৎসর্য্য নাশ করিয়া প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্যতা দান করে। তখন শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপজ্ঞানের উদয়ের সহিত আত্মদর্শন (অর্থাৎ আমি কে এই জ্ঞানও) হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণচরণকমলের মকরন্দসম্বন্ধ কাহারও কখনও হয় না। গৌরপার্ষদগণই তাহা জানিতে এবং অনুভব করিতে পারেন ॥২৮॥

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি পরমাশ্চর্য্যবৈভবে গৌরাঙ্গে ন্যস্তভাবো যঃ সর্ব্বার্থপূর্ণ এব সঃ ॥৩০॥

অন্বয়।—সর্বসাধনহীনোঽপি যো জনঃ (সর্বসাধনহীন হইয়াও যে জন) পরমাশ্চর্য্যবৈভবে গৌরাঙ্গে (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীগৌরাঙ্গচরণে) ন্যস্তভাবঃ (চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন), স সর্ব্বার্থপূর্ণ এব ভবতি (তিনি পরমপুরুষার্থ প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন) ॥৩০॥

মূলানুবাদ।—কোনও সাধন অনুষ্ঠান করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার প্রতি আমার নিবেদন ভাই! তোমরা একবার পরমাশ্চর্য্যবৈভবশালী শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে অন্তরের প্রেম দিয়া অর্চ্চন কর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ॥৩০॥

টীকা। গৌরপদাম্বুজার্পিতচিত্তানামেব পূর্ণতা নান্যেষামিতি বর্ণয়ন্ মহিমা ব্যজ্যতে উপসংহ্রিয়তে চ। সর্ব্বসাধন-হীনোঽপীত্যাদি। সর্ব্বৈঃ সাধনৈর্হীনস্ত্যক্তোঽপি জন যদ্যপি গৌরাঙ্গেঽর্পিতভাবো ভবতি স সর্ব্বার্থৈঃ সমস্তফলৈঃ পরিপূর্ণঃ। যদ্বা সর্ব্বেভ্যশ্চতুর্ব্বর্গাদিভ্যোঽর্থ পুরুষার্থশিরোমণি নিগূঢ়প্রেমাস্তেন পরিপূর্ণ এব স ইত্যর্থঃ। গৌরাঙ্গে কিম্ভূতে পরমাশ্চর্য্যবৈভবে সর্ব্বোৎকৃষ্টং চমৎকারকারিবৈভবমৈশ্বর্য্যং যস্য তস্মিন্। সর্ব্বার্থপূর্ণত্বেন মহিমা ব্যঞ্জিতঃ॥ সাধনাদি-বিহীনোঽপি গৌরাঙ্গেঽর্পিতমানসঃ। পুরুষার্থশিরোরত্নপ্রেমপূর্ণঃ স এব হি ॥৩০॥

শ্রীপাদ গ্রন্থকার নিজের উপর আক্ষেপ করিয়া শ্রীগৌরপদাম্বুজাশ্রিত জনগণের পরম মহিমা বর্ণন করিতেছেন। আহা! আমার মত ভাগ্যহীন মায়াবাদী জনের সম্মুখে কোন্ দয়ালু ব্যক্তি শ্রীগৌরহরিকে আনয়ন করিয়া আমার পরম ভাগ্যের উদয় করিলেন।। যাহার ফলে আমার মরুভূমিতুল্য শুষ্কহৃদয়েও প্রেমের বন্যা আসিয়াছে। একমাত্র শ্রীগৌরপদা-ম্বুজাশ্রিত জনগণই এই প্রেমসম্পদের পরমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ মাধবকে আনিয়া দেখাইতে পারেন অন্যে নহে। যদি বল এই প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরাঙ্গের পরিচয় কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা আমার বলিবার সাধ্য নাই। নিগম বা শ্রুতিসমূহ শ্রীচরণকমলের মকরন্দ আস্বাদনের লোভে পরমশ্রদ্ধাভরে মস্তকের মুকুটের দ্বারা অনন্তকাল ধরিয়া যাঁহাকে সন্ধান করিতেছেন, আমার মত ক্ষুদ্রজন তাঁহার মহিমা কি করিয়া বর্ণন করিবে? যাঁহার চরণকমলের মধুগন্ধ এইরূপে শ্রুতিগণকেও পাগল করে, তাহা যে মহাপুরুষাভিমানিগণের এবং সুরমুনীশ্বরগণের গর্ব্বের অবসান করিবে ইহা আর বেশী কথা কি? শ্রীগৌরপদাম্বুজ হইতে ক্ষরিত মাধুর্য্যের সাগরে যাহাদের চিত্ত ডুবিয়া থাকে, তাহাদের মধুময় চিত্তে গর্ব্বাদি কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? যাহাদের চিত্ত ঐ মাধুর্য্যের সাগরে ডুবিতে না পারে তাহারাই গর্ব্ব-মাৎসর্য্যাদিতে পূর্ণ হয়। কোনও ব্যক্তি যদি সাধনবলে বলীয়ান হইয়া আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিমান করেন অথবা দেবতা বা মুনিগণের ঈশ্বরও হন তথাপি প্রকৃতির অবির্ব্বচনীয় আয়ুধস্বরূপ গর্ব্বের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই॥ ঐ গর্ব্ব নির্ব্বাসনের একমাত্র উপায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গোপাসনার মার্গ প্রদর্শন করেন, সেই শাস্ত্রার্থদর্শী ভাগ্যপ্রদাতা ভক্তগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥২৯॥

বহু বাসনাবিশিষ্ট জীবের জন্য শাস্ত্র বহুপ্রকার সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিদেবীর আশ্রয় ভিন্ন কোন কার্য্যই ফলদানে সক্ষম নহে। যাহারা প্রচুর উৎসাহ এবং অধ্যবসায় লইয়া সেই সেই সাধনে প্রবৃত্ত হন, শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইলে তাঁহারা অভিলসিত স্বর্গাদি ফললাভে সমর্থ হন; তথাপি পরমপুরুষার্থ প্রেমের সন্ধানও পান না। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমলে—যাঁহারা চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেও তাহার দিকে

অপ্যগণ্যমহাপুণ্যমনন্যশরণং হরেঃ। অনুপাসিতচৈতন্যমধন্যং মন্যতে মতিঃ ॥৩১॥

অন্বয়।—মতিঃ (বিচারপূর্ব্বক যথার্থ নির্দ্ধারণাত্মিকা বুদ্ধি) অগণ্যমহাপুণ্যং (গণনাতীতমহাপুণ্যকারী) হরেরনন্যশরণমপি (শ্রীহরির একান্ত শরণাগতজনকেও) অনুপাসিতচৈতন্যং (শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনা না করিলে) অধন্যং মন্যতে (অধন্য মনে করে) ॥৩১॥

মূলানুবাদ।—ভাই! তুমি যদি অগণ্য মহাপুণ্যের আচরণ কর, তাহার ফলভোগের জন্য তোমাকে স্বর্গাদিপুরে লইয়া গিয়া মহাবিষয়ভোগবিষকূপে নিমজ্জিত করিবে। যদি শ্রীরাধামাধবের চরণে অনন্যশরণও হও, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রের উপাসনা না কর, তাহা হইলে তোমাকে সাধনের দ্বারা ক্লেশে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় সমৃদ্ধ হইয়া পরম সুখে ব্রজপ্রেমমাধুরী আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে ॥৩১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদ্বেষিসঙ্গত্যাগার্থং তদভক্তানপি নিন্দতি পঞ্চদশভিঃ। অথ চৈতন্যাভক্তনিন্দেতি লোকপ্রবৃত্ত্যর্থ-ত্বেনাত্র নিন্দা নতু খলত্বেন। পরমকারুণ্যপরোপকৃতিশীলানাং তাদৃশাং মহতাং পরনিন্দকত্বাভাবাৎ। অত্র প্রথমং তদনুপাসকস্য নিন্দাং ব্যঞ্জয়তি অপ্যগণ্যমহাপুণ্যমিত্যাদি। নোপাসিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো যেন তং জনং ধন্যং মতির্ন মন্যতে। বিচারজন্যযথার্থনির্দ্ধারণং মতিঃ সাতু তং জনং ধন্যং ন মন্যতে। তং কিম্ভূতমপ্যগণ্যমহাপুণ্যমিতি গণনাতি-রিক্তানি মহাপুণ্যানি যস্য তমপি। পুনঃ কিম্ভূতং নাস্তি হরেরণ্যং শরণং যস্য হরেরেকান্তিভক্তস্যাপি ধন্যতাং ন মন্যতে কিমুত অপ্যগণ্যগুণস্য জনস্য। ধনং তাবৎ পঞ্চমপুরুষার্থঃ প্রেমা ধনমর্হতি ইতি ধন্যস্তম্। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপাসনাং বিনা প্রেমধনং ন লভ্যতে তস্য কলিকালোপাস্যত্বাৎ। উপাস্যত্বঞ্চ নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শ্রুত্যাদিপ্রয়োগাৎ। আগমাদিষু ক্রমদীপিকাদৌ গৌরগোপালস্য সধ্যানচতুরক্ষরমন্ত্রঃ প্রকাশিতোঽস্তি। মারপুটিত কৃষ্ণেতি এবং গৌরহরি-গৌরাঙ্গবিগ্রহশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেত্যাদীনি কামলজ্জাদিচতুর্থ্যন্তা স্বাহান্তা নমোঽন্তা বা দ্বিতীয়াযুক্তাহং প্রপদ্যে ইত্যুক্তং বা মন্ত্রাঃ গ্রহণীয়াশ্চেতি ধ্বনিতম্। চৈতন্যোপাসনং যস্য কলৌ নাস্তি কদাচন অনন্যহরিভক্তোঽপি স ধন্যো মন্যতে নহি ॥৩১॥

দৃক্‌পাত না করিয়া পরমপুরুষার্থ প্রেমের আস্বাদনে তাঁহারা বিভোর হইয়া থাকেন। তাঁহারা অন্য কোনও সাধনের অনুষ্ঠান করেন না অথচ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণকৃপায় সাধনমার্গের চরম ফল পরমপুরুষার্থ প্রেমের মাধুর্য্যাস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন। যদি বল এই পরম বদান্য শ্রীচৈতন্য কেমন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—পরমপুরুষার্থদানরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ ঐশ্বর্য্যদ্বারেই শরণাগতিমাত্রে প্রেম দান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে যাঁহারা চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা সাধনাদিবিহীন হইলেও গোপীপ্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন ॥৩০॥

ভাল, কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনে শ্রীবৃন্দাবনের মধুরোজ্জ্বল প্রেমের আস্বাদন না হউক্ শ্রীহরির অনন্যশরণাত্মিকা ভক্তিমার্গের আশ্রয়ে তো এ প্রেম লাভ হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু শ্রীহরি অপরাধের বিচার করায় শীঘ্র তাহার ভজনের প্রেমরূপ ফল দান করেন না। এইজন্য শ্রীহরির অনন্য শরণাগতিতেও এই প্রেম সহজে মিলিবার নহে। কলিহত জীবকে অনর্পিতচরী প্রেম বিতরণ করিবার জন্য রাধাভাবাঢ্য মাধব পরমকরুণাময় শ্রীগৌরহরিমূর্ত্তিতে শুভাগমন করিয়াছেন—এইজন্য প্রেমসম্পদে ধনী হইতে হইলে তাঁহার উপাসনা করিতেই হইবে। ধন শব্দের অর্থ পঞ্চমপুরুষার্থ ব্রজপ্রেম, সেই ধন যিনি লাভ করেন তিনিই ধন্য। শ্রীচৈতন্য উপাসনার শাস্ত্রযুক্তি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আগমাদি-

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্ ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তাঁন্ নরপশূন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥৩২॥

অন্বয়। ব্রহ্মাহমিতি বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্ ধিগস্তু (আমিই 'ব্রহ্ম' বলিয়া যাহারা আত্মতুষ্ট সেই সকল জড়মতিকে ধিক্) ক্রিয়াসক্তান্ ধিক্ (ঐহিক পারলৌকিক ভোগসুখপ্রদকর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত জনকে ধিক্) বিকটতপসো ধিক্ যমিনশ্চ ধিক্ (কঠোর তপস্যাকারী এবং মনঃসংযমে বিবিধ চেষ্টাশীল ব্যক্তিদিগকেও ধিক্) কেষাঞ্চিৎ গৌরমধুনঃ লেশোঽপি ন মিলিত. (ইহাদের কাহারও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের লেশমাত্রও আস্বাদন হয় নাই) এতান্ বিষয়রসমত্তান্ নরপশূন্ কিং শোচামঃ (এই পশুতুল্য বিষয়সুখান্বেষী ব্যক্তিগণের জন্য কি শোচনা করিব) ॥৩২॥

মূলানুবাদ।—অনন্তৈশ্বর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় শ্রীভগবান দাসভূত জীবের বাসনানুরূপ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত জীবকে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন। যে তুচ্ছ জ্ঞানাভিমানী জীব তিনি আমার উপাস্য ইহা না বুঝিয়া 'ব্রহ্মাঽহম্' বলিয়া পুলকিতমনে প্রচার করিতে থাকেন, তাহাদিগকে ধিক্। আবার যাঁহারা উৎকৃষ্টতরবিষয়সুখের কামনায় যজ্ঞাদিতে আসক্ত হয়েন, উৎকট তপস্যা করেন অথবা প্রণায়ামাদি দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন—ইহাদের সকলকেই ধিক্। পশুর ন্যায় ইহারা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদত্ত প্রেমমধুর লেশমাত্র আস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। ইহাদের জন্য কি শোচনা করিব? ।৩২।

টীকা। শ্রীচৈতন্যপদকমলমধুলেশরহিতান্ নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানিকর্ম্মিবিকটতাপসাদীন্ ধিকারপূর্ব্বকং নিন্দতি। ধিগস্তু ব্রহ্মাহমিত্যাদি। ব্রহ্মৈবাহামতি শব্দোচ্চারণমাত্রেনৈব নতু তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যযথার্থতত্ত্বজ্ঞানেন বদনানি ফুল্লানি যেষাং তান্ ধিক্। ক্রিয়া নিত্যনৈমিত্তককর্ম্মাণি তেষু বা সক্তান্ তদাগ্রহযুক্তান্ অতএব জড়মতান্ জড়া যথার্থপরমার্থানুসন্ধানে বিবেকশূন্যা অথচ প্রাকৃতমায়িকনশ্বরসুখলেশানুসন্ধানলিপ্তা মতিবুদ্ধির্যেষাং তান্ ধিক্। বিকটং নিদাঘে তপনজ্বলন-তাপসহিষ্ণুত্বেন প্রাবৃষি নিরন্তরবৃষ্টিধারাসহনত্বেন হেমন্তাদৌ জলমগ্নত্বেন নখশ্মশ্রুকেশধারিত্বেনাভোজনাস্তরত্বেন মলাপ-কর্ষণরহিতত্বেন চ ঘোরং তপঃ ক্লেশসহনজপধ্যানাদি যেষাং তান্ ধিক্। যমিনো বশীকৃতসর্ব্ববিষয়েন্দ্রিয়ান্ ধিক্ যতঃ উক্তানাং কেষাঞ্চিদপি গৌরপদকমলমকরন্দস্য চ লেশোঽপি ন মিলিতঃ। অহহ খেদে কিমেতান্ নরাকারপশূন্ শোচামঃ যতঃ বিষয়রসেন ভগবৎসম্বন্ধরহিতবিষয়ভোগেন মদগর্ব্বিতান্। যথা গ্রাম্যপশব আহারাদিকং কুর্ব্বন্তি তথা তেঽপি কো বিশেষঃ। গৌরপদাশ্রয়ং বিনা জ্ঞানাদিকং সর্ব্বং বৃথৈবেতি নিন্দা। জ্ঞানকর্ম্মতপোযোগযমিনো ভোগিনশ্চ যে তান্ ধিগ্ গৌরপদাম্ভোজমধুলেশবিবর্জ্জিতান্ ॥৩২॥

গ্রন্থে এবং ক্রমদীপিকায় শ্রীগৌরগোপালের সধ্যান চতুরক্ষর মন্ত্র প্রকাশিত আছে। সেই মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আর্ত্তিভরে শ্রীগৌরাঙ্গের আনুগত্য গ্রহণ করিলে ব্রজপ্রেমে ধনী হইতে পারা যাইবে। কলিকালে যে কখনও শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসনা করে নাই, অনন্তহরিভক্ত হইলেও সে জন ব্রজপ্রেমসম্পদে ধনী হইতে পারিবে না ॥৩১॥

যাহারা শ্রীচৈতন্যপদকমলের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে অসমর্থ সেই ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্মী এবং তপস্বীগণকে ধিকারপূর্ব্বক নিন্দা করিতেছেন। যাহারা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ, যথাযথরূপে অনুভব করিতে না পারিয়া 'অহং ব্রহ্ম' এই কথা মাত্র বলিয়া আনন্দে পুলকিত হন তাহাদিগকে ধিক্। কৃষ্ণভক্তিবিরহিত একমাত্র নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে যাহাদের প্রচুর আগ্রহ সেই সকল বিষয়াবিষ্টচিত্ত জড়মতি কর্ম্মিগণকেও ধিক্! গ্রীষ্মে অগ্নিপ্রজ্বালনাদি করিয়া বর্ষায় বারিধারা মস্তকে

পাষাণঃ পরিসিঞ্চিতোঽমৃতরসৈর্নৈবাঙ্কুরং সম্ভবেৎ লাঙ্গুলং সরমাপতের্বিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জ্জবং
হস্তাবুন্নয়তা বুধা কথমহো ধার্য্যং বিধোর্মণ্ডলং। সর্ব্বং সাধনমস্তু গৌরকরুণাভাবেন ভাবোৎসবঃ ॥৩৩॥

অন্বয়।—হে বুধাঃ (হে পণ্ডিতগণ) অমৃতরসে পরিসিঞ্চিতঃ (অমৃতরসে পরিসিঞ্চিত হইলেও) পাষাণঃ অঙ্কুরো ন সম্ভবেৎ (পাষাণের অঙ্কুর হয় না) সরমাপতের্লাঙ্গুলং বিবৃণত আর্জ্জবং নৈব (কুক্কুরের লাঙ্গুল বিশেষরূপে বিস্তারিত করিলেও তাহা সরল হয় না) হস্তাবুন্নয়তা বিধোর্মণ্ডলং কথং ধার্য্যং (হস্তদ্বয় উর্দ্ধে তুলিয়া কেহ চন্দ্রমণ্ডলকে স্পর্শ করিতে পারে না) সর্ব্বং সাধনং গৌরভক্তকরুণাভাবেণ ভাবোৎসবো ভবতি (গৌরভক্তের করুণা ভিন্ন সমস্ত সাধনই মনোবিলাস-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়) ॥৩৩॥

মূলানুবাদ।—নিজ শক্তিতে কেহই সেই প্রেমামৃতের আস্বাদন লাভ করিতে পারেন না। তাই প্রেমময় মাধব পরমবদান্য গৌরহরিমূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক করুণা করিয়া জীবকে সেই প্রেমামৃত আস্বাদনের অধিকার দান করিলেন। এ হেন গৌরহরির কৃপালাভের চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা অন্য সাধনে সেই প্রেমামৃতের অর্জ্জনে সচেষ্ট তাঁহারা অসম্ভব বস্তুর সাধনে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। দেখ ভাই! পাষাণ অমৃতে নিরন্তর সিঞ্চিত হইলেও তাহাতে অঙ্কুর হয় না। কুকুরের লেজকে বারংবার সরল করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা সরল হইবার নহে। হাত তুলিয়া যতই চেষ্টা কর চাঁদের নাগাল পাইবে না। তেমনি গৌরাঙ্গের কৃপাবঞ্চিত সকল সাধনই মনোবিলাসমাত্রে পরিণত হইবে।৩৩।

টীকা। গৌরহরিকরুণাকটাক্ষং বিনা সর্বং সাধনং বৃথৈবেতি সদৃষ্টান্তং প্রকটয্য তদনাশ্রিতানাং নিন্দাং ব্যঞ্জয়তি পাষাণং পরিসিঞ্চিতেত্যাদি। হে বুধা! যদ্যপি সর্ব্বং সম্পূর্ণং সাধনমস্তু তথাপি গৌরস্য করুণায়াঃ অভাবে বিদ্যমানত্বে সতি স্বয়ং ভগবদ্বিষয়করতিবিশেষোৎপন্নানন্দানুভবস্বরূপবিশেষসম্ভাবনাপি ন স্যাৎ। তৎ সম্ভাবনাভাবং দৃষ্টান্তয়তি। সুধারসৈঃ পরি ভৃশং সিঞ্চিতঃ পাষাণো নাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ। সুধাসিঞ্চিতপাষাণস্য যথা অঙ্কুরসম্ভাবনা ন স্যাৎ, লাঙ্গুলং বিবৃণতঃ সরমাপতেঃ কুক্কুরস্য লাঙ্গুলস্যার্জ্জবং সারল্যং ন স্যাৎ। হস্তাবুন্নয়তা জনেন বিধোর্মণ্ডলং কথং ধার্য্যম্? যথা হস্তাভ্যা-মুন্নতাভ্যাং বিধোর্মণ্ডলধারণাসম্ভাবনা তথা চৈতন্যকরুণাং বিনা অন্যসাধনৈঃ প্রেমসুধাদিসম্ভাবনা সম্যক্ ন স্যাৎ। অঙ্কুরার্থপাষাণসেচনশ্বপুচ্ছার্জ্জবার্থতৎপ্রসারণচন্দ্রধারণার্থবাহুপ্রসারণব্যাপারো যথা বৃথা ভবতি তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাশ্রয়ং বিনা অন্যসাধনানি সর্ব্বাণি বৃথৈব ভবন্তীতি তদনাশ্রিতনিন্দা ব্যঞ্জিতা। হস্তাবুন্নয়ত ইতি পাঠে সাক্ষেপবিধ্যর্থে লোট্ মধ্যমপুরুষবহুবচনসিদ্ধক্রিয়াপদানি। তত্রাবুধা ইতি সম্বোধনং অর্থ স এব। উৎপানি খবিধুস্পর্শঃ শুনঃ পুচ্ছর্জ্জুতা যথা সিক্তপাষাণাঙ্কুরতা কদাচ নৈব সম্ভবেৎ। যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকরুণামন্তরেণ বৈ সর্ব্বসাধনসত্ত্বেঽপি ভাবসম্ভাবনা নচ ॥৩৩॥

সহ্য করিয়া হেমন্তে জলমগ্ন হইয়া নখশ্মশ্রুকেশধারণ ভোজনস্নানাদিত্যাগরূপ উৎকট তপস্যা করিয়া যাহারা নিজেকে ক্লিষ্ট করেন তাহাদিগকেও ধিক্। ভক্তিরসে বঞ্চিত যাহারা মাত্র প্রাণায়ামির দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয় বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন তাহাদিগকেও ধিক্, কারণ ইহাদের কাহারও গৌরপদকমলের ভক্তিরূপ মধুর লেশমাত্র লাভ হয় নাই। আহা! ইহারা মানবদেহ লাভ করিলেও পশুর ন্যায় নিজ হিতাহিতবিষয়ে অজ্ঞ। গ্রাম্য পশুগণ যেমন আহার মৈথুনাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সুখলেশ ভোগ করিয়া মদগর্ব্বিত হয়, তেমনি ইহারাও ভগবৎসম্বন্ধরহিত হইয়া আহার বিহারাদি

অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে বিস্তীর্ণে প্রেমসাগরে সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে যো দীনো দীন এব সঃ ॥৩৪॥

অন্বয়।—গৌরচন্দ্রে অবতীর্ণে (গৌরচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া) সুপ্রকাশিতরত্নৌঘে (নববিধভক্তির মাধুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক) প্রেমসাগরে বিস্তীর্ণে (প্রেমের অমৃতসাগর বিস্তারিত করিলে) যো দীনঃ স দীন এব (যে ব্যক্তি তাহাতে বঞ্চিত থ কিল সে চিরবঞ্চিত)॥৩৪॥

মূলানুবাদ।—শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হইয়া প্রেমের মহাসাগর দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। নামমাধুর্য্য এবং ভক্তিরূপরত্নসকল তাহাতে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতেছে। এই সাগরে অবগাহন করিতে কাহারও নিষেধ নাই। ইচ্ছা করিলে সকলেই নিরন্তর প্রেমামৃতে স্নান, পান এবং তাহা হইতে ভক্তিরত্নসকল আহরণ করিতে পারে। এমন শুভদিনেও যে ব্যক্তি প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া রহিল, তাহার ভাগ্যে আর কোন দিনই প্রেমধন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।৩৪॥

টীকা। সুপ্রকাশিতপ্রেমরত্নসমূহস্য গৌরস্য পাদাম্বুজয়োরকৃতাশ্রয়ত্বেন প্রেমধনশূন্যজনস্য দারিদ্র্যং প্রকটয়ন্নিন্দাং ব্যঞ্জয়তি অবতীর্ণে গৌরচন্দ্রে ইত্যাদি। গৌরহরিরূপে চন্দ্রে প্রকটীভূতে সতি যো দীনঃ স দীন এব স্যাৎ। দীনত্বাত্র মূঢ়তা দরিদ্রতা চ। কিন্তূতে বিস্তীর্ণপ্রেমরূপসাগরো রত্নকরো যেন তস্মিন্। নন্বু উদিতচন্দ্রবিস্তৃতরত্নাকরত্বেন কথং দরিদ্রত্বাহানিস্তত্রাহ সুপ্রকাশিতেতি সুষ্ঠু যথা স্যাৎ তথা প্রকাশিতো রত্নরূপানাং শ্রবণকীর্ত্তনাদিনববিধভক্তীনাং কিম্বানুভাবসাত্ত্বিকব্যভিচারিভাবানাং কিম্বা হরে কৃষ্ণ ইতি নাম্নামোঘ সমূহো যেন তস্মিন্। কোঽপি রত্নাকরনিকটস্থ-উদিতচন্দ্রপ্রকাশিতরত্নানামপরিচিত্যান্যত্র লৌহগলিতকঙ্কনানুষ্ঠানুসন্ধাতুমিচ্ছতি তস্য যথা দারিদ্র্যং ন যাতি, তথা প্রচারিত-নিজপ্রেমপ্রকাশিতনানাবিধভাবানুভাবাদিকগৌরবিধুপদকমলানাশ্রিতস্য মূঢ়তা ন যাতি। অতঃ সোঽতীব মূঢ় ইতি নিন্দা ধ্বনিতা। ততঃ স্বপ্রেমজলধিরত্নং নাম বিতন্বতঃ গৌরেন্দোঃ পাদরত্নং যো নাশ্রিতো মূঢ় এব সঃ॥৩৪॥

সুখে লুব্ধচিত্ত হইয়া থাকে। একমাত্র গৌরপদাশ্রয়েই এই বৃথা অভিমানের শান্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান কর্ম্ম তপস্যা যোগ এবং বিষয়ভোগে যাহারা প্রমত্তচিত্ত সেই গৌরপদাম্ভোজমধুলেশবর্জ্জিত ব্যক্তিগণকে ধিক্॥৩২॥

শ্রীগৌরহরির করুণা ভিন্ন কোন সাধনেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ আবির্ভাবিত করিতে পারে না ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিয়া গৌরহরির চরণবিমুখ জনগণকে নিন্দা করিতেছেন। ভাই শাস্ত্রজ্ঞ! শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিয়া যদি তুমি সমস্তসাধন সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হও তাহা হইলেও শ্রীগৌরহরির করুণার অভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গোপীপ্রেমের পরমানন্দ অনুভব করিতে পারিবে না। দেখ অমৃতরসে নিরন্তর সিঞ্চিত হইলেও পাষাণে অঙ্কুরোদগম হয় না। কুকুরের লাঙ্গুল বিস্তার করিয়া দিলেও তাহা সরল হয় না। হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়াও কেহ চাঁদ ধরিতে পারে না। প্রচুর চেষ্টা করিলেও যোগ্যতার অভাবে যেমন ইহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তেমনি নিজ যোগ্যতার অভাবে তোমার সমস্ত সাধন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়ান্ রাধাপ্রেমভাবিত-বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির কৃপাদৃষ্টিমাত্রে হৃদয়ে গোপীপ্রেম আবির্ভাবের যোগ্যতা আসিবে। ঊর্দ্ধবাহুর চন্দ্রস্পর্শ, কুক্কুর-পুচ্ছের ঋজুতা, অমৃতসিক্ত পাষাণের অঙ্কুর যেমন অসম্ভব, তেমনি গৌরহরির করুণা ভিন্ন সর্ব্বসাধনসত্ত্বেও গোপী-প্রেম লাভ অসম্ভব॥৩৩॥

শ্রীগৌরহরির কৃপাবিহীনজনের দারিদ্র্য প্রকটন করিয়া নিন্দা করিতেছেন। চন্দ্রোদয়ে যেমন সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে সেইরূপ গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রেমসাগরে জোয়ার উঠিয়া বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছে এবং মহার্ঘ্য রত্নসকল সুপ্রকাশিত